The Hare Prize Fund Essay.

FEMALE COMPOSITIONS.

PART 1.

বামারচনাবলী।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে

প্রকাশিত।

১১ মাঘ ১২৭৮ সাল।

CALCUTTA.

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS.
115, AMHERST STREET.

1872.

G. J. K. C.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমাজ সংস্করণ।

উপক্রমণিকা।

বামাবোধিনী পত্রিকাতে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লেখাগুলি একত্র করিয়া এই বামারচনাবলী পুস্তক প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানি লিখিত বিষয়ানুসারে ছয়টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে ঃ— ১ সমাজ-সংস্কার, ২ স্ত্রীশিক্ষা ও বিদ্যা, ৩ নীতি ও ধর্ম্ম, ৪ স্তোত্র ও প্রার্থনা, ৫ স্বভাব বর্ণনা, ৬ বিবিধ-প্রবন্ধ। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথমে গদ্য ও শেষে পদ্য প্রস্তাবগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষার এক্ষণে যেরূপ প্রথমোদ্যম, তাহাতে কোন ভাল রচনা দেখিলে সহসা স্ত্রীলোকের বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই পুস্তকে যে সকল রচনা সংকলিত হইয়াছে, তাহাতেও যে কাহার সংশয় উপ-স্থিত হইবে না কিরূপে আশা করা যায়? কিন্তু আমা-দিগের পাঠক পাঠিকাগণের প্রতি বক্তব্য যে এবিষয়ে বামাবোধিনী পত্রিকা পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বামা রচনা সকল গ্রহণ করিয়াছেন। লেখিকাদিগের অধিকাংশ আমাদিগের বিশেষ পরি-

চিত, অবশিষ্ট সকলের লেখা বিশ্বাসযোগ্য যথোচিত প্রমাণ ভিন্ন গৃহীত হয় নাই। লেখিকাদিগের রচনার নিম্নে তাঁহাদের নাম চিহ্নিত আছে, কেবল যাঁহারা প্রকাশ্যে স্ব স্ব নাম জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত বা অনিচ্ছু, তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের লেখা অল্প বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া কেহ বিবেচনা না করেন। রচনাসকল পত্রিকাতে যেরূপ অবিকল মুদ্রিত হইয়াছিল, পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কণ সময়ে আমরা স্থল বিশেষে তাহার কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি ও কোন কোন অংশ কিছু কিছু সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

এদেশীয় বামাগণকে বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহদান করাই এই পুস্তকখানি প্রচার করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ যাঁহারা প্রবন্ধসকল রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে অধিকতর সুশিক্ষিত করিতে উৎসাহিত হইবেন; দ্বিতীয়তঃ যে অসংখ্য মহিলা অদ্যাপি ‘ বিদ্যাশিক্ষা ’ নারীগণের সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন তাঁহারা এই প্রত্যক্ষ প্রমাণসকল অবলম্বন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন। এতদ্ভিন্ন এই পুস্তক দর্শন করিয়া বামাকুলহিতৈষী মহোদয়গণ কথঞ্চিৎ সন্তোষলাভ করিবেন

এবং যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন, তৎপ্রতি তাঁহাদের অনুরাগ সঞ্চার হইবে ইহা আমাদিগের অন্যতর আশা। বস্তুতঃ বঙ্গদেশের বর্ত্তমান হীনাবস্থায় নারীগণ নানাবিধ বাধা প্রতিবন্ধতায় পরিবৃত হইয়াও অতি অল্পকাল মাত্র শিক্ষা করিয়া যে বিবিধ বিষয়ে চিন্তা করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের কোমল কর হইতে যে এতগুলি সদ্ভাব পূর্ণ সরস রচনা বহির্গত হইয়াছে ইহা দেখিয়া কে না অসীম আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন? আমাদিগের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা রমণীগণকে রীতিমত শিক্ষাদান করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃতি যে কতদূর উন্নত ভাব ধারণ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা জনসমাজের যে কি অপূর্ব্ব শোভা ও কল্যাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহা অনুধাবন করিলে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়।

এই পুস্তকে অবলাবান্ধব ও বঙ্গবন্ধু হইতে এক একটী প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদিগের হস্তে এখনও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অনেক রচনা আছে এবং উক্তাকার পত্র সকল হইতেও অনেক গুলি সংগৃহীত হইতে পারে। যদি সাধারণের সন্তোষকর বোধ হয়, আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রচারে উৎসাহিত হইব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে

হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয়ের বিশেষ উৎসাহেও উক্ত ফণ্ডের সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই পুস্তক সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হইল। সঙ্কলন সময়ে উক্ত ফণ্ডের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় অনেক পরিশ্রম স্বীকার ও সাহায্যদান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমাজ সংস্করণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীশিক্ষা ও বিদ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীতি ও ধর্ম্ম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্তোত্র ও প্রার্থনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বভাব বর্ণন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ প্রবন্ধ।

বামারচনাবলী।

সমাজ সংস্করণ

বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কুসংস্কার আছে।

বঙ্গদেশের লোকদিগের মনে যে সকল কুসংস্কার আছে, তন্মধ্যে বাল্যবিবাহ, বার্দ্ধক্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রথা, জাতিভেদ ও বিধবা-দিগের পুনঃ সংস্কার নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা না দেওয়া ও স্ত্রীদিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা ইত্যাদি অতি ভয়ঙ্কর। বাল্যবিবাহ থাকাতে বঙ্গদেশের কি সর্ব্ব-নাশ না হইতেছে। মূর্খতা, দারিদ্র্য, দুশ্চরিত্রতা, উৎকট পীড়া ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি ভয়ানক দুঃখ সকল এই বাল্যবিবাহ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। পুত্রের শিক্ষার সময় পিতা মাতা বিবাহ দিয়া তাহার শিক্ষার প্রতি ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেন এবং অল্প

বয়সে বিবাহ দিয়া দুঃখসাগরে নিপাতিত করেন। পুত্র অল্প বয়সে পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়া সন্তানদের পিতা হইয়া সংসাররূপ সাগরে ভাসিতে থাকেন। এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের বাল্যকালাবধি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিবাহ করা প্রথা আছে। কিন্তু স্ত্রীদিগের বিবাহ বিষয়ে তাদৃশ নিয়ম নহে। তাহাদের বিবাহের কাল আট নয় বৎসর প্রচলিত আছে। কোন কোন বালিকা দশম, কিম্বা একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকেন, এবং ৪০।৫০ বৎসর বয়স্ক পুরুষদিগকে এমত অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের পাণিগ্রহণ করিতে দেখা যায়। এই কুরীতির বশবর্ত্তী হইয়া পিতা মাতা প্রিয়তম পুত্র কন্যাদের মহা অনিষ্ট উৎপাদন করেন। ভর্ত্তা ও ভার্য্যার মূর্খতা, সন্তানগণের দুর্ব্বলতা, নির্বীর্য্যতা ও নিকৃষ্ট স্বভাব, এই বাল্য বিবাহ জন্যই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষদের এবিষয়ে অত্যন্ত ভ্রম আছে। তাঁহারা এই অশেষ দোষাকর দেশাচারকে ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার বলেন না। এই ঘৃণাকর ব্যবহার সর্ব্বনাশের হেতুস্বরূপ, কিন্তু তাঁহারা ইহাকে একান্ত সমাদর করিয়া থাকেন। যেরূপ তাঁহারা ভাবুন না কেন, পরমপিতা পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যথোচিত শাস্তি ভোগ করিতে

হইবেই হইবে, তাহার সন্দেহ কি? বাল্যবিবাহরূপ কুপ্রথা অস্মদ্দেশ হইতে তিরোহিত না হইলে আমাদের কিছুতেই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এই মহাপাপ যতকাল প্রচলিত থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত সুখ সচ্ছন্দতা সম্ভোগ হওয়া দূরে থাকুক, আমরা ক্রমে ক্রমে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে স্বয়ম্বরার প্রথা ছিল, তাহা এরূপ কুৎসিত ছিল না। পূর্ব্বে পুরুষেরা ৩০।৩৫ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেন না এবং স্ত্রীলোকেরাও স্বেচ্ছানুসারে মনোনীত পাত্র বরণ করিতে পারিতেন। তখনকার হিন্দুরা আধুনিক কুসংস্কারবিশিষ্ট হিন্দুদিগের অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্ট ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তখন উদ্বাহ বিষয়ে এরূপ উৎকট নিয়ম ছিল না, সুতরাং তজ্জনিত যাতনা তখন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ঘটিয়া আসিতেছে। স্থান বিশেষে এরূপ কুপ্রথা আছে যে ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ হয়। সন্তান গর্ভে থাকিতেই পিতা মাতা অন্য শিশুর পিতা মাতাকে কহিয়া থাকেন 'যে আমার কন্যা হইলে আপনার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব।' কি ঘৃণার বিষয়! বঙ্গদেশের ঈশান কোণস্থিত পর্ব্বত শ্রেণীতে গারো

নামক একজাতি বাস করে, ঐ অসভ্য জাতির পাণি-গ্রহণের নিয়ম এবং ব্যভিচার দোষ নিবারণের ব্যবস্থা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তাহা বিবেচনা করিলে অনেক সভ্য জাতিকে ইহাদের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। আহা! ভারতভূমি কতদিন এই হীনাবস্থায় অবস্থিতি করিবে এবং কতদিনে এই কুসংস্কার অন্তর্হিত হইবে !!

বাল্য বিবাহের ন্যায় কৌলীন্যবিবাহ গুরুতর পাতক কতদিনে নিবারণ হইবে? কুলীন ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কন্যাদিগকে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সমান কিম্বা অধিক মান্য ঘর অন্বেষণ করেন এবং তাহাতে কন্যাদান করিতে পারিলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ ও ভাগ্য-বান্ বোধ করেন। তদ্দ্বারা যে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহারা ভুলিয়াও বিবেচনা করেন না। দম্পতির পরস্পরের যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা তাহারা কিছুমাত্র অবগত হইতে পারে না; বিবাহের পর স্বামীর সহিত প্রায় তাহাদিগের সাক্ষাৎ হয় না। যদি কখন কখন স্বামী শ্বশুরালয়ে আইসেন, কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত না হইলেই তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন! কি আশ্চর্য্য! ইহাদের ন্যায় বিবাহের দূষিত প্রণালী আর কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়

না। অতি অসভ্য জাতিও স্ত্রীদিগের ভরণপোষণ করিয়া থাকে। স্ত্রীর নিকট হইতে অর্থ যাচ্ঞা কেহই করে না; কেবল এই অসভ্য কুলীন জাতিরা স্ত্রীর নিকট হইতে অর্থ যাচ্ঞা করিতে যান। কি পরিতাপ! বিবাহিত স্ত্রীর সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, কি জন্যই বা পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইতে হয় এবং পরম কারুণিক পরমেশ্বর কি অভিপ্রায়ে স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ইহারা মূলেই অবগত নহে। ইহাদের পিতা মাতা যে কি জন্য কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। কেনই বা ইহারা কন্যা সন্তানকে গর্ভে আশ্রয় দেয় এবং কি করিয়াই বা পিতা মাতা হইয়া কন্যার এত দুঃখ সহ্য করে? বোধ হয় তাহাদের অপত্যস্নেহ নাই। অশীতিবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি নবম বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে পরস্পরের প্রীতি সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। তরুণ বয়স্ক পতি ও বৃদ্ধ ভার্য্যাতে এবং তরুণী ভার্য্যা ও বৃদ্ধ পতিতে কি প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে? যদি প্রীতি সঞ্চার না হইল তবে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতাই বা কি? আর অশীতিবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিরা নবম বর্ষীয়া কামিনীকে বিবাহ করিয়া যে দেশের কত অমঙ্গল সাধন করিতেছেন

তাহা বলিবার নহে এবং বলিতেও স্থান বিশেষে লজ্জা বোধ হয়। পৌত্রী সমান নবম বর্ষীয়া বালিকাকে স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতে কি লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয় না? ছি ছি, তাঁহারা কি প্রকারে এমন পাণিগ্রহণে সন্তোষ লাভ করেন! আবার ইহা দ্বারা যে ভবিষ্যতে কত অমঙ্গল ঘটিবে তাহা তাঁহারা ভ্রমেও বিবেচনা করেন না। এই সকল কারণেই আমাদের দেশে ব্যভিচার দোষের এত প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কুলীনেরা পাত্র অভাবে গঙ্গা যাত্রার মড়াকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, সেই কন্যা যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে এবং তাহার পিতা মাতা সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইহা যে কতদূর আক্ষেপের বিষয় তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, বহুবিবাহ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। পূর্ব্বকালাবধি এই কুপ্রথা অনেকানেক প্রদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কোন কোন দেশের লোকেরা যাহার যত ইচ্ছা তত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে। ভারতবর্ষে অধিবেদনরূপ কুৎসিত প্রথা পূর্ব্বকালাবধি প্রচলিত আছে, অযোধ্যাপতি দশ-

রথ রাজার শত শত বনিতা ছিল, ইহা শুনিলে আপাততঃ উপন্যাস বোধ হয়। আমাদের দেশীয় হিন্দু রাজা মহাশয়গণ বহুবিবাহ করিয়া যে কত অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন তাহা মুখে বলিবার নহে। রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজা মনে করিতেন যে যত বিবাহ করিতে পারিব ততই রাজ্যের এবং আপনার মান বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ইহাতে যে তাঁহাদের মান বৃদ্ধি না হইয়া কেবল পাপ বৃদ্ধি হইত তাহা তাঁহারা ভ্রমেও বিবেচনা করিতেন না। প্রণয়রূপ অমূল্য রত্ন এক স্ত্রীকে প্রদান করিলে পতি ও পত্নীর অনুরাগ পরস্পরের প্রতি দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়। বহু-ভার্য্যাকে তাহা বিভাগ করিয়া দিলে কেহই তাহাতে সম্পূর্ণরূপে অধিকারিণী হইতে পারে না এবং সকলেই যৎপরোনাস্তি মনের কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। আবার স্বামী যদি এক স্ত্রীকেই অধিক ভাল বাসেন, তবে তো অন্য স্ত্রীর মনঃপীড়ার পরিসীমা থাকে না। এক এক স্থানে এমন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে এক স্ত্রীকে অধিক ভাল বাসাতে অন্য স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান হয় সে সন্তানকে সন্তান বলিয়া কিছুমাত্র স্নেহ থাকে না। কি আশ্চর্য্য! বহুবিবাহ করিয়া পুরুষ-দিগের অপত্যস্নেহ লোপ হইয়া যায়। ইহাতে সন্তা-

নের কল্যাণ চিন্তা কিছুমাত্র মনোমধ্যে উদয় হয় না, এবং ঈশ্বরের ধর্ম্ম রাজ্যে কিছুমাত্র মঙ্গল সাধন না হইয়া কেবল পাপের স্রোত বৃদ্ধি হয়।

সকল প্রকার কুসংস্কারমধ্যে জাতিভেদকে এক প্রধান কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই কুসংস্কার হইতে আমরা ভ্রাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি। আমরা সকলেই সেই এক পরম পিতার পুত্র কন্যা এবং সকলেই সেই এক পথের যাত্রী ও এক প্রেমের অধিকারী। কিন্তু জাতিভেদ থাকাতে আমরা ইহা বিবেচনা করিতে পারি না যে আমরা সেই এক পিতার সন্তান। ইহা বিবেচনা করা দূরে থাকুক, জাত্যভিমান থাকাতে আমরা সর্ব্বদাই এইরূপে কথা বার্ত্তা বলিয়া থাকি যে আমরা এক জাতি, উহারা অপর জাতি। আহা! আমরা এক পিতার সন্তান হইয়া সহোদর সমান ভ্রাতা ও ভগ্নীকে কি করিয়াই বা ভিন্ন জাতি বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি, ইহা মনে করিলে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। কিন্তু এই দুঃখ স্রোত যদি সকলের মনে উদয় হয়, তাহা হইলে এই জাত্য-ভিমান অল্প দিনের মধ্যে এদেশ হইতে তিরোহিত হইয়া যায় এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা দেখি না, কারণ

জাত্যভিমান আমাদের দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখি-য়াছে। আমাদের মধ্যে অনেক সময়ে এমন কথা বলা হইয়া থাকে যে 'উহাকে স্পর্শ করিব না, ও জাতি-তে মুসলমান, উহার ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।' এই কথা যে কত মহাপাপজনক তাহা মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। আহা! জাত্যভিমান কি ভয়ানক কথা! এই জাত্যভিমান আমাদের ভ্রাতৃ ভাবের স্নেহ লতিকাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এই ভয়ানক জাত্যভিমান কত দিনে আমাদের দেশ হইতে তিরোহিত হইবে ?

স্ত্রীজাতিকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখাতে যে কত অমঙ্গল ঘটিতেছে ইহা কেহ ভ্রমেও বিবেচনা করেন না! প্রায় অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে স্ত্রীজাতি এবং পশুজাতি উভয়েই সমান, ইহা-দিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ না করিলে ইহারা ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আমাদেরও মান রক্ষা হইবে না, অত-এব স্ত্রীদিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াই রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কথা দুইটি অতি অমূলক ও হাস্যজনক। দেশীয় ভদ্র মহাশয়গণ যদি স্ত্রীদিগের মন পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে তাহাদিগকে অনেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ বলিতে পারেন, পশুর সমান কখনই বলিতে

পারেন না। কারণ স্ত্রীরা রিপুদমনে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠাতেও শ্রেষ্ঠ বলিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন তাহাদের যে সকল মন্দ স্বভাব আছে, তাহা পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই মোচন হইবেক না, তাহার জন্য চেষ্টা চাই, উপদেশ চাই এবং বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তবে সেই সকল মন্দ স্বভাব দূরীভূত হইবে। কেবল পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদের দোষ কখনই মোচন হইতে পারিবে না, বরং আরো বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। সে যাহা হউক স্ত্রী-দিগকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখাতে যে তাঁহাদের সন্তানের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখা উচিত। যে স্থলে মাতার প্রকৃতির উপর সন্তানের প্রকৃতি নির্ভর করে, সে স্থানে এমন করিয়া রাখিলে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। গর্ভবতী স্ত্রীকে উত্তম স্থানে রাখা ও উত্তম বায়ু সেবন করান ও উত্তমরূপে অঙ্গ সঞ্চালন করান উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার কিছুই হয় না, এই জন্য আমাদের দেশে এত অকাল মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকলেই এই অকাল মৃত্যুতে মনস্তাপ পাইতেছেন। কিন্তু কি কারণে যে এই অকাল মৃত্যু হইতেছে তাহা একবারও বিবেচনা করেন

না। স্ত্রীজাতি একেত কোমলশরীর, তাহাতে আবার সর্ব্বদাই পিঞ্জরে রুদ্ধ থাকিয়া দুর্ব্বলপ্রকৃতি হইতেছে। ইহাদের দ্বারা সন্তানের কি মঙ্গলসাধন হইতে পারে? কেবল অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে। যদি স্ত্রীদিগকে স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে দেওয়া হয় এবং উত্তমরূপে বায়ু সেবন করান হয়, তাহা হইলে তাহারা সবলপ্রকৃতি ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া যে সন্তান উৎপাদন করিবে, সেই সন্তান হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ট হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে।

স্ত্রীগণকে বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিলে যে কি অমৃতময় ও সুখময় ফল লাভ করিতে পারা যায়, তাহা একবারে বর্ণনাতীত বলিলেই হয়। আমরা অধিক আর কি বলিব, দেশহিতৈষী মহাশয়গণ একবার ইংলণ্ডবাসিনী বিদ্যাবতী ও গুণবতী মহিলাদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করত কিঞ্চিৎকাল মাত্র চিন্তা করুন তাহা হইলে অবিলম্বেই স্ত্রীশিক্ষার যে কি ফল তাহা নিঃসন্দেহ অনুভব করিতে পারিবেন। যাহা হউক, বঙ্গদেশস্থ স্ত্রীগণ বিদ্যাভাবে যেপ্রকার দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহা আর চক্ষে দেখা যায় না। এদেশস্থ পুরুষগণ বিবিধ বিষয়ের উপদেশ ও শিক্ষালাভ করিয়া প্রতি দিনই আপনাদের

অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু কি পরিতাপ, তাঁহারা এপর্য্যন্ত ইহাও অবগত নহেন যে তাঁহাদের পরিবারস্থ বিদ্যাহীনা মহিলাগণকে বিদ্যা রত্নে বিভূষিত না করিতে পারিলে কোন প্রকারেই যথার্থ সুখ ও প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না! স্ত্রীগণকে শিক্ষা দান করিলে অবশ্যই তাঁহারা গৃহ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারেন এবং ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া সদাচার ও সদ্বিবেচনা দ্বারা পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন। অতএব অবিলম্বেই তাহাদিগকে নানা বিদ্যা ভূষণে ভূষিত করা বঙ্গবাসী পুরুষগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহাদিগকে শিক্ষা না দেওয়াতে বঙ্গদেশের যে কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছে ও এখনও ঘটিতেছে তাহা কখনই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া বা লেখনী দ্বারা লিখিয়া শেষ করা যায় না। আহা! হতভাগ্য স্ত্রীগণের স্বাধীনতা তো তাহাদিগের ভাগ্যে কিছুমাত্র নাই। যদি কখন তাঁহারা ভাগ্যক্রমে কোন কার্য্যোপলক্ষে দশ জন একত্রিত হয়েন, তাহাহইলে তাঁহারা আপনাদিগের মূর্খতা নিবন্ধন কেবল পরস্পরের উত্তম উত্তম অলঙ্কার ও বস্ত্রাদির কথা কহিয়াই সময়ক্ষেপণ করেন। তথায় যে কিরূপে আপনাদিগের সভ্যতা, ভব্যতা ও মানসিক জ্যোতিঃ

প্রকাশ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা কিছুমাত্রই জ্ঞাত নহেন। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় ভদ্র মহাশয়গণ! আপনারা একবার মাত্র অপক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিবেচনা করিয়া দেখুন যে কি জন্য তাহারা ইত্যাকার কথোপকথন করিতে নিতান্ত আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা কি তাহাদের চিরমূর্খতার জন্য নহে? হতভাগ্য মহিলাগণ বিদ্যাহীন হইয়া কলহ দ্বেষ ও অধর্ম্মাচরণরূপ কণ্টকীবন দ্বারা প্রীতি, দয়া ও ধর্ম্মরূপ কল্প বৃক্ষের বাসোপযোগী উর্ব্বর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আহা! তাহারা তো কখনই স্বাধীনরূপে প্রকাশ্য জনসমাজে গমন করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু ভদ্র মহাশয়গণ! আপনারা ইহা মনে করিবেন না যে তাহাদের চলৎশক্তি নাই; তবে কি না তাহারা সকল সুখের আকরস্বরূপ যে বিদ্যা তাহাতে বঞ্চিত হওয়াতে নানা প্রকার দুঃখ ঘটিয়াছে।

বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার নিবারণ করা একটী গুরুতর পাপ এবং মহৎ কুসংস্কার বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যখন ঈশ্বরের সৃষ্টিরাজ্যের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন ইহা নিবারণ করা যে কত মহাপাপের কর্ম্ম তাহা সূক্ষ্মরূপে

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। যখন পুরুষেরা এক স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে পাপগ্রস্ত হইতে হয় না, তখন পতিহীনা অবলা কামিনীরা পুনরায় বিবাহ করিলে তাহারা তাহাতে কেন দূষিত হয়েন? ঈশ্বরের স্নেহ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির প্রতি সমান। তাঁহার সৃষ্টি রাজ্য বৃদ্ধি হইবার নিয়ম স্ত্রীও পুরুষ উভয় জাতি লইয়া হইতেছে। কেবল পুরুষ জাতি হইতে হয় না। জগদীশ্বরের নিয়ম অতিক্রম করিতে গেলেই পাপগ্রস্ত হইতে হয়। পরম পিতা পরমেশ্বরের এমন অভিপ্রায় নহে যে বিধবা হইলেই চিরবৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সে অভিপ্রায় হইলে পত্নীহীন পুরুষের প্রতিও ঐ প্রকার বিধি হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েএক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে এবং পশু পক্ষী প্রভৃতিতেও সেই উদ্দেশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ আমরা পশু পক্ষী প্রভৃতিকে সর্ব্বদা যুগ্মচারী দেখিতে পাই, যুগ্মভঙ্গ হইয়া তাহারা কদাচ দীর্ঘকাল যাপন করে না। ইতর জন্তুতে যখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, তখন প্রধান জীব মনুষ্যেতে তাহার ব্যতিক্রম

ঘটিবে ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। মনুষ্যের অত্যাচারই কেবল এই ব্যতিক্রমের প্রধান কারণ।

আহা! বঙ্গবাসিনী কামিনীগণের কোমল অন্তঃকরণে ও সরল মনে এক নিমেষের নিমিত্তেও বিদ্যা জ্যোতিঃ পতিত হইতে পারে না, এবং ইহাই তাহাদিগের অশেষ অমঙ্গলের আকর স্বরূপ হইয়াছে। এক্ষণে মহিলাগণের যেরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বর্ণন করিতে লেখনী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ আমার সামান্য বুদ্ধি ও আমি সামান্য স্ত্রীলোক, অতএব আমার কথায় কোন্ ব্যক্তিই বা কর্ণপাত করিবেন? আহা! ভগিনীগণ! তোমাদের দারুণ ক্লেশকর ও শোচনীয় দুর্দ্দশা আর দর্শন করিতে পারা যায় না। তোমরা আপনাদের বিদ্যা বিষয়ে আপনারা উদ্‌যোগী হইয়া উপায় বিধান কর এবং পরমপিতা পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই সংসারে সকল সুখ পাইবে। হে দয়াদ্র চিত্ত স্বদেশীয় মহাশয়গণ! আমি আপনাদিগকে বিনীত ভাবে মিনতি করিতেছি, আপনারা আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টিপাত করত যাহাতে তাহা মোচন করিতে পারেন, এরূপ প্রগাঢ়

যত্ন প্রকাশ করুন। এই বিদ্যাভাবে কামিনীগণ কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারেন না। এমন কি এই যে পৃথিবী যাহাতে তাঁহারা অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার কোন্ স্থানে যে কি অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অবলোকন অথবা তদ্বিষয়ের জ্ঞান লাভপূর্ব্বক পরমপিতার অপরিসীম শক্তি ও করুণার বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করিতে সমর্থ নহেন। সকলেই বলিয়া থাকেন যে মনুষ্য জাতি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় বিদ্যাহীনা স্ত্রীগণের গুণ সমূহ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে কোন প্রকারেই পশু জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় না। তাঁহারা জ্ঞান জ্যোতিঃ অভাবে সর্ব্বদাই মূর্খতা নিবন্ধন অজ্ঞান তিমিরে নিমগ্ন হইয়া আছেন এবং সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া নানাপ্রকার দেব দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা একবারও ইহা বিবেচনা করিতে পারেন না যে ষষ্ঠী মাখাল ও মনসা প্রভৃতি দেবতাগণ কি প্রকারেই বা সেই অচিন্ত্যশক্তি ও অপরিসীম জ্ঞানসম্পন্ন জগৎ পিতা জগদীশ্বরের অংশ রূপে পূজনীয় হইতে পারে। জ্ঞান অভাবে স্ত্রীলোকেরা নির্ব্বিকার ব্রহ্মের উপাসকের যোগ্য হইতে পারে না। আহা! ইহা কি

সামান্য দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা অনিত্য বস্তুকে সত্য-জ্ঞান ও সত্য বস্তুকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া থাকেন। সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে তাহারা সন্তান জন্মিবার জন্য ও যাবজ্জীবন সধবা থাকিবার জন্য কত প্রকার ব্রতাদি ও দেব দেবীর পূজা ও আরাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সন্তানকে কিরূপে শিক্ষা দিতে হয় এবং স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ইহা তাঁহারা বিদ্যাভাবে কিছুই জানেন না। আবার ধর্ম্মসাধন যে বাহ্য আড়ম্বর নয়, অন্তরের সহিত পরমাত্মাতে ভক্তিযোগ এবং তাহা দ্বারা অনন্তকাল আনন্দ, শান্তি ও মুক্তিলাভ করিতে হইবে তাহাও বুঝিতে অসমর্থ!

শ্রীমতী সারদা।

জ্ঞান ও ধর্ম্মে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার।

হে বঙ্গদেশ-বাসিনী ভগ্নীগণ! পুরুষদিগকে যে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পরমেশ্বর সৃজন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই সমস্ত বিষয়ে অধি-

কারিণী করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞান বলে বলবান্ হইয়া জগৎপিতার নিয়ম অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া তাঁহার প্রীতির পাত্র হইবেন ও অন্তে সদ্গতি লাভ করিবেন; আর আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিব, ইহা কি আমাদিগের উচিত? কখনই নয়। কেন না আমরা দেখিতেছি, ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী কর্ম্ম করাই পুণ্য ও তাহা লঙ্ঘন করাই পাপ; এবং পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইহকালে ও পরকালে আদরণীয় হন, পাপীরা ইহলোকে ঘৃণাস্পদ ও পরলোকে দণ্ডনীয় হয়। কিন্তু বিদ্যা ব্যতীত পরমপিতার সুনিয়ম সমুদায় সুন্দররূপে জানা যায় না, সুতরাং পদে পদে পাপাচরণ করিয়া ইহকালে অশ্রদ্ধার পাত্র ও ঈশ্বর-সমক্ষে দণ্ড-ভাজন হইতে হয়। এই সকল দ্বারা জানা যাইতেছে যে সেই সর্ব্বমঙ্গলাকরের ইহা কখনই অভিপ্রায় নহে যে পুরুষেরাই জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিবেন, আর আমরা যাবজ্জীবন অজ্ঞানতানিবন্ধন অতি কষ্ট সহ্য করিব। বরং উভয় জাতিকেই সমান সমান দৈহিক ও মানসিক বিদ্যার্জ্জনোচিত গুণে বিভূষিত করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন, যে উভয়েই সমান সমানরূপে জ্ঞানোৎপাদিত বিপুল বিমল সুখের অধিকারী হইবে। অতএব হে

ভগ্নীগণ! এস আমরা বিদ্যোপার্জ্জনে যত্নবতী হই। আর আমাদের তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় না।

উঠগো ভগিনি সখ! কর গাত্রোত্থান,
অজ্ঞান তামসী নিশা হলো অবসান।
অবলার সুখ সূর্য্য হতেছে উদয়,
নারীর হিতৈষিগণ দিতেছে অভয়।
এস সবে রত হই জ্ঞানের সঞ্চারে,
কি ভয় কি ভয় আর বঙ্গদেশাচারে।
মন-সুখে জ্ঞান ধন করি উপার্জ্জন,
সংসারে পাইবে সুখ অমূল্য রতন।
জ্ঞানেতে হইবে কত পুণ্যের সঞ্চয়,
ঈশ্বরের প্রেম তাতে পাইবে নিশ্চয়।

শ্রীমতী মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়।

অবৈধ লজ্জা।

জগদীশ্বর আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে লজ্জা আমাদিগের এক প্রকার মনোবৃত্তি। সেই লজ্জা স্থান বিশেষে ব্যবহার করাই আমাদিগের উচিত। কিন্তু কেমন করিয়া লজ্জা করিতে হয়, তাহা এতদ্দেশীয়া

নারীগণ সম্যক্ প্রকারে অবগত নহেন। তাঁহারা বোধ করিয়া থাকেন শ্বশুর, ভাশুর এবং অন্যান্য গুরুজন প্রভৃতির সহিত বাক্যালাপ করা ও অবগুণ্ঠনবতী না হওয়াই লজ্জার বিষয়, আর পাড়ার জামাই বেহাই লইয়া কুৎসিত আমোদ করা লজ্জাস্কর নহে। তাঁহাদের এই এক ভ্রম আছে যে আপনারা যাহা মন্দ বলিয়া জানেন তাহা যদ্যপি ভাল হয় ও তাহা অবলম্বন করিলে নারীকুলের অশেষ উপকার সাধন হয়, তথাপি তদবলম্বিনী না হইয়া তাহাকে মন্দ বলিয়া থাকেন; এবং যাহা ভাল বলিয়া জানেন তাহা যদ্যপি মন্দ হয় ও তাহা পরিত্যাগ না করায় অশেষ অপকার হয়, তথাপি তাহা পরিত্যাগ না করিয়া বরং তাহাতেই বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। যাহা প্রকৃত লজ্জাস্কর নহে তাহাতে তাঁহারা অতিশয় লজ্জা পাইয়া থাকেন, আর যাহা যথার্থ লজ্জাজনক বিষয় তাহাতে তাঁহারা অণুমাত্রও লজ্জিত হয়েন না—অধিকন্তু অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া থাকেন। বিবাহের সময় বাসর ঘরে অঙ্গনাগণ যেরূপ লজ্জাদায়ক বিষয় আস্থাপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে দেশাচারের প্রতি যেরূপ ঘৃণা জন্মে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহারা পুনর্ব্বিবাহের

সময় যেরূপ জঘন্য আচরণ করিয়া থাকেন তাহা শ্রবণ করিলে শ্রবণ-দেশে হস্তার্পণ করিতে হয়। অধুনা অস্মদ্দেশীয়া মহিলাগণের মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত হইতেছে বটে, তথাপি কুপ্রথা ও কুসংস্কার সকল মন হইতে বিচলিত হইতেছে না, এসকল ভ্রম হইতে মুক্ত না হইলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই, কেননা এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অজ্ঞ এবং নারীগণ অপেক্ষা পুরুষেরা অনেক বিষয়ে সুবিজ্ঞ সুতরাং সচ্চরিত্র। সাধু ও গুণবান্ পুরুষদিগের সহিত বাক্যালাপ না করিলে এবং তাঁহাদের সৎবাক্য ও সদুপদেশ না শুনিতে পাইলে কখনই সৎ হইতে পারা যায় না। অতএব ভগ্নীগণ! যদ্যপি আমরা সভ্য পদবীতে পদার্পণ করিতে অভি-লাষ করি, তাহা হইলে কেবল বিদ্যাশিক্ষা নহে, উক্ত লজ্জাপ্রদ বিষয় সকল আচরণে বিরত হইয়া অশেষ প্রকার উপকারী বিষয় সকলের অনুধাবনে যত্নবতী হওয়া উচিত।

শ্রীমতী মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়।

লজ্জা।

লজ্জা দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি মনুষ্যকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত রাখে, অন্যটি স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকেরটি এই প্রকরণে লেখা যাইতেছে। "স্ত্রীলোকের লজ্জাবতী হওয়া উচিত" এই কথা পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাহারা অস্বীকার করেন। লজ্জা সকল দেশীয় স্ত্রীলোকের হৃদয়ে আছে। এই মাত্র বিশেষ যে কাহার হৃদয়ে অধিক, কাহারও হৃদয়ে অল্প। সামাজিক রীত্যনুসারে উহা প্রকাশের নিয়ম দেশ ভেদে ভিন্ন প্রকার, একদেশে যাহা লজ্জার চিহ্ন বলিয়া গণিত হয়, অন্য দেশে উহা নির্লজ্জতার চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতম দেশে নৃত্য গীতাদি করিলে তদ্দেশীয়া স্ত্রীগণ প্রশংসনীয়া হন এবং তাঁহারা সকলের সহিত আলাপ ও প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। বঙ্গীয়া স্ত্রীগণ তদ্রূপ করিলে প্রশংসনীয়া হওয়া দূরে থাকুক, জঘন্যরূপে নিন্দনীয়া হইয়া থাকেন এবং প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমনের ও সকলের সহিত আলাপের পরিবর্ত্তে অবগুণ্ঠনের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকেন ও কাহারও সহিত আলাপাদি করেন না।

কিন্তু অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া কাহারও সহিত আলাপ না করিলেই লজ্জাবতী হওয়া যায় এমন নহে। বরং লোকের সহিত আলাপাদি না করাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। যাঁহারা প্রকৃত লজ্জাবতী, তাঁহাদিগের হৃদয়ে অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য থাকিতে পারে না এবং তাহা নম্রতা, বিনয়, সুশীলতা, শান্তভাব ইত্যাদি সদ্গুণ দ্বারা সমলঙ্কৃত হয়।

প্রকৃত লজ্জার অন্য একটী নাম শীলতা (Modesty) এবং যাঁহারা প্রকৃত লজ্জাবতী, তাঁহাদিগের অন্য নাম লজ্জাশীলা। বঙ্গীয়া অনেক মহিলা সামাজিক নিয়ম রক্ষার্থ ও লোক নিন্দার ভয়ে বাহ্যিক লজ্জা প্রদর্শন করেন কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? যাঁহাদিগের হৃদয় সলজ্জ নহে, কেবল নিন্দা ভয়ে আপনাদিগকে লজ্জাবতী দেখান, তাঁহারা লোকের নিকট প্রশংসনীয় হন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে কপটতা রূপ পাপে লিপ্ত করেন। যাঁহারা বাস্তবিক লজ্জাবতী তাঁহারা কখন কপট হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের হৃদয় সারল্য গুণে বিভূষিত এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার আলাপ প্রণালী ইত্যাদি সকল বিষয়েই প্রকৃত লজ্জার ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু লজ্জাবতী

হইবে বলিয়া একবারে অসভ্যের ন্যায় হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে কুৎসিত লজ্জা আসিয়া পড়ে।

বঙ্গীয়া অনেক মহিলা কুৎসিত লজ্জার বশবর্ত্তী। তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন এবং অনাবৃত শরীরে দাস দাসী ইত্যাদি পরিজনের সম্মুখে অনায়াসে থাকেন। কোন মহিলা অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন ; এদিকে আবার চীৎকার স্বরে কুৎসিত রূঢ় বাক্যাদি প্রয়োগ করত কোন ব্যক্তির সহিত এমত ভাবে বিবাদ করিতে থাকেন যে, যে ব্যক্তি কখন তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই তিনি তাঁহার বদন বিনিঃসৃত পরুষ ভাষা শুনিতে পান। স্নান গাত্র-মার্জ্জন ইত্যাদিও প্রকাশ্য স্থানে সম্পাদিত হয়। অতএব এরূপ নিয়ম করা উচিত যে অনুমতি বিনা দাস দাসী কিম্বা অন্যান্য পরিজনেরা সকল গৃহে প্রবেশ করিতে না পারেন এবং স্নান ইত্যাদি গোপনীয় স্থানে সম্পাদিত হয়। লৌকিক আচারে যে নারীগণ অনভিজ্ঞ, ইহা কেবল কুৎসিত লজ্জাবশতঃ হইয়া থাকে। কোন ভদ্র ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত আলাপাদি করিতে আসিলে তাঁহারা মৌনী হইয়া থাকেন। সভ্যতম প্রদেশে এরূপ আচরণ করিলে যৎপরোনাস্তি নিন্দনীয়া হইতে হয়।

লোকের সহিত এরূপ ভাবে আলাপ করা উচিত যে তাহাতে মনে কোন কুভাবোদয় না হয়।

কুমারী সৌদামিনী।

বঙ্গ-মহিলাগণের বর্ত্তমান হীনাবস্থা।

কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের দেশের স্ত্রীদিগকে পুরুষেরা যেরূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন এমন কোন দশেই শুনিতে পাওয়া যায় না। এদেশের পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করেন ও সম্ভ্রান্ত ংশীয়া বা সম্ভ্রান্ত মনুষ্যের পত্নী হইলেও সম্মান রেন না। সম্মান করা দূরে থাকুক, অকর্ম্মণ্যতা ও ীরুতার প্রসঙ্গ হইলে লোকে প্রায়ই স্ত্রীলোকের লনা দেয়।

কিয়ংক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে, যে স্মদ্দেশীয়া স্ত্রীদিগের হীনতা ও অবজ্ঞেয়তার কারণ ? মূর্খতা, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্যতা, সদ্‌গুণহীনতা, সংক্ষেপতঃ সৎ শিক্ষার অসদ্ভাব জন্য যতপ্রকার দোষ ঘটিতে পারে, সমস্তই এতদ্দেশীয় স্ত্রীসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই স্ত্রীদিগের এতাদৃশী হীনতা ও সেই হীনতা জন্যই অবজ্ঞেয়তা, তাহার সন্দেহ নাই।

জনপরম্পরায় শুনিয়াছি, কোন উচ্চপদাভিষিক্ত সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাবু নিজ পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বন্ধুর সমীপে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী স্ত্রীরা হীন ও অকর্ম্মণ্য, গৃহে যেমন কুকুর ও বিড়াল থাকে, তাহারাও তদ্রূপ, কোনরূপেই আমাদের সহবাসের যোগ্যা নহে। একথা বলা যদিও তাঁহার নিতান্ত অনুচিত, কারণ পত্নীকে সংশিক্ষা দিয়া আপন যোগ্যা করা পতিরই উচিত, তজ্জন্য পত্নীর দোষ হইতে পারে না, তথাপি এতদ্দেশীয় স্ত্রীদিগের প্রতি পুরুষদিগের আন্তরিক অশ্রদ্ধার উদাহরণ স্বরূপ এই বৃত্তান্তের উল্লেখ করিলাম। এইরূপ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অপ্রণয় ও বৈরক্তি, মাতা প্রভৃতি গুর্ব্বঙ্গনার প্রতি সন্তানাদির অনাদর ও অভক্তির অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়, বোধ করি তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। স্ত্রী ও পুরুষগণের পরস্পর অনৈক্য ও বিরাগ থাকা প্রযুক্ত প্রায়ই সকল বঙ্গপরিবার যোত্রাপন্ন হইয়াও সাংসারিক সুখে বঞ্চিত ও ঘোরতর মনোবেদনায় ব্যথিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর আমাদিগকে মনুষ্য জন্ম দিয়া ও উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া ভূমণ্ডলের সমস্ত জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, আমরা ইহা ভ্রমেও একবার

মনে করি নাই ও সেই শ্রেষ্ঠতা রক্ষার জন্য যত্নবতী হই নাই। আমরা কেবল পশুবৎ ইন্দ্রিয়োদরপরায়ণ হইয়া এই অমূল্য জীবন বৃথা যাপন করিতেছি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতাসূচক কোন কার্য্যই করি না—কুৎসিত কার্য্যেও লজ্জানুভব করি না। আমরা পুরুষদিগকে আপন অপেক্ষা স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিয়া আপনাদিগকে কেবল তাহাদেরই অনুবৃত্তি ভিন্ন মনুষ্যোচিত কোন উৎকৃষ্ট কার্য্য করিবার অযোগ্যা জ্ঞান করিয়া থাকি। আমরা শরীর সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ যেরূপ যত্ন করিয়া থাকি, মনের সৌন্দর্য্য সম্পাদন জন্য তাহার সহস্রাংশের একাংশও যত্ন করি না।

আমাদিগের দেশের এ কুসংস্কার কবে দূর হইবে, যে স্ত্রীরা পুরুষদিগের দাসত্ব ও ইন্দ্রিয় সুখদানের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই, ও তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিলে তাহারা দুশ্চারিণী হইবে ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে না! কবে আমাদিগের দেশীয়েরা স্বার্থপরতাশূন্য ও সহৃদয় হইয়া স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিবেন ও আপন আপন স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতিকে বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা দিয়া উন্নত করিবেন?

কবে বঙ্গদেশীয়া অঙ্গনারা বিদ্যাবতী ও ধর্ম্ম পরায়ণা হইয়া স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও ভক্তি এবং পুত্র কন্যার প্রতি দৃঢ় অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক বঙ্গ-পরিবারকে ভূষিত করিবে এবং এই ভারতভূমির পূর্ব্বতন ও জগদ্বিখ্যাত বীরাঙ্গনাগণের পদবীতে পদার্পণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে? হে সর্ব্ববিৎ পরমেশ্বর! সে সুখের দিন আর কত দূর?

শ্রীমতী প্রেমময়ী।

দূষিত দেশাচারের নিমিত্ত বিলাপ।

ওহে পিতা জ্ঞানদাতা অনাথের নাথ,
অভাগা নারীর প্রতি কর দৃষ্টিপাত।
তোমা বই দুঃখ আর জানাই কাহারে,
তোমার সমান বন্ধু কে আছে সংসারে?
কৌলীন্য কুপ্রথা আর বৈধব্য আচারে,
চির দুঃখে দহিতেছে হিন্দু অবলারে।
আহা! কতদিন আর রবে এ সকল,
অবলার দুঃখানল করিতে প্রবল!
অসভ্যতা কুসংস্কার আর দেশাচার,
করিতেছে ক্রমে ক্রমে দেশ অধিকার।

বিদ্যাহীনা জ্ঞানহীনা যত নারীগণ,
রয়েছে সকলে বন্য পশুর মতন।
অজ্ঞান তনয়াগণে কর জ্ঞানদান,
যাহাতে করিতে পারে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
অজ্ঞানবশতঃ হায় তোমারে না জানে,
কাল্পনিক দেব দেবী স্রষ্টা বলি মানে।
আহা কবে এই ভ্রম হবে দূরীকৃত,
সকলেই হইবেক ঈশ্বরেই প্রীত,
সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ হইবে বিস্তার,
নাশিবেক অবলার অজ্ঞান আঁধার।
আহা! কবে ভগ্নীগণ! হয়ে একমত,
পিতার আদেশ মোরা পালিব সতত।
এস হে ভগিনীগণ! কর মনোযোগ,
বিমল আনন্দ সুধা করিতে সম্ভোগ।
ওহে পিতা তুমি বিনা কারো সাধ্য নয়,
ঘুচাইতে বামাদের দুঃখ সমুদয়।
যখন তোমার কৃপা করিহে স্মরণ,
আনন্দেতে উচ্ছ্বসিত হয় মম মন।
তখনি আশ্বাস পায় হৃদয় আমার,
ঘুচাবেন নারী দুঃখ সত্য সারাৎসার।

নারী হিতকারী যত মহোদয়গণ,
করিছেন যত্ন সুখ করিতে বর্দ্ধন।
তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা হউক সফল,
হইবে হইবে তাহে দেশের মঙ্গল।

শ্রীমতী ক্ষীরদা মিত্র।

হা দেশাচার!

জগদীশ করেছেন জগৎ সৃজন,
যত কিছু বস্তু সব সুখের কারণ।
সুখময় যিনি তাঁর কার্য্য সুখময়,
সুখের বিষয়ে কভু দুঃখ নাহি রয়।
তবে যে পাইছে কষ্ট নরগণ এত,
আপনার ক্রিয়া দোষ নহে অবগত।
তাঁহার প্রদত্ত যাহা সুখের কারণ,
একটী ইহার নহে অসার সৃজন।
কাম আদি যত বৃত্তি নিকৃষ্ট গণিত,
সকলি শিবের হেতু হয়েছে সৃজিত।
ছয় রিপু রিপু বলি অনেকেই বলে;
রিপু নয় রিপুগণ হিতকারী ফলে।

অরাতি শাসন হেতু দ্বেষের সৃজন,
ক্রোধের উদ্ভব দুষ্ট করিতে দমন।
প্রজার উৎপত্তি হেতু কামের উৎপত্তি,
পালিতে শৈশব কাল মোহের আরতি।
এইরূপে রিপুগণ সবে হিতে রত,
ঐশিক আদেশে কার্য্য করে স্বভাবতঃ।
প্রকৃতিরে রোধিবারে সাধ্য আছে কার,
বিপরীত ফললাভ বিপরীতে তার।
স্বভাবের কর্ত্তা যিনি জগত ঈশ্বর,
তাঁহার আদেশ এই মানব উপর।
" স্বভাবের ভাব বুঝে কর ব্যবহার,
উপরে উঠনা হও অনুগামী তার।"
শ্বাপদাদি করি দেখ যত পশুগণ,
সবে স্বভাবের পথে করে বিচরণ।
বিভুদত্ত সংস্কারে করিছে ভ্রমণ।
সাধ্য কি উপরে উঠে করিয়া লঙ্ঘন।
নাহি বটে নরকুলে সেরূপ সংস্কার,
কিন্তু বোধ দিয়াছেন বিনিময়ে তার।
বোধবলে দেখ দেখি করি বিতর্কন,
লঙ্ঘিলে স্বভাবে হয় কাহাকে লঙ্ঘন ?

স্বভাবতঃ রিপুগণ বপুবাসে স্থিত।
যার যে স্ববৃত্তি তাহা পালিতে উদ্যত।
যেরূপ শরীর ক্ষয়ে ক্ষুধার উদয়,
ইঙ্গিতে করিয়া জ্ঞাত অভাব নাশয়।
ক্ষুধারে দমন করি রাখ কিছু দিন,
নাশিবে জীবন ক্রমে তনু হয়ে ক্ষীণ।
সেইরূপ রিপুগণ যার যে সময়,
যথাযোগ্য কাল পেয়ে হইবে উদয়।
কি সাধ্য তোমার তারে রোধ করিবারে।
বিপরীত ফল পাবে রোধিলে তাহারে।
প্রদীপের পশ্চাতে যেরূপ অন্ধকার,
কার্য্যকারণেতে আছে যোগ সে প্রকার।
প্রতি কার্য্য তত্ত্ব কর পাইবে কারণ,
কাহারো উদ্ভব নহে বিনা প্রয়োজন।
তবে কেন কার্য্য কর বিপরীত তার,
না হয় চেতন কিহে দেখি বার বার ?
ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা যুগল প্রবাহে,
প্লাবিত হয়েছে দেশ আর নাহি রহে।
দারুণ বৈধব্য দশা অসীম যাতন,
সহিতে নারিয়া দেখ কত নারীগণ।

অনায়াসে অপথে করিছে পদার্পণ।
ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি অধর্ম্ম অর্চ্চন।
বিধবাবিবাহ কিহে এ হতে দূষণ,
যুক্তি ও স্বভাবসহ নহে কি মিলন,
শাস্ত্র কি নিষেধ করি করিছে শাসন,
বল হে বল হে সুধী নিষেধ কারণ ?
ধন্য ধন্য কুসংস্কার তোরেরে বাখানি,
স্বর্গীয় আদেশ লঙ্ঘে তোরে শ্রেষ্ঠ মানি।
দুরাচার দেশাচার কি তোর শাসন,
কেমন কঠিন প্রাণ দয়াহীন মন।
অবলার প্রতি কেন এত নিদারুণ,
চির ব্রহ্মচর্য্য বিধি করেছ অর্পণ!
বিধবার দেহ কি হে পাষাণে নির্ম্মিত,
জড় পিণ্ডবৎ সুধু চেতনা রহিত।
নাহি কি মনোজ বৃত্তি নাহি রিপুগণ,
রস রক্তে দেহ কিহে হয় নি সৃজন ?
বহু পাপ করিয়া অবলা জন্মিয়াছে,
ভারত মাঝারে হিন্দু রমণী হয়েছে।
একেত অভাবে শিক্ষা বিদ্যালোকহীনা,
সদা অন্তঃপুররুদ্ধা বন্দিনী সমানা।

হিতাহিতজ্ঞানহীন পশুর সমান,
তদুপরি এই দশা করেছ বিধান।
করেছ দেশীয় গণ তাহে ক্ষতি নাই,
তোমাদের কি হইবে ভাবি সদা তাই।
ইহারা করেছে পাপ ভোগে হবে ক্ষয়।
কিন্তু তোমাদের পাপ হতেছে সঞ্চয়।
রাশি রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ হয়েছে সঞ্চিত,
পরিণাম বলে বোধ নাহি কি কিঞ্চিৎ ?
জগত পিতার কাছে কি কথা কহিবে,
অন্তর্যামী তিনি তাঁরে কিসে প্রতারিবে ?
অপার করুণা তাঁর হেরেও নয়নে,
নহে কি সদয় ভাব আবির্ভাব মনে।
মহারাণী বিক্টোরিয়া ইংলণ্ডবাসিনী,
তাঁর প্রতি কত ভক্তি প্রভু বলে গণি।
গবর্ণর জেনেরল অধীন তাঁহার,
তাঁরে দেখি নত আঁখি নম্র ব্যবহার।
ভয় কি ভক্তির বলে কর এ প্রকার,
যা হোক করিতে হয় নীতি ব্যবহার।
বলহে সুসভ্যদল জিজ্ঞাসি এখন,
জগদীশ প্রতি ভাব আছে কি তেমন ?

আছে কি শাসন ভয় আছে ভালবাসা।
অপ্রত্যক্ষ বলে কিহে অস্তিত্বে নিরাশা ?
ব্যাভারে নাস্তিকবৎ অস্তি বল মুখে,
নতুবা কি বঙ্গমাতা মরে এত দুখে !
ভ্রূণরক্তে ভারতের কেন হে দূষণ,
কে দিবে অসৎ কাজে উৎসাহ এমন ?
প্রতি গ্রাম প্রতি পল্লি পুরেছে বেশ্যায়।
নাশিছে অগণ্য শিশু হায় হায় হায় !!
অবলার আচরিত পাপ দাবানলে,
দিতেছ আহুতি সবে উৎসাহ অনিলে।
কোথা বিভু কৃপাময় করি নমস্কার,
কাতরা কিঙ্করীগণে হের একবার।

বারাসতস্থ কোন ভদ্র কুলবালা।

ভারত সংস্কারক।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন।

কোন এক মহামতি, দেখে ভারতের গতি
ভারত সংস্কার সভা করেন স্থাপন।
ধন্য সে সাধুর চিত, মঙ্গল ভাব পূরিত,
নিয়ত সৎকার্য্য করি আনন্দে মগন ॥

সভা সংস্থাপিত করে, দুঃখীর হিতের তরে,
পঞ্চ বিভাগেতে তাহা করেন বিভাগ।
নিজ সুখ পরি হরি, পিতার আদেশ ধরি,
পরহিতে দিবা নিশি কত অনুরাগ ॥
এমন হিতার্থী বন্ধু, দেখিনা দেখিনা কভু,
নারীকুল উন্নতিতে সতত চিন্তিত।
ভারত সন্তান হেন, হলে দুই এক জন,
ভারত উন্নতি তবে হইবে নিশ্চিত ॥
ভারত মঙ্গল তরে, কত কষ্ট সহ্য করে,
অপার জলধি তরে ইংলণ্ডে গমন।
রাজমাতা সন্নিধানে, ভারতের কন্যাগণে,
দুঃখের কাহিনী তিনি করেন বর্ণন ॥
শুনিয়া কন্যার গতি, জননী কাতরা অতি,
করেন উৎসাহ দান হেন সাধু জনে।
আর যত কুৎসিত, ভারত চলিত রীতি,
দৃঢ় মনে সযতনে যত্ন উচ্ছেদনে ॥
ধন্য ভ্রাতঃ তব চিতে, নারী কুল উদ্ধারিতে,
না জানি কতই চিন্তা হতেছে উদয়।
বুঝিলাম এত দিনে, অবলা দুঃখিনীগণে,
জ্ঞান ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইবে নিশ্চয় ॥

ভারত সংস্কার তরে, কার্য্যভার লয়ে করে,
কতই নিয়ম তুমি করিছ মনন।
সুউপায় করি ধার্য্য, আরম্ভিলে সভা কার্য্য,
অবশ্য হইবে তব বাসনা পূরণ॥
ওগো! মাতা বঙ্গ ভূমি, এমন সন্তান তুমি,
যে দিনেতে রত্ন গর্ভে করিলে ধারণ।
সেই দিন হতে গত, তব দুরবস্থা যত,
বুঝিলাম সমুদিত সুখের তপন॥
যাঁহার করুণা গুণে, সাধুর হৃদয়াসনে,
পর উপকার ব্রত সদা বিরাজয়।
চরণে প্রণাম তাঁর, কর সবে বার বার,
ভক্তিভাবে যত আছ বঙ্গবাসি চয়॥
বঙ্গের রমণী যত, হয়ে এস একমত,
কৃতজ্ঞ কুসুম হার গাঁথি যত্ন করে।
আনন্দ মনেতে দিই সে ভ্রাতার করে॥'

যোগমায়া চক্রবর্ত্তী।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন

ছাড়ি প্রিয় পরিবার, বিশাল জলধি পার,
গিয়েছিলে, যেই সত্য করিতে প্রচার।
আজ তাহা পূর্ণ করে, নিরাপদে এলে ঘরে
শুনিয়া আনন্দ হৃদে হইল অপার।
যে মহৎ লক্ষ্য ধরি, অনায়াসে পরিহরি
গিয়েছিলে জন্মভূমি; করিয়া সকল
সে মহৎ লক্ষ্য, পুনঃ প্রিয়দেশে আগমন,
করিলে শুনিয়া মনে আনন্দ কেবল
অবিরাম উথলিছে, কিন্তু কিবা শক্তি আছে,
অভাগিনী জ্ঞানহীনা বঙ্গ অবলার।
প্রকাশিতে সেই ভাব, যে ভাবের আবির্ভাব,
হইয়াছে এ সংবাদে হৃদয়ে তাহার ॥
ইচ্ছা হইতেছে মনে, প্রীতি আর ভক্তি গুণে,
গাঁথি বাক্য কুসুমের হার সুচিকণ।
সেই মালা ভক্তি ভরে, সযতনে স্বীয় করে,
হে মহাত্মা! তব করে করিতে অর্পণ ॥
কিন্তু হায়! কবিতার, গাঁথি মনোহর হার,
অর্পিতে সক্ষম নাহি হইনু তোমায়।

তবু ও সামান্য মালা, গাঁথিয়াছে বঙ্গ-বালা,
সযতনে ; দয়া করে হেরিবে কি তায় ?
যত সব ভ্রাতাগণ, হয়ে পুলকিত মন,
বহু দিন পরে আজ হেরিতে তোমায়।
এক সাথে সবে মিলে, চলেছেন কুতূহলে,
সুখের ভবনে পুনঃ আনিতে তোমায়॥
হেন ভাগ্য নাহি হায়, আনিতে যাব তোমায়,
তাঁহাদের সঙ্গে মিলে পুলকে ভরিয়া।
হব আনন্দিত অতি, লভিব পরম প্রীতি,
ইংলণ্ডের সমাচার শ্রবণ করিয়া।
সেথাকার সমাচারে, তুষিতেছ তা সবারে,
যা দেখেছ যা শুনেছ বলিছ বর্ণিয়া।
অবলার আশা চিতে, আছে সেই দিন হতে,
যে দিন ইংলণ্ডে তরী চলেছে ভাসিয়া।
কোন কিছু পাবে বলে, সেথা হতে ফিরে এলে,
তাই ভেবে আজ আরো আনন্দে মগন।
হইতেছে মন তার ; কিন্তু কি বলিবে আর ?
নাহি শক্তি মনোভাব করিতে বর্ণন।
এস এস ভগ্নীগণ, মিলে আজ সর্ব্বজন,
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তাঁর পায়।

অপার করুণা যাঁর, রক্ষিয়া সাগর পার,
এই মহাত্মায় পুনঃ আনিল হেথায় ॥
কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীশিক্ষা ও বিদ্যা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীশিক্ষা ও বিদ্যা

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে, ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে ?

স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে আপন বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর, পুত্র কন্যাগণকে বিদ্যানুরাগী করিতে সচেষ্টিত, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সদসৎ কর্ম্ম বিবেচনা ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষম হইবেন। অপর, পরিবার মধ্যে গৌরবান্বিত থাকিয়া, আপন অবস্থা উত্তমরূপ রাখিয়া এবং গৃহকার্য্যে উত্তমরূপ নিপুণ হইয়া জন-সমাজে সুখ্যাতিভাজন হইবেন। মিথ্যাবাক্য, প্রব-ঞ্চনা, কথায় কথায় শপথ ও অন্যান্য অপভাষাদি প্রয়োগ বিষয়ে সতর্ক হইয়া, শারীরিক নিয়মানুসারে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দরূপে কালযাপন করিতে পারিবেন, এবং জনক জননী ও শ্বশুর শ্বশ্রু ইত্যাদি গুরুতর ব্যক্তির

প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-পরায়ণ হইবেন। ইহাও এক মহৎ উপকার বলিতে হইবেক যে তাঁহারা বিদ্যাবতী হইলে স্বীয় শিশু সন্তানগণকে উত্তমরূপে ও সুনিয়মানুসারে লালন পালন করিতে সক্ষম হইবেন। স্ত্রীগণ বিদ্যাবতী হইলে প্রকৃত লজ্জাকর কর্ম্ম করিতে অবশ্য লজ্জিত হইবেন। সাংসারিক কার্য্যোন্নতি পক্ষেও স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত উপকারী। এদেশীয় স্ত্রীগণ যে সকল গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আপনারা সেই সকল কার্য্যের যথার্থ নিয়ম অবধারণ না করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্ত্রীগণ যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন অদনুযায়ী সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্ব স্ত্রীগণ যে কি নিমিত্ত ঐ রূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না, কেবল তাঁহারা যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপই করিতে হইবেক এই কুসংস্কার তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে প্রবল দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ঐ সকল কার্য্যপ্রণালীর কারণ অনুসন্ধায়ী হইয়া বিহিত বিধানে কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন; বরং যদি উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তবে তাঁহারা উন্নতি সাধনে যত্নবতী হইবেন। এতদ্দেশে যে নানাপ্রকার কুসংস্কার আছে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ; কেননা

সন্তানগণ মাতৃগর্ব্ভ হইতে বহির্গত হইয়াই মাতার কিম্বা যাহার দুগ্ধে পোষিত হয় তাহারই সহবাস-প্রিয় হইয়া থাকিতে যেমন ভাল বাসে সেরূপ অন্য কাহারও নহে, এবং তাহাদের জ্ঞানোদ্রেক সময় অবধি প্রায় মাতার কিম্বা ধাত্রীর নিকটেই লালিত পালিত হইয়া থাকে। অতএব যে সকল স্ত্রীলোক বিদ্যাজ্যোতিঃ অভাবে কুসংস্কার তিমিরে আচ্ছন্ন আছেন, তাঁহাদিগের সহবাসে কেবলি অনিষ্ট হয়। নবীন তরুকে যেমন অনায়াসে অবনমন করা যায় কিন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে আর সেরূপ হয় না, তদ্রূপ তরুণ বয়স্ক যুবক যুবতীর অন্তঃকরণ একবার ঐ সকল কুসংস্কারভারে বিকৃত হইলে পরিপক্কাবস্থায় আর সরল ভাব হয় না, সেইরূপ বক্রভাবেই থাকে, যদি হয় তবে বহ্বায়াসসাধ্য। অতএব স্ত্রীগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বিবেচনাস্ত্র সহকারে কুসংস্কার পিশাচীর সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইবেন, সুতরাং কুসংস্কার সকল দেশ হইতে অপসারিত হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কোন স্ত্রীর পিতা, স্বামী অথবা শ্বশুর অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হন, এবং দৈবক্রমে যদি তাঁহারা পরলোক গমন করেন, যদি তাঁহার পরিজনাদি মধ্যে রক্ষাকর্ত্তা কেহ না থাকে অথচ ভ্রাতা দেবর কিম্বা পুত্র ইত্যাদি উক্ত-

রাধিকারী নাবালগ হয় এমত স্থলে ঐ স্ত্রীর বিদ্যা শিক্ষা না করায় যে কত অপকার তাহা বর্ণনাতীত। ক্রমশঃ প্রতারকগণ নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শাইয়া তাহাকে বিপদ জালে বদ্ধ করত ধন সমস্ত অপগত করে ও ঐ অল্পবয়স্ক উত্তরাধিকারিগণ বিদ্যারসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া জ্ঞানান্ধ হওত অসার বৃক্ষের ন্যায় কেবল পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে পূর্ব্ব পুরুষদিগের পদ, খ্যাতি ও ধন পরিজনাদি রক্ষা করা দূরে থাকুক স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহও তাহাদিগের সাধ্যাতীত হইয়া উঠে, যেহেতু তাহাদিগের হৃদয় মন্দিরে দোষানুশাসক বিদ্যা না থাকায় অপেয় পান, পরদারাপহরণ ও কুসংসর্গাদি দোষ পুঞ্জ ক্রমশঃ হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে এবং তাহারা ঐ সকল অসদাচরণে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। হে মহোদয়গণ! মানব মণ্ডলীমধ্যে এতদপেক্ষা আর গুরুতর অপকার কি আছে? ঈদৃশ স্থলে যদি সেই কামিনী বিদ্যাবতী হইতেন তবে তিনি প্রতারিতা না হইয়া অনায়াসে সেই ধনাদি রক্ষণে সমর্থা হইতেন ও সেই অল্পবয়স্ক উত্তরাধিকারিগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পদ ও খ্যাতি রক্ষা করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতেন। কি ধনী,

কি নির্ধন উভয় কামিনীর বিদ্যাভ্যাস করা যুক্তিযুক্ত, বিশেষতঃ নির্ধনী স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা না করায় যে কত অপকার তাহা বর্ণনাতীত। বিদ্যাশিক্ষা করায় যে কত উপকার ও তাহা না করায় যে কত অপকার তাহা পুরুষেতেই প্রতীয়মান আছে। যিনি শিশু-কালাবধি বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া স্বীয় হৃদয়কে দর্পণের ন্যায় করিয়াছেন, তিনিই ধন ধর্ম্ম ও মান লাভ করতঃ সুখ সম্ভোগের অধিকারী হন এবং তিনিই সুখাগমের প্রকৃত পন্থা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু যিনি বাল্যকালাবধি বিদ্যাভ্যাসে অবহেলা পূর্ব্বক জ্ঞানরত্ন উপার্জ্জনে যত্নবান্ না হন, তিনি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়া যাবজ্জীবন হীনা-বস্থায় অবস্থিতি করেন ও তাঁহাকে কতই কষ্ট ভোগ করিতে হয়, কতই লঘুতা স্বীকার করিতে হয় ও কতই যে লজ্জিত হইতে হয় তাহা বলা যায় না। কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় পাপরূপ পিশাচ তাঁহার পশ্চা-দ্বর্ত্তী হইয়া আকর্ষণ করে; ও কুমন্ত্রী গুরুর ন্যায় অস-দুপদেশ দ্বারা বশীভূত করত স্বকার্য্য সাধন করিতে থাকে ও একবারে ভ্রমান্ধ করিয়া ফেলে। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে বিদ্যারস স্ত্রীদিগের হৃদয়-ঙ্গম না হওয়াতেই তাহাদিগকে এত হীনাবস্থায়

থাকিতে হইয়াছে, ও নিজ সুখসম্ভোগাদিতে প্রায়ই পরাধীনা হইয়া ও অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করিতে হইতেছে। পরপ্রত্যাশাপেক্ষা মানব জাতির গুরুতর দূর্ভাগ্য আর কি আছে? অতএব স্ত্রীলোকদিগের যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও তাহাই তাঁহাদিগের উন্নতির সোপান স্বরূপ।

শ্রীমত্যা শৈলজাকুমারী দেব্যাঃ।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হইলে কিকি উপকার হইতে পারে, ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে?

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত না হওয়াতে যে অপকার হইতেছে, তাহা অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা শিক্ষাভাবেই যে ধর্ম্মের রমণীয় ভাব বুঝিতে না পারিয়া অকুণ্ঠিত হৃদয়ে কত পাপাচরণে প্রবৃত্তা হইতেছেন, ও পশু সম কেবল নীচ কর্ম্মেই জীবন ক্ষেপণ করিতেছেন, ইহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে কোন্ মনুষ্য না বুঝিতে পারেন? অতএব শিক্ষাভাবের নিমিত্ত তাঁহারা যে কত প্রকার

অন্যায়াচরণ করেন, তাহার বিষয় সংক্ষেপে লিখিতেছি।

প্রথমতঃ। তাঁহারা পরমপিতা পরমেশ্বরের কি অভিপ্রায় ও মনুষ্যের প্রধান উদ্দেশ্যই বা কি তাহার বিচারে অনভিজ্ঞা থাকিয়া, কুসংস্কার বশতঃ কেবল পরনিন্দা, পরপীড়া, কলহ, অনর্থক বাক্যব্যয় ইত্যাদিতে প্রবৃত্তা থাকিয়া পবিত্র স্বর্গলোকের অনন্ত সুখ হইতে বঞ্চিতা হয়েন।

দ্বিতীয়তঃ। শারীরিক নিয়ম সকল না জানাতে স্ত্রীগণ আপনারা উক্তমতে চলিতে ও সন্তান গণকে ঐ প্রকারে লালন পালন করিতে কখনই পারগ হয়েন না। তন্নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই রোগের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েন, এবং সন্তানগণ যে নিশ্চয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। আর এদেশীয় সকলেই প্রায় যে কন্যার অনাদর করিয়া থাকেন স্ত্রীশিক্ষাভাবই তাহার কারণ। কেননা অস্মদ্দেশীয়া নারীগণের পুত্র হইলে আনন্দের আর সীমা থাকে না। যদ্যপিও তাঁহারা উপযুক্তরূপ শিশুপালনে অনভিজ্ঞা, তথাপি তাহাদের যথেষ্ট আদর করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু কন্যা হইলে আহ্লাদিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অনাদর করেন।

হায়! কি পরিতাপ! স্নেহময়ী জননী হইয়াই যাহার প্রতি এরূপ পক্ষপাত করেন, তাহার প্রতি কে আর যত্ন ও আদর করিবে?

তৃতীয়তঃ। তাঁহারা অনেকেই স্বামীর সহিত অকৃত্রিম প্রেমে বদ্ধ না হইয়া ও শ্বশুরশ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের সুখসাধনে যত্নশীলা না হইয়া, কেবল আপনার সুখের জন্যই ব্যস্ত থাকেন, অর্থাৎ স্বামী যদ্যপি মধ্যবিত্ত কি দরিদ্র হয়েন, অথবা পিতা মাতাদি গুরুজনের সুখসাধনে অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক স্ত্রীকে উত্ত-মোত্তম বস্ত্রালঙ্কার দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীর দুঃখের আর সীমা থাকে না ও তন্নিমিত্ত তিনি স্বামীর প্রতি সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট থাকেন। হায়! কি পরিতাপ! কি পরিতাপ! জঘন্য স্বার্থপরতার বশীভূতা হইয়া, গুরুজনের প্রতি যে কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তাহা তাঁহারা ভ্রমেও একবার বুঝিতে পারেন না এবং যে ভ্রাতৃবিরোধের কথা সচরাচরই শুনা যায়, তাহাও প্রায় ঐ অশিক্ষিতা নারীগণের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

চতুর্থতঃ। এদেশে যে নিতান্ত দোষাকর বাল্য-বিবাহ ও বার্দ্ধক্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে তাহা-রও প্রধান হেতু স্ত্রীশিক্ষাভাব। কারণ এদেশের লোকে

পুত্র হইলে যেরূপ জীবন সার্থক জ্ঞান করেন, পুত্র-বধূর মুখ দর্শনও সেইরূপ জ্ঞান করিয়া পুত্রের অল্প বয়সে অর্থাৎ বাল্যাবস্থাতেই বিবাহ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যদিও পুত্রবধূর মুখদর্শন অহ্লাদের বিষয় বটে, তথাপি এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া যে নিতান্ত অন্যায় তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না। কারণ ইহাতেই দরিদ্রতা, দম্পতীবিরোধ, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত এবং রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান উৎপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা পরে অনেকেই সেই কন্যাসম স্নেহপাত্রী পুত্রবধূর প্রতি যে কি রূপ নির্দ্দয়তাচরণ করেন, তাহা ভাবিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়। আহা! তাঁহারা নববধূগণকে কি যন্ত্রণাই না দেন! এমন কি উদর ভরিয়া আহার দিতেও কুণ্ঠিতা হয়েন। ওঃ!!! স্ত্রীশিক্ষাভাবে এদেশের কি দুরবস্থাই না হইতেছে! তাঁহারা জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য হইয়া এরূপ ভয়ানক নির্দ্দয়তাচরণে প্রবৃত্তা হয়েন, এবং তাঁহাদের কন্যাগণও মাতার দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া ভ্রাতৃজায়াগণকে ক্লেশ দিতে ত্রুটি করেন না। হায়! তন্নিমিত্তই যে বধূগণ তাঁহাদের প্রতি অসদাচার করে তাহা কোন্ ব্যক্তি না বুঝিতে পারেন? আর বার্দ্ধক্যবিবাহও যে পূর্ব্বোক্ত অপকার

সকল এবং নিরপত্যাদি অমঙ্গলের হেতু তাহা তাঁহারা না জানিয়া ধনাদির লোভে ৬০। ৭০ বৎসরের পুরুষের সহিত ৬। ৭ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা সুশিক্ষিতা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিবাহ দ্বয়ের যে অনেক নিবারণ হইত তাহার সন্দেহ নাই। অধিকন্তু এদেশে যে পুষ্পোৎসবাদি নিতান্ত কুৎসিত প্রথা সকল প্রচলিত আছে তাহাও নিশ্চয় রহিত হইত।

পঞ্চমতঃ। অস্মদ্দেশীয় বালকবালিকাগণকে যে সচরাচরই অবিনীত ও কলহপ্রিয় দেখা যায়, ঐ অশিক্ষিতা মাতাদির সহবাসই ইহার কারণ। কেননা শৈশবাবস্থায় অন্তঃকরণ অতিশয় কোমল ও অনুচিকীর্ষা বৃত্তি প্রবল থাকে। তন্নিমিত্ত তাহারা তাঁহাদের যে সকল কুরীতি দেখিতে পায়, সেই সকলই অবিলম্বে শিক্ষা পূর্ব্বক তদনুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় এবং বালিকাগণ অপেক্ষা বালকগণকে যে অধিক অসচ্চরিত্র দেখা যায় তাহাও তাঁহাদিগের দোষে। কারণ তাঁহারা কন্যাপেক্ষা পুত্রকে অধিক আদর করেন, ও তাহাদিগের দোষ প্রায় গ্রাহ্য করেন না। অধিকন্তু এদেশের কৃতবিদ্য পুরুষগণকে যে অসচ্চরিত্র দেখা যায়, তাহাও প্রায় তাঁহাদের নিমিত্ত।

ষষ্ঠতঃ। কি রূপ আয়ে কি রূপ ব্যয় করা উচিত ও কোন্ ব্যক্তি যথার্থ দানের পাত্র এবং কেই বা দানের অপাত্র তাঁহারা এরূপ বিবেচনায় অপারগ হইয়া, নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করেন। কারণ অন্ধ, খঞ্জ, মূকাদি দীন গণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও সাধ্যমতে তাহাদের দুঃখ নিবারণ না করিয়া কপট গণক, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে অর্থদান পূর্ব্বক অর্থের অপব্যয় করেন এবং পরিমিত ব্যয় দ্বারা গৃহকার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া সুখ্যাতি বা আমোদের জন্য লোক লৌকিকতায় অত্যন্ত আড়ম্বর করিয়া হয়ত স্বামীকে একেবারে ঋণজালে জড়ীভূত করেন। যদিও কাহার স্বামী যথেষ্ট ধনী থাকেন, তথাপি এনিমিত্ত তাঁহার যে নিশ্চয় ক্ষতি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর তাঁহারা অনেকেই যে দাস দাসীগণকে সর্ব্বদা কটু ও ঘৃণাসূচক বাক্য কহিয়া থাকেন তাহাও তাঁহাদের শিক্ষাভাবের নিমিত্ত। নতুবা তাঁহারা সুশিক্ষিতা হইলে দাস দাসীগণকে দরিদ্র বলিয়া কখন এরূপ হেয় জ্ঞান করিতেন না ও তাহাদিগকে যে আত্মীয়ের ন্যায় স্নেহ মমতা করিতে হয় তাহাও বুঝিতে পারিতেন।

সপ্তমতঃ। বিধবা হইলে অধিকাংশ স্ত্রীতেই যে অসচ্চরিত্রা হইয়া থাকেন, তাহার যদিও প্রধান কারণ বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত থাকা, তথাপি শিক্ষাভাবের নিমিত্তও যে অনেকে উক্ত জঘন্য পাপে পতিতা হয়েন তাহার বহুল প্রমাণ বিদ্যামান আছে। কেননা সুশিক্ষিতা হইলে মন শান্ত ও বিবেকশক্তি প্রবল হয়। তাহাতে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, সদুপদেশ শ্রবণ, ধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথন, উত্তম পুস্তক পাঠ ইত্যাদিতেই প্রায় মন ধাবিত হয়। অতএব তাহা হইলে এক্ষণের ন্যায় ব্যভিচার দোষের এত প্রাদুর্ভাব কখনই থাকিতে পারে না।

অষ্টমতঃ। তাঁহারা অনেকেই যে পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতাবলম্বী না হইয়া কেবল অলীক দেবতা-দিগের পূজা, ব্রত, উপবাস, ভূতাদির ভয়, ও বৃথা বাহ্য শুদ্ধতায় প্রবৃত্তা হয়েন, এবং বিপদ নিবারণ হেতু স্বস্ত্যয়ন, যাগ, হোম প্রভৃতি করিয়া থাকেন ইহাও তাঁহাদের শিক্ষাভাবের কারণ। অতএব হে বামা-হিতার্থী সদাশয়গণ! যদ্যপি সেই পরম পিতার অপার কৃপায়, এবং আপনাদের যত্ন ও উৎসাহে, এদেশীয় নারীগণের শিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অপকার সকল নিবারণ হইয়া, যে

নিশ্চয় সমুদায়ই উহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ সকল স্ত্রীতেই সুবিজ্ঞা, ধার্ম্মিকা, মিতাচারিণী ও মিষ্টভাষিণী, স্ত্রী পুরুষে অকৃত্রিম প্রণয়, পুত্র কন্যার সমান আদর, সন্তান সন্ততিগণ সুস্থ ও সুবিনীত, সংসারের সুশৃঙ্খলা, সকলের প্রতি সকলের সদ্ভাব প্রভৃতি হিতসাধন হইয়া এই বঙ্গভূমি সুখের আলয় হইবে তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

শ্রীমতী রমাসুন্দরী।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে।

এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে অনেক উপকার হইতে পারে। বিদ্যাশিক্ষা করিলে বাল্যাবস্থায় যেরূপ কর্ম্ম করা উচিত; পিতা মাতার প্রতি যেরূপ ভক্তি করা উচিত; যেরূপ সুশীল ও নম্র হওয়া এবং মিষ্টভাষী, শিষ্টাচারী হওয়া উচিত; সকলের উপকার করা ও বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্ উদ্ধার করা কর্ত্তব্য, এবং বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বামী ও অপরাপর ব্যক্তির

প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় ; ও যাহাতে সকলের নিকট প্রশংসনীয় ও প্রীতির পাত্রী হইতে পারা যায় এসকল জানিতে পারা যায়। তাঁহাদের সন্তানাদি হইলে সূতিকাবস্থায় যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় এবং সন্তানদিগের কিছু বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইলে কিসে তাহারা সুস্থ থাকিতে পারে তাহাও জানিতে পারা যায়। এবং মাতা বিদ্যাবতী হইলে সন্তানেরাও সৎ হইতে পারে, কারণ সৎ উপদেশ পাইয়া ও সৎ সংসর্গে বাস করিয়া লোকে সুশীল হয়। এদেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে পুস্তক রচনা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ইচ্ছামত ব্যয় করিতেও পারেন, এবং দৈব বশতঃ যদি দৈন্য দশায় পতিত হয়েন তাহা হইলে সংসার যাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারেন। বিদ্যা থাকিলে আয় বিবেচনা করিয়া ব্যয় করিতে পারা যায়। সন্তানদিগের শিক্ষা বিষয়েও অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। তাহারা মাতার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, অলীক আমোদে রত থাকিতেও পায় না এবং মাতার নিকট উপদেশ পাইয়া কখনই সন্তানেরা কুসংস্কারাপন্ন হইতে পারে না। এদেশের প্রায় সকল স্ত্রীলোকে-রাই বৃথা আমোদে রত থাকিয়া এমন যে সময়-রত্ন তাহা নিরর্থক নষ্ট করিয়া আপনাকে পাপে জড়ীভূত

করেন, মূর্খতাই ইহার প্রধান কারণ। এদেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে কখনই এরূপ হয় না বরং ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে পারেন ও ঈশ্বরের নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া ইহকাল ও পরকাল উভয় কালই সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত না থাকাতে মহিলাগণ বাল্যাবস্থায় ধূলা কর্দ্দম লতা পল্লব ইত্যাদি লইয়া মিছা খেলায় সমস্ত বাল্যকাল অতিবাহিত করেন, তদনন্তর তাঁহাদের সন্তান হইলে দেশাচারের নিয়মানুসারে জঘন্য সূতিকাবস্থায় অবস্থান করিয়া আপনি ও সন্তান উভয়ে চিরজীবন রুগ্নাবস্থায় অবস্থিতি করেন এবং কন্যাগণের কিছু বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইলে মাতা নানাপ্রকার ব্রত করিতে আদেশ দেন ও কন্যাগণ মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কুসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়। ঐ কুসংস্কার দিন দিন তাঁহাদের হৃদয়ে অতিশয় দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে থাকে,—এত দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয় যে অনেক উপদেশ পাইলেও তাহা মন হইতে দূরীভূত হয় না।

শ্রীমতী মধুমতী মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যা ব্যতীত স্ত্রীলোকের মন কি প্রকার।

এতদ্দেশের স্ত্রীলোকেরা অল্পবুদ্ধি বলিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কারিণী হয়, মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করে না, সকল ব্যক্তিকেই ঘৃণা ও তাচ্ছীল্য করিয়া থাকে। হায়! বিদ্যারূপ জ্যোতিঃ যাহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের মন যে অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য মেঘে আবৃত থাকিবে ইহা অসম্ভব নহে। কারণ অনেকে ঐশ্বর্য্য ও রূপমদে মত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস কি ঈশ্বরোপাসনা কিছুই করিতে চাহে না। হায়! জগদীশ্বর কি তাহাদিগকে এই জগতে হিংসা দ্বেষ ও পরনিন্দা করিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহারা মনে করে যে এই রূপও এই ঐশ্বর্য্য "অজরামরবৎ" হইয়া ভোগ করিব। হায়! তাহারা অনুভব করিতে পারে না যে, কালে সকলই নষ্ট হইবে; এই জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। এই জগৎ পরীক্ষার স্থল—সুখের স্থল নহে ইহা তাহাদের হৃদয়াকাশে কখনই উদিত হয় না। হইবার সম্ভাবনাই কি? যাহারা গৃহে যাবজ্জীবন বদ্ধ থাকিবে, বিদ্যার মুখ কখন দেখিতে পাইবে না, তাহারা কিরূপে মনের ভ্রম দূর করিবে? ভারতভূমি স্ত্রীলোকদিগকে অন্ধকূপে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহারা চক্ষু থাকি-

তেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতেও নির্লজ্জ। কারণ বিদ্যা ব্যতীত কিছুই সুনিয়মে চলে না; অতএব হে মহিলা-সকল! তোমরা বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ কর।

বিদ্যা যে অমূল্য ধন অনেকে না জানে।
ক্ষয় নাহি হয় দেখ বিদ্যা ধন দানে॥
বিদ্যার যে গুণ আমি কি বর্ণিব ভাই।
বিদ্যার সমান বন্ধু ত্রিজগতে নাই॥
কবে বা মহিলাগণ বিদ্যাবতী হবে?
হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা আর নাহি রবে॥
এমন যে বিদ্যাধন কোথা গেলে পাই।
ইচ্ছা হয় যথা বিদ্যা তথা আমি যাই॥

ঈশ্বরের নিকটেতে করি এ মিনতি।
অবলা সরলা বালা হক্ বিদ্যাবতী॥
যতনেতে বিদ্যা-হার পর সবে গলে।
বিদ্যাভ্যাস কর সব রমণীমণ্ডলে॥
একান্ত অন্তরে রাখ বিদ্যা প্রতি মন।
বিদ্যার সমান আর নাহি কিছু ধন॥
এমন যে বিদ্যাধন কোথা গেলে পাই।
ইচ্ছা হয় যথা বিদ্যা তথা আমি যাই॥

অবলার হয় যদি বিদ্যার অভ্যাস।
আলোকিত হবে তার হৃদয় আকাশ॥
পাপে নাহি থাকিবেক কামিনীর মন।
বিদ্যামৃত রস পান করিবে যখন॥
বিদ্যায় বঞ্চিত হয়ে আছে যেই জন।
অসার জীবনে তার কিবা প্রয়োজন॥
এমন যে বিদ্যাধন কোথা গেলে পাই।
ইচ্ছা হয় যথা বিদ্যা তথা আমি যাই॥

বর্দ্ধমানস্থ কোন ভদ্রকুলবালা।

অল্প-বিদ্যা।

(স্বপ্নাবস্থা)।

এক দিন সাতিশয় ভাবনাযুক্ত হইয়া একাকিনী শয়ন করিয়া না নিদ্রিতা না জাগ্রতা এমন সময় স্বপ্ন দেখিলাম একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিকটে বসিয়া মৃদু মন্দ স্বরে আমাকে কহিলেন, তনয়ে! তুমি দিবা নিশি কি ভাবনা ভাব? এরূপ অনর্থক চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া এমন যে অমূল্য ধন—সময় তাহা বৃথা নষ্ট করিতেছ! আমি তাঁহার সেই স্নেহময় প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মূকের ন্যায় এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

আহা! সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি হৃদয়মন্দিরে জাগরূক রহিয়াছে। আমি অনিমেষ নেত্রে তাঁহার বদন সুধাকর অবলোকন করিতে লাগিলাম, কিয়ৎ-ক্ষণ পরে সেই বামলোচনা মস্তকে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "বৎসে! সাহসিক হও, অনর্থক চিন্তা দূর করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে বিশেষ চেষ্টা পাও তাহা হইলে সমুদায় দুঃখ এক কালে বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। আরও তুমি পরে অনন্ত সুখভাগিনী হইয়া চিরদুঃখ অন্তরিত করিয়া অন্তঃকরণ সুশীতল করিতে পারিবে।" তখন সেই সুবর্ণময়ীর উপদেশ বাক্যে আমার জ্ঞানারুণোদয় হইয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মন বোধালোকে উজ্জ্বল হইল। পরে তাঁহার সুমধুর বাক্যের কিঞ্চিৎ বিরাম হইলেই কহিলাম, জননি! আমি নিতান্ত মূর্খ স্ত্রীলোক, কিরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে সাহসিক হইব? কেই বা আমার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইবে? বিশেষতঃ আমি অতি দীন ব্যক্তি, নিয়মিত অর্থ ব্যয় করিতে পারিব না, সংসারের অন্য অন্য কার্য্যে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিতে হয়, আমাকে এতাদৃশ উপদেশ কি জন্য দিতেছেন? আপনার চরণ ধারণ করিয়া বিনয় বচনে কহি-তেছি এ বিষয়ে এ হতভাগিনীকে ক্ষমা করিবেন। তিনি

আমার সেই কথা শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "কন্যা! তুমি যৎকিঞ্চিৎ পুস্তক পাঠ করিতে পার, কেন আমাকে ছলনা করিতেছ? মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে কেহই তাহার প্রতি বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করা দূরে যাউক, প্রতারক ব্যক্তিকে দেখিলেই ভয় উপস্থিত হইতে থাকে। অতএব আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিও না। আরও দেখ স্ত্রীলোকের অল্প বিদ্যা অতিশয় ভয়ঙ্কর, অল্প বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীলোক অহঙ্কার রূপ মহা-পাপে পরিলিপ্ত হইতে পারে এবং সামান্য বিষয়ে তাহাদিগের রুষ্টি তুষ্টি জন্মে ও অকারণে কলহ বিবাদে প্রবৃত্তি হয়। তাহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া পরের চাটুবাক্যে ভুলিয়া যায় এবং পিতৃ মাতৃ ও স্বামিকুলে কালী দিয়া কুলটা হইতেও পারে। ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে অল্প বিদ্যা অনেক অনিষ্টের কারণ হয় এবং তাহাতে নারীগণকে দুশ্চা-রিণী হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব সাবধান থাক কদাচ অল্পবিদ্যানীরে মগ্ন হইয়া প্রাণ বিনষ্ট করিও না। বিনীত হইয়া গভীর বিদ্যা উপার্জ্জন কর এবং নির্ম্মলান্তঃকরণে লেখনী ধারণ কর, সকলেই তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবে।" আমি সেই সরলা জননীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লেখনী

ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে সুহৃৎবর্গ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে সার্থক হইব।

বৰ্দ্ধমানস্থ ভদ্রমহিলা।

স্ত্রীশিক্ষা।

অস্মদ্দেশীয়া মহিলাগণ বিদ্যভূষণে ভূষিতা হইলে দেশের যে কত প্রকার উপকার হইতে পারে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষাভাবে উঁহারা যে প্রকার হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে তাহা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে লইয়া সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, সুতরাং সমাজের কর্ত্তব্যের ভার সকল তুল্যরূপে পুরুষ এবং স্ত্রীর উপর অর্পিত জানিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রীগণ আপনাদের দারুণ মূর্খতা বশতঃ ঐ সকল কর্ত্তব্যভার সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, জানিতেও পারগ হইতেছেন না। এই হেতু সমাজের নানা প্রকার অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। করুণাময় জগদীশ্বর সকলেরি মনোমন্দির নানা প্রকার উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা শোভিত করিয়াছেন,

ঐ সকল মনোবৃত্তি যথা নিয়মে পরিচালনা করিলে অপূর্ব্ব নির্ম্মল সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বিদ্যাশিক্ষাভাবে স্ত্রীগণের মনোবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াতে তাঁহারা একেবারে ঐ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের জীবন পশুজীবন তুল্যই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেহেতু তাঁহারা কেবল কতকগুলি জঘন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বন্য পশুর ন্যায় আহার বিহারেই রত থাকিয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন। বিদ্যাভাবে, সত্য-ধর্ম্মাভাবে উহাঁরা কি না নীচ কর্ম্ম করিতেছেন? নিদারুণ মূর্খতা বশতঃ কে না উহাদিগের মধ্যে হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া দেববৎ মনুষ্য প্রকৃতিকে পশুভাবে পরিণত করিয়াছেন? স্ত্রীগণ গুণবতী হইলে পুরুষদিগের কর্ত্তব্য ভারের অনেক লাঘব হইবে ইহা বলা বাহুল্য। অনেক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম এইরূপ আছে যে তাহা পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক দ্বারা সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। শিশু সন্তান শৈশব কালে স্বীয় জননী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, তৎকালে মাতা তাহাকে যাহা বলেন সে তাই করে, যাহা শিখান সে তাই শিখে। সুতরাং জননী যদি নিজে রীতিমত বিদ্যো-

পার্জ্জন করিয়া সন্তানের মাতা হয়েন এবং কৌমার কালাবধি সেই সন্তানকে ধর্ম্মনীতি ও হিতোপদেশ শিক্ষাদেন, তাহা হইলে সন্তান যে অবশ্যই গুণবান হইবেন ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কেবল পুত্র সন্তান গুণবান হইলেই অস্ম-দ্দেশীয় পিতা মাতা আনন্দ সলিলে প্লাবিত হইয়া থাকেন। কন্যাগণকে যে সেই রূপ শিক্ষা দান করা উচিত তাহা তাঁহারা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন না। আহা! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! বিদ্যা কি কেবল পুরুষদের উপার্জ্জনের জন্যই হইয়াছে? আমাদের দেশের রমণীগণও এইরূপ ভাবিয়া থাকেন, তাহা না হইলে তাঁহারা স্বয়ং কন্যাগণকে গুণবতী করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন তাহার সন্দেহ নাই। কি পরিতাপ! কাহাকেই কি বলা যায়! যদি শিক্ষার উপায় সত্ত্বে স্ত্রীগণ শিক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে তাঁহারাই ভৎসনার পাত্রী হইতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে ভৎসনা করিলে অকারণে নির-পরাধিনীকে ভৎসনা করা দোষে দোষী হইতে হয়। পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে অস্মদ্দেশীয় পুরুষবৃন্দকেই দোষারোপ করিতে হয়। তাহাদিগে-রই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যত দিন এদেশের স্ত্রী-

লোকেরা গুণবতী না হইবেন ততদিন কোন বিষয়ে উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। আহা! বঙ্গদেশীয়া স্ত্রীলোকেরা কত দিনে বিদ্যাভূষণে ভূষিত হইয়া অন্য লোককে শিক্ষা প্রদান করিবেন!

বিদ্যালোক সম্পন্না, সুশিক্ষিতা না হইলে স্বামীর প্রতি ভার্য্যার কি কি কর্ত্তব্য তাহা অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণ জানিতে পারেন না। স্বামী পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ হউন, ধার্ম্মিক অথবা অধার্ম্মিক হউন, ঐশ্বর্য্যবান হইলেই অজ্ঞ স্ত্রীর দ্বারা পূজ্য এবং আদরণীয় হইয়া থাকেন। স্ত্রী যদি স্বামীর ন্যায় জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইতেন এবং স্বীয় পতির ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করিতেন এবং কুসংস্কার বর্জ্জিত হইতেন তাহা হইলে সেই দম্পতীর এই পৃথিবীতে স্বর্গসুখ অনুভব হইত তাহাতে সন্দেহ কি? আহা! কি রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কি রূপে সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে হইবে, দারুণ মূর্খতা বশতঃ স্ত্রীগণ কিছুই অবগত নহে। হে সহোদরাসম বঙ্গদেশীয়া মহিলাগণ! তোমরা বিদ্যাভূষণে ভূষিতা হইয়া এই বঙ্গভূমির মলিন মুখ উজ্জ্বল কর। ভিন্ন দেশীয় স্ত্রীগণ বিদ্যার গুণে স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপনাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। তোমরা

তাহাদের ন্যায় বিদ্যানুশীলন করিয়া স্বাধীনতা লাভ কর এবং মনুষ্য জীবন সার্থক কর।

শ্রীমতী কামিনী দত্ত।

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা।

পরাৎপর পরমপিতা জগদীশ্বরের কি অলৌকিক অপার মহিমা যে, তিনি স্বীয় সৃষ্টি রক্ষার কারণ স্ত্রী-পুরুষ, এই উভয় জাতি সৃজন পূর্ব্বক এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের রমণীয় শোভা বর্দ্ধন করতঃ আপনাভিপ্রায় সকল সাধন করিতেছেন। এই দ্বিবিধ জাতির মধ্যে একের অভাবে বিশ্বস্থিত পরম মঙ্গলাকর নিয়ম সকল প্রতিপালিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং মেদিনী মণ্ডল কতদূর পর্য্যন্ত যে জনশূন্য অরণ্যানী তুল্য বোধ হইত তাহা বাক্‌পথাতীত। হা! পরম করুণাকরের কি কারুণিক ভাব! যে যাবতীয় বাহ্য-দ্রব্য প্রদানেও তিনি ক্ষান্ত না থাকিয়া ধর্ম্ম সুখে সুখী করণার্থ সর্ব্ব ধনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, পরম হিতকর ও সুখবিধায়ক অমূল্য বিদ্যারত্ন লাভোপযোগী জ্ঞান মনুষ্য জাতিকে প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মানুসারে কার্য্য সম্পাদনার্থে অত্যাশ্চর্য্য শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশীয়

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারত্ন অভাবে সেই অনুপম সুশৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলা করিতেছে। দেখুন, যখন জনপ্রবাদ আছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্বল্পবুদ্ধি এবং স্বভাবতঃ চঞ্চলা, অথচ তাহারাই আবার কুলাচার অবলম্বনে প্রধান কারণ, তখন যদি ঈদৃশ পরম হিতসাধন বিদ্যা দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধতা দূরীকৃত না হয় তবে তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র মহিমা, স্বীয় সন্তান সন্ততি বা আপনার শরীর রক্ষা ও পিতা মাতা স্বামী প্রভৃতি গুরু জনের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে অজ্ঞানতা হেতু কুসংস্কারাপন্ন হইয়া উঠে। শাস্ত্রোক্তি আছে যে যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবেকতা এই চতুষ্টয় প্রত্যেকেই অনর্থের মুল। স্ত্রীলোকে অবিদ্বান্ হইয়া প্রাগুক্ত চতুষ্টয়ের সংশ্রবে কি না করিতে পারে? বিবেচনা করিতে গেলে এমন কোন গর্হিত কর্ম্ম নাই যে তাহা মূর্খ দ্বারা হয় না। এই অসার সংসারে মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অজাত ও মৃত-পুত্র কেবল একবার দুঃখ দায়ক, কিন্তু মূর্খ সন্তান যে কত দুঃখ দায়ক ইহা কাহার না চিত্তক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে? বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয়-আকাশ জ্ঞানশশীর আলোকে আলোকিত হয়, তবে

তাহারা এই নিখিল ভূমণ্ডলে সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না! তাহারা বিদ্যাবতী হইলে পিতা মাতা স্বামী প্রভৃতি গুরুজন, সন্তান সন্ততি, ও অন্যান্যের সহিত যে প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা করিতে সক্ষমা হয়। পুত্র বিদ্বান্ হইলে সে যেমন তৎপ্রভাবে পিতৃকুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে; পুত্রী বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথাবলম্বিনী হইলে, সে যে তদ্রূপ পিতৃ ও স্বামি উভয় কুল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি? এদেশীয় পূর্ব্বতন রমণীগণ মধ্যেও এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; লীলাবতী, খনা, রাণী ভবানী, প্রভৃতি স্ত্রীগণ আপন আপন বিদ্যা প্রভাবে কি রূপ যশোরাশি বিস্তার করতঃ পিতৃ কুল ও স্বামি বংশ উজ্জ্বল করিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। আহা! যদি স্ত্রীলোকেরা প্রত্যেকেই বিদ্যাবতী হইয়া ধর্ম্মপথানুগামিনী হন, তবে দুঃখ ক্লেশ পরিবৃত এই ভূমণ্ডল যে কি প্রকার এক আনন্দের ধাম হয় তাহা মনে উদয় হইলে অসীম আনন্দোৎপত্তি হয়। অতএব

হে দেশীয় সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা আর স্ত্রীলোক-দিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে উদাসীন থাকিবেন না। যদি এ ধরাধামকে আপনাদের প্রকৃত সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যা-ভূষণে ভূষিত করিতে সচেষ্ট হউন।

শ্রীমতী বিবি তাহেরণ লেছা।

বিদ্যাশিক্ষার্থ ভগিনীগণের প্রতি উপদেশ।

হে ভগিনীগণ! তোমরা একবার জ্ঞান চক্ষু উন্মী-লিত করিয়া দেখ দেখি, ভারতভূমির পুত্রগণ কি প্রকার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইতেছেন। এই পৃথি-বীতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একরূপ হইয়া একজন বিদ্বান্ ও গুণবান্ হইয়া সুশীলতা ও ভদ্রতা শিক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন, আর এক জন হিংসা দ্বেষ ও পরনিন্দা প্রভৃতি কুক্রিয়ায় রত থাকিয়া কুৎসিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। হায়! আমাদিগের কি লজ্জা ভয় ও মানাপমানের প্রতি দৃষ্টি নাই যে সেই জন্য অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া কেবল কৃষ্ণপক্ষ নিশাকরের ন্যায় দিন দিন মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছি। আরও পুরুষেরা আমাদিগকে নিতান্ত অসভ্য বিবেচনা করিয়া কত তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন ও মূর্খ বলিয়া

কতই ঘৃণা করিয়া থাকেন। ফলতঃ জগদীশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা লজ্জা ভয় ও চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। তথাপি আপনাদিগের মঙ্গল কিরূপে হইবে তাহাতে আমরা ভ্রমক্রমেও একবার দৃষ্টিপাত করিতে চাহি না। ইহাতে যে পুরুষ জাতিরা আমাদিগকে নীচস্বভাবা বিবেচনা করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি? অধুনা স্ত্রীজাতি অবিশ্বাসিনী নামে জগদ্বিখ্যাতা হইয়া কালযাপন করিতেছে। হে ভগিনীগণ! তোমাদিগকে পুরুষেরা এত অবিশ্বাসিনী বিবেচনা করেন, যে কোন গোপনীয় কথাই হউক আর অগোপনীয় কথাই হউক কদাচ বিশ্বাস করিয়া বলিতে সাহস করেন না। ফলতঃ স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী ও গুণবতী না হইলে কেবল ধনবতী ও রূপবতী হইলেই যে আদরণীয়া হইবে ইহা কখনই মনে করিও না। হে কুলকামিনীগণ! তোমরা স্থির মনে একবার বিবেচনা করিয়া দেখ কি জন্য এমন অমূল্য বিদ্যাধনে বঞ্চিতা হইয়া কালযাপন করিতেছ? কি জন্যই বা আপনাদের উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হইতেছ? কিজন্যই বা পুরুষ জাতির নিকটে অপদস্থ হইয়া তাহাদের তোষামোদ করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছ? যদ্যপি জগদীশ্বর এইরূপ অবস্থা

করিয়া থাকেন তবে এস আমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি যাহাতে স্ত্রী পুরুষ সমতুল্য হইতে পারে। আর যদি ইহা আপনাদের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে যাহাতে কুৎসিত কর্ম্ম গুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাবতী হইতে পারি আইস তাহার জন্য চেষ্টা পাই।

ওগো সব কুলবতী,
হও সবে বিদ্যাবতী,
বিদ্যাহার যত্নে পর গলে।
বিদ্যা না থাকিলে পরে,
কেবা সমাদর করে,
অনাদরে প্রাণ যায় জ্বলে॥
পুরুষেতে মন্দ কয়,
মনে বড় লজ্জা হয়,
বলে সদা মূর্খ যত নারী।
কটুবাক্য কত সব,
হয়ে যেন আছি শব,
এ দুঃখ যে সহিতে না পারি॥
আছ যত ভগ্নীগণ,
সবে হয়ে একমন,
বিদ্যাধন উপার্জ্জন কর।

পাইবে কতই সুখ,
উজ্জ্বল হইবে মুখ,
সুনির্ম্মল থাকিবে অন্তর ॥
স্বামী পুত্র বন্ধুগণ,
করিবে কত যতন,
রমণী রতন নাম হবে।
বিশ্বাস করিবে সবে,
অবিশ্বাস নাহি রবে,
লজ্জাহীনা আর নাহি কবে ॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।

স্ত্রীশিক্ষা হিতৈষিগণের প্রতি।

একি সুমঙ্গল শুনি মহোদয়গণ,
হর্ষে লোমাঞ্চিত তনু পুলকিত মন।
প্রমোদ লহরী হৃদে বহে অনিবার,
ভাবি অবলার দুঃখ না রহিবে আর।
তৃষিতা চাতকী দেখে দয়া উপজিল,
স্ত্রীশিক্ষা বারিদ তাই প্রকাশ পাইল।

সেই ঘন বরষিলে বঙ্গনারীকুল,
নিবারিবে জ্ঞানজলে মন তৃষাকুল।
উন্মুখ হইবে তবে বুদ্ধি কল্পতরু,
সুন্দর সুকৃতি ফুলে সাজিবে সুচারু।
থাকিতে নয়ন পুন অন্ধ না রহিব,
বিদ্যানিধি উপার্জ্জিয়ে অন্তর জুড়াব।
অর্দ্ধাঙ্গ দ্বিপদ পশু পড়েছে কি মনে,
নয়নবিহীনে দয়া হলো এতদিনে?
তবু ভাল এত দিনে কর্ণ জুড়াইল,
শ্রবণ মঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করিল।
চিন্তাকাশ হতে মোহ হইবে সুদুর,
বচনে জ্ঞানের স্রোত বহিবে প্রচুর।
পশু মধ্যে গণ্য পুন কেহ না করিবে,
হৃদয়েতে সুখচন্দ্র সদা প্রকাশিবে।
জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিবে কর পসারিয়া,
হৃদয়ের অজ্ঞানতা যাবে পলাইয়া।
এমন মনের আশ আছিল কাহার,
জ্ঞানদীপে নাশিবেক মনের আঁধার?
অবলার দুখে দুখী সুধীবরগণে,
সতত আছেন রত উপায় চিন্তনে।

কি করিলে নারীকুলে হইবে মঙ্গল,
অবিরত এই ভাবি মানস চঞ্চল।
কায়মনে প্রাণপণে করেন যতন,
কিরূপে রমণীগণ পাইবে রতন।
রতন রতন সে যে জ্ঞান রত্নহার,
কেমনে অবলা তার পাবে অধিকার।
অবিরত এই ভাবে ব্যাকুলিত মন,
কিরূপে শিখিবে জ্ঞান হিন্দুনারীগণ।
আপনারা হলে হেন উদার স্বভাব,
না থাকিবে নারীকুলে সুখের অভাব।
অতএব দাসীদের পুরাইয়া আশ,
জ্ঞান অস্ত্রে কাটি দেন মোহ জালপাশ।
কাটিতে এ জাল নাহি অবলার বল,
নিরস্ত্র হইয়া তাই ফেলি অশ্রুজল।

দত্তপুকুরস্থ কোন ভদ্র কুলবালা।

বিদ্যাই পৃথিবীর সার।

বিদ্যার সমান ভাই বন্ধু নাই আর।
অসার সংসারে সুধু বিদ্যাধন সার॥

এই সব টাকা কড়ি চোরে লুটে লয়।
বিদ্যাধন দিবানিশি হৃদয়েতে রয়॥
অন্যধন বিতরিলে ক্রমে হয় ক্ষয়।
বিদ্যাধন বিতরিলে ক্রমে বৃদ্ধি হয়॥
অতএব ভগ্নীগণ! করি নিবেদন।
কৃপাকরি রাখিবেন অধীনীবচন॥
বিদ্যাসম ধন আর নাহি অবনীতে।
বিদ্যার অপার গুণ কে পারে বর্ণিতে?
অতএব বন্ধুগণ করহ যতন।
যতন করিলে পরে মিলিবে রতন॥
সামান্য ধনের সহ গণ্য এত নয়।
অতএব যত্ন কর যাতে বিদ্যা হয়॥
ইহা হতে হয় ভাই জ্ঞান উপার্জ্জন।
ইহা হতে হয় ভাই ধর্ম্মপথে মন॥
অন্য ধন ভাই ভাই বিভাগিয়া লয়।
এধন সেধন নয় জানিবে নিশ্চয়॥
একচিত্তে এই ধন লভিতে যে পারে।
তাহার বিপদ নাই জগত সংসারে॥
এধনের সম ধন এজগতে নাই।
এধন পাইতে চেষ্টা কর সবে ভাই॥

বিদ্যাসম আত্ম কেহ নাহি দেখি আর।
দেশ দেশান্তরে মান অশেষ বিদ্যার॥
বিদ্যার নিকট নাই ইতর ব্রাহ্মণ।
পরিশ্রম করে যেই সে পায় এ ধন॥
এই বেলা চেষ্টা কর যত বামাগণ।
অনুপম সুখ পরে করিবে সেবন॥

শ্রীমতী উপেন্দ্রমোহিনী।

স্ত্রীশিক্ষার ফল।

অজ্ঞান শৃঙ্খল পাশে বদ্ধ বামাগণ!
জ্ঞান লাভে সে বন্ধন করহ ছেদন।
নিয়োজিত কর মন বিদ্যাধন আশে,
নিষ্কৃতি পাইবে যাহে কুসংস্কার পাশে।
তোমাদের কাছে থাকি ভারত কুমার,
শিক্ষা পাবে অবিরত বিবিধ প্রকার।
বাল্যকালে শিশুগণ মাতার যতনে,
পালিত হয়েন তাঁর সস্নেহ নয়নে।
সেই সে সুহৃদ্ মাতা হইয়া শিক্ষিত,
পুত্রের কোমল মন করেন বিনীত।

উন্নতি সাধয়ে পুত্র নিকটে থাকিয়া,
নাশয়ে কু আশাগণ জ্ঞানালোক দিয়া।
শিক্ষা-কার্য্যে বামাগণ পরিণতা হলে,
শুভকর ফলচয় অবিরত ফলে।
কুসংস্কার পাশে বদ্ধ ভারতের বালা,
সহিতে না হবে আর এই সব জ্বালা।
বৃথা কার্য্যে ব্যস্ত হয়ে কাটে বাল্যকাল,
অবিদ্যা রাক্ষসী গ্রাসে হইয়ে করাল।
শিক্ষা তরবারী লয়ে ছেদহ রাক্ষসী,
সুকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে নাশ মনোমসী।
পিটুলি চিত্রিত করি ভূতলে রাখিয়া,
অর্চ্চন করহ তাহা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।
সে কার্য্যে কি ফল বল বৃথা দিনপাত ?
চক্ষু নাহি মিলে যথা জগতের নাথ !
জ্ঞান রজ্জু সংযোজিত করিলে হৃদয়ে,
বাঁধিতে পারিবে দুষ্ট মোহ দুরাশয়ে।
অজ্ঞান প্রভাবে নারী পশুর আকার,
মজিয়াছে মজায়েছে কত পরিবার।

বিদ্যানিধি উপার্জ্জিলে, জ্ঞান রত্ন তাহে মিলে,
অমূল্য রতন বলি যায়।
বাড়য়ে ধর্ম্মের বল, লভি পরমার্থ ফল,
হয় নর নির্ম্মল-হৃদয় ॥
অনেকেই মনে করে, বিদ্যাত অর্থের তরে,
সংসার নির্ব্বাহ যাতে হয়।
করি অর্থ উপার্জ্জন, পালি বন্ধু পরিজন,
নিজ সুখ ভাগ্য মানি লয় ॥
এই অপরূপ ভ্রমে, ভ্রমে সবে বৃথা ভ্রমে,
সার ভ্রমে অসারেতে আশ।
সর্ব্বস্ব হইলে ধন, ধনির সন্তান গণ,
বিদ্যাতে না করিত প্রয়াস ॥
পঙ্কজ সলিলে থাকে, কণ্টকে মৃণাল ঢাকে,
ফুল তার কমল নিকর।
নিশিতে নিদ্রিত থাকে, প্রস্ফুটিত করে তাকে,
কেবা বল বিনা দিন-কর ?
সেইরূপ বিদ্যালোকে, প্রস্ফুটিত হয় লোকে,
ঘোর মোহ নিদ্রা পরিহরি।
বিদ্যাদেবী কর দিয়ে, জ্ঞানালোক বিকাশিয়ে,
নাশ করে অজ্ঞান সর্ব্বরী ॥

সেচিলে শ্রমের জল, জ্ঞান পদ্ম নিরমল,
দশদিক করে সুশোভন।
সুপথে ভ্রমণ করি, জগতের শুভকরী,
সর্ব্বমতে হয় সেই জন ॥
এমন বিদ্যার লাগি, হও সবে অনুরাগী,
ভদ্র কি ইতর নর নারী।
ইহকালে কীর্ত্তি পাবে, মনের মালিন্য যাবে,
হবে পরে মুক্তি অধিকারী ॥

জগদ্দল বাসিনী।

বঙ্গবাসিনী ভগ্নীদিগের প্রতি উপদেশ।

নিদ্রাভঙ্গে বামাগণ, হও সচেতন,
দেখ সবে জ্ঞান-চক্ষু করি উন্মীলন।
বামাদের বোধনেত্র করিতে বিস্তার,
বামাহিতৈষীরা চেষ্টা করেন অপার।
দেখিয়া বামার দুঃখ দয়াশীল গণ,
নিজ ব্যয়ে করিছেন বিদ্যা বিতরণ।
করিবারে বামাদের পাপ বিমোচন,
করিছেন ধর্ম্মালয় স্বগৃহে স্থাপন।

বামার হৃদয়ক্ষেত্রে হলে বিদ্যাঙ্কুর,
সুফল সংসার-বৃক্ষে ফলিবে প্রচুর।
আর কেন বামাগণ, সময় কাটাও,
সংসারের প্রতি সবে, জ্ঞানচক্ষে চাও।
ক্রমশঃ উন্নতি দেখ হতেছে সবার,
বামাদের দুঃখ স্রোত হইবে সংহার।
বিদ্যারত্নে অলঙ্কৃত, হবে বামাগণ,
পরিবে অঙ্গেতে সদা ধর্ম্মের ভূষণ।
বামাদের দুঃখ-নিশা হয়েছে প্রভাত,
ঈশ্বরচরণে সবে কর প্রণিপাত।
যিনি দিয়াছেন এই পরিবারগণ,
যাঁহার আদেশে মাতা করেন পালন।
যাঁহাহতে পেয়ে চক্ষু, করি দরশন,
যিনি দিয়াছেন বিদ্যা, মনের ভূষণ।
এস সবে বঙ্গবাসী, সব ভগ্নীগণ,
করিতে চেষ্টিত হই বিদ্যা উপার্জ্জন।
বিদ্যা বিনা বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত না হয়,
বিদ্যা বিনা নাহি হয় ভক্তি ভাবোদয়।
ভগ্নীগণ আর কেন, হারাও সময়,
বামাদের সুখসূর্য্য, হয়েছে উদয়।

অঙ্গনার মন হলে, বিদ্যালোকময়,
না রহিবে অন্তঃপুরে কুসংস্কারচয়।
সুখের সোপান বিদ্যা অমূল্য রতন,
মনোযোগসহ সবে কর উপার্জ্জন।
বিদ্যাবলে পর বামা ধর্ম্মের ভূষণ,
ধর্ম্মের সমান বন্ধু নহে কোন জন।
ধার্ম্মিক না হলে বিদ্যা শিক্ষায় কি ফল?
অন্তিমকালের বন্ধু ধর্ম্মই কেবল।
ঈশ্বর প্রসাদে পেয়ে, বুদ্ধিশক্তি মন,
তাঁহাকে ভুলনা কেহ, যাবত জীবন।
আমাদের যত হবে, জ্ঞান উপচয়,
বুঝিতে সহজ হবে, এই সমুদয়।
কোথা হতে এসে মেঘ, বারি বরষিতে,
কে দিল উর্ব্বর শক্তি ধরণী গর্ভেতে?
এই যে পৃথিবী ইহা, চন্দ্র তারাসহ,
কাহার নিয়ম ক্রমে ভ্রমে অহরহ?
প্রতিদিন উষারম্ভে, অরুণ উদয়,
অপরাহ্নে পশ্চিমেতে, অস্তাচলে যায়,
এই যে বিবিধ-রঙ্গ মেঘেতে আকাশ,
শোভিত করিয়া করে, কৌশল প্রকাশ,

নিরখিয়া স্বভাবের, এ ভাব নিচয়,
স্বভাবতঃ হয় মনে, ভক্তির উদয়।
দিবানিশি রবিশশী, আর ঋতুছয়,
বারমাস সাতবার, আসে আর যায়।
সুশৃঙ্খল এ জগত, করি দরশন,
উথলয় ভক্তিরস, আর্দ্র হয় মন।
'কোন্ জন অদ্বিতীয় পুরুষ প্রধান,'
আশ্চর্য্য কৌশলে বিশ্ব করেছে নির্ম্মাণ!
বায়ু অগ্নি ক্ষিতি জল, প্রত্যেক উপর,
অখণ্ড নিয়ম দিল অতি মনোহর?
অপার করুণা তাঁর হেরি চারি দিকে,
না জানি কি কাজে তুষ্ট করিব পিতাকে।
এস তবে ভক্তিভরে সব ভগ্নীগণ,
কায়মনোবাক্যে পূজি পিতার চরণ।

শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী।

বিদ্যাশিক্ষার্থ ভগ্নীগণের প্রতি উৎসাহদান।

নাম মম * * * আছি বর্দ্ধমানে,
লেখাপড়া শিখিয়াছি পতিসন্নিধানে।

ঈশ্বর করুণা করে অবলার প্রতি,
মনোমত বিদ্যাবান দিয়াছেন পতি।
বাল্যকালে যবে আমি ছিনু বাপ ঘরে,
আছিল বড়ই ইচ্ছে পড়িবার তরে।
বাঙ্গাল দেশেতে বাড়ী পিতাঠাকুরের,
কি সম্ভব শিখিবার ছিল আমাদের।
ভাগ্যক্রমে যাই আমি এদেশে পড়েছি,
ভাগ্যক্রমে যাই পতি এমন পেয়েছি
তাই ত মনের ইচ্ছা হইয়ে সফল,
লেখা পড়া কিছু কিছু শিখিনু সকল।
একদিন পতি যবে প্রসন্ন হইয়া,
বামাবোধিনী পত্রিকা দিলেন আনিয়া,
কয় খণ্ড সমুদয় করে অধ্যয়ন,
কতই সন্তুষ্ট হলো অবলার মন।
এতদিনে শুভাদৃষ্ট বুঝি বাঙ্গালার,
অবলার তরে হলো রীতি শিখিবার।
আহা কি সুখের দিন হবে সেই দিন,
অবলা সকল যবে হবে দুঃখহীন!
শুন শুন ভারতের ভগিনী সকল,
করহ মনেতে সবে প্রতিজ্ঞা সবল।

মন দিয়া পড়া শুনা কর বোন সবে,
অশেষ আনন্দ মনে হবে হবে হবে।
পতির নিকটে যদি পাইবে আদর,
যদি সন্তোষেতে রবে সংসার ভিতর।
মনের আনন্দে কাল করিবে যাপন,
কর কর কর তবে কর অধ্যয়ন।
ঈশ্বরেতে ভক্তি সবে কর দিয়া মন,
কর ভক্তিভাবে পূজা পতির চরণ।
ঈশ্বর কেমন বস্তু, পতি বা কেমন,
সকলি বুঝিবে আগে কর অধ্যয়ন।
রন্ধন বণ্টন আদি আহার করিয়া,
সংসারের যত কিছু কর্ম্ম সমাপিয়া।
যদ্যপি ক্ষণেককাল সুখী হোতে চাও,
অধ্যয়নে বোন তবে সময় কাটাও।
আজ বোন এইখানে হইনু বিদায়,
বেঁচে থাকি যদি দেখা দিব পুনরায়।
প্রথম আমার লেখা করিতে প্রকাশ,
প্রথম আমার এই উন্নতির আশ।
আশ্বাস যদ্যপি পাই অবলা বলিয়া,
পুনরায় দিব দেখা, আদর পাইয়া।

শ্রীমতী * * চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে শিশুদিগের প্রতি।

শুন ওহে শিশুগণ! শুন ওহে শিশুগণ,
শৈশব অবধি কর, বিদ্যা উপার্জ্জন।
কর যতন এখন, কর যতন এখন,
যাহাতে পাইবে সবে বিদ্যা মহাধন॥
যদি এমন সময়, যদি এমন সময়,
আলস্য বা আমোদেতে অবসান হয়।
তবে না পাবে কখন, তবে না পাবে কখন,
বিদ্যাধন হয় যাহা, অমূল্য রতন॥
ক্রমে সংসার অনল, ক্রমে সংসার অনল,
তাপিত করিবে সদা, হইয়া প্রবল।
ইথে বুঝ শিশুগণে, ইথে বুঝ শিশুগণে,
এই বেলা চেষ্টা কর, বিদ্যা উপার্জ্জনে॥
দেখ মূর্খ যেইজন, দেখ মূর্খ যেইজন,
মনুষ্য নামেতে সেই, না হয় গণন।
শুদ্ধ বিদ্যাহীন নরে, শুদ্ধ বিদ্যাহীন নরে,
সকলে তুলনা করে, বনের বানরে॥
যায় জীবন বৃথায়, যায় জীবন বৃথায়,
কাহারো নিকটে নাহি, সমাদর পায়।

হিতাহিত বিবেচিতে, হিতাহিত বিবেচিতে
নাহি পারে মূর্খ নর, আপন বুদ্ধিতে ॥
আর বিদ্যাহীন জন, আর বিদ্যাহীন জন,
বিজ্ঞ জ্ঞানী প্রায় সেই, না হয় কখন।
যদি দেখিয়া এসব, যদি দেখিয়া এসব,
তথাপি না হয় ওহে, জ্ঞানের উদ্ভব ॥
তবু সময় রতন, তবু সময় রতন,
আমোদে মাতিয়া যদি, কর হে ক্ষেপণ।
তাহা হলে শিশুগণ, তাহা হলে শিশুগণ,
জানিতে পারিবে নাহি, ঈশ্বর সৃজন ॥
কত আছয়ে কৌশল, কত আছয়ে কৌশল,
যাহার কারণ হয়, শোভিত ভূতল।
কিবা নদ নদী গণ, কিবা নদ নদী গণ,
পর্ব্বত সাগর আর, নির্জ্জন গহন ॥
কিবা তারা অগণন, কিবা তারা অগণন,
নিশীথ কালেতে করে, আকাশ শোভন।
ফলফুলে বৃক্ষগণ, ফলফুলে বৃক্ষগণ,
কেমন সুন্দর শোভা, করয়ে ধারণ।
কেবা রচিল এমন, কেবা রচিল এমন,
কি কৌশলে এ সকল, হয়েছে সৃজন।

কিছু বুঝিতে নারিবে, কিছু বুঝিতে নারিবে,
পশুর সমান নীচ, হইয়া থাকিবে।
দেখ জলের কারণ, দেখ জলের কারণ,
কেমন বাস্পেতে তাহা, হয়েছে সৃজন।
পরে সেই জল হতে, পরে সেই জল হতে,
পুনরায় বাস্পরাশি উঠে আকাশেতে।
এই জলবাস্প বলে, এই জলবাস্প বলে,
বিদ্যুৎ গতিতে রথ, চলে কি কৌশলে!
সুধু বিদ্যার কারণ, সুধু বিদ্যার কারণ,
অপূর্ব্ব কৌশল হেন হয়েছে রচন।
কিবা শারীর বিধান, কিবা শারীর বিধান,
গণিত ভূগোল কিবা, পদার্থ বিজ্ঞান।
কোন বিদ্যা না জানিবে, কোন বিদ্যা না জানিবে,
অজ্ঞান তিমিরে মন, আচ্ছন্ন থাকিবে।
তাই বলি হে এখন, তাই বলি হে এখন,
শৈশব অবধি কর, বিদ্যা উপার্জ্জন।

শ্রীমতী রমাসুন্দরী।

শিল্পবিদ্যা।

শিল্প বিদ্যা উপকারী হয় অতিশয়,
ইহাতে সবার মন, শান্ত হোয়ে রয়।
অবকাশ কালে মন কত দিকে ধায়,
চঞ্চল করয়ে তাহে, নানা কুচিন্তায়।
যদি লোক শিল্পকর্ম্ম, করে সে সময়,
তাহাতে না হয় মনে, কুচিন্তা উদয়।
কোন দুঃখ কোন চিন্তা না থাকে তখন,
নির্ম্মল আনন্দে মন থাকে হে মগন।
কিবা যুবা কিবা বৃদ্ধ, কিবা শিশুগণ,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন। ১।

যদি কারো পতি পুত্র, লোকান্তরে যায়,
যদি কেহ পড়ে তাহে, দারিদ্র্য দশায়।
যদি নাহি জানে ভাল, লিখিতে পড়িতে,
যদি বহু পরিশ্রম, না পারে করিতে।
তথাপি যদি সে অতি, করিয়া যতন,
মনোহর শিল্পকর্ম্ম, করে অনুক্ষণ।
তাহা হলে শোক ভার হয় নিবারণ
অনায়াসে হয় তার ভরণ পোষণ।

অতএব শিল্প বিদ্যা, নির্দ্ধনের ধন,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন। ২।
কেহ কেহ আছে হেন, রোষ-পরবশ,
সকলের প্রতি কহে, বচন নীরস।
ক্ষণকাল শান্ত নাহি, দেখা যায় তায়,
রাগের অধীন হয়ে, সবারে জ্বালায়।
কাহারো বচন নাহি মানে তার মন,
রাগে যেন হোয়ে থাকে প্রচণ্ড তপন।
তথাপি যদি সে শিখে শিল্প বিদ্যাধন
তা হলে ক্রমেতে শান্ত হয় তার মন।
অতএব শিল্প করে, ক্রোধ নিবারণ,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন। ৩।
এদেশের কত শত, মূর্খ বামাগণ,
বৃথায় যাপন করে, সময় রতন।
সঙ্গিনীগণের সহ, হইলে মিলন,
তাশ পাশা খেলি করে সময় হরণ।
যদি তারা এ সকল, করিয়া বর্জ্জন,
সযতনে শিল্প চর্চ্চা, করে সেই ক্ষণ।
ইহাতে থাকিবে ভাল, তাহাদের মন,
বৃথায় না যাবে আর সময় রতন।

অতএব শিল্প বিদ্যা, মানস রঞ্জন,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন ৷ ৪ ।

যখন অন্তরে হয়, ভাবনা উদয়,
যখন না হয় মনে, কোন সুখোদয় ।
যখন না ইচ্ছা হয়, করিতে পঠন,
যখন করিতে শ্রম নাহি যায় মন ।
সুখপ্রদ শিল্পকর্ম্ম, করিলে তখন,
আন্তরিক চিন্তাচয়, হয় নিবারণ ।
হৃদয়ে উদয় হয় নিরমল সুখ,
তখন না হয় মনে আর কোন দুখ ।
অতএব শিল্পে করে, ভাবনা হরণ,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন । ৫ ।

আহা 'কিবা' 'পশমের, জুতা' মনোহর !
পরিলে কেমন তাহে, দেখায় সুন্দর !
'গলাবন্ধ' 'টুপি' অতি, হয় প্রয়োজন,
শীতকালে ইথে করে, হিম নিবারণ ।
'মোজা' যদি পরা যায় শীতের সময়,
তাহা হলে কফ কাশী পীড়া নাহি হয় ।
'পশমের জামা' আর, পরিলে তখন,
একেবারে শীত তাহে, করে পলায়ন,

শিল্প হোতে শীতভয়, হয় নিবারণ,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন। ৬।

'পশম' নির্ম্মিত 'ছবি' দেখায় কেমন,
আহা কি সুন্দর শোভে, উহার 'আসন'!
কত উপকারে আসে, উহার 'থলিয়া',
যাইতে সুবিধা হয়, বিদেশে লইয়া।
পশম হইতে শিল্প, হয় কত শত,
আমাদের উপকার, হয় নানা মত।
যেই জন লাভ করে, এ হেম রতন,
অনায়াসে হয় তার, অর্থ উপার্জ্জন।
শিল্প বিদ্যা লাভ কর, বঙ্গ নারীগণ,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন। ৭॥

পুঁথি হতে কতদ্রব্য হয় হে নির্ম্মাণ
জাল, গেঁজে, পাখা, ছাতা, কিবা সেজদান!
টুপিতে 'পুথির' ফুল, করিলে গাঁথন,
তাহাতে দেখায় আহা! সুন্দর কেমন!
কনক কাগজ চাঁপা গাঁথিয়া উহায়
মেজোপরি রাখিলে কি সুন্দর দেখায়!
এই রূপ 'পুঁথি' হতে, কত দ্রব্য হয়,
হেরিলে উহার শিল্প, নয়ন জুড়ায়।

করিলে এসব কর্ম্ম, থাকে ভাল মন,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন। ৮।
ইংলণ্ডের বামাগণ, করিয়া যতন,
কেমন করিছে আহা! পোসাক সীবন।
দেখিতে সুন্দর কিবা নয়ন-রঞ্জন,
কত উপকার হয় ইহার কারণ!
অর্থব্যয় নাহি হয়, করিতে সেলাই,
যাহা প্রয়োজন হয়, করেন তাহাই।
যদি তাঁরা এ সকল, করেন বিক্রয়,
তা হলে তাঁদের কত, অর্থ লাভ হয়।
শিল্পেতে সুসিদ্ধ করে, বহু প্রয়োজন,
সকলের হয় ইথে মঙ্গল সাধন। ৯।
আহা! কি ইংরাজ জাতি, করিয়া কৌশল,
রচিতেছে নানাবিধ উপকারি কল।
যাইছে ছ দিনে লোক, ছমাসের পথ,
শিল্পের কারণ হেন, হইয়াছে রথ।
বহুদূর হোতে দিলে, তারেতে খবর,
উদ্দেশ্য স্থানেতে যায়, নিমেষ ভিতর!
শিল্প হেতু কত দ্রব্য, হতেছে নির্ম্মাণ,
সুন্দর প্রমাণ তার, আছে বিদ্যমান।

হতেছে বিবিধ দ্রব্য, শিল্পের কারণ,
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন। ১০।
শিল্পের মধ্যেতে গণ্য, হয় হে রন্ধন,
স্ত্রীলোকের শিক্ষা ইহা, অতি প্রয়োজন।
যে মহিলা পারে ভাল, করিতে রন্ধন,
সকলের কাছে হয়, প্রশংসা ভাজন।
স্বহস্তে করিয়া পাক, করালে ভোজন,
কত পরিতৃপ্ত হন আত্মীয় স্বজন।
তাহা হলে নাহি হয়, পীড়ার সঞ্চার,
কুশলে থাকয় অতি শরীর সবার।
শিল্প বিদ্যা ধরণীতে, আছে অগণন,
সকলের হয় ইথে মঙ্গল সাধন। ১১।
কতরূপ শিল্প আছে, অবনী ভিতর,
কত উপকারী হয়, কিবা মনোহর!
কত লোক শিল্প কর্ম্ম, করিছে যতনে,
কত হিত সিদ্ধ হয়, ইহার কারণে।
দেখিয়া এসব যদি আমরা কেবল
না করিব শিল্প কর্ম্ম, পেয়ে বুদ্ধি বল।
মনুষ্য নামেতে তবে, কিবা প্রয়োজন?
পশু সম চিরকাল, করিব হরণ।

অতএব এস এস, প্রিয় ভগ্নীগণ!
সযতনে লাভ করি, শিল্প-বিদ্যা-ধন।
তা হলে না হবো মোরা, পশুর মতন,
ঘৃণার ভাজন এত, ঘৃণার ভাজন।
এত পরাধীনা নাহি, রহিব তখন,
করিতে পারিব তাহে অর্থ উপার্জ্জন।
অতএব এস লাভ, করি শিল্পধন।
সকলের হয় ইথে, মঙ্গল সাধন। ১২।

শ্রীমতী রমাসুন্দরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীতি ও ধর্ম্ম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীতি ও ধর্ম্ম।

আত্মোন্নতি।

এই মানব দেহ ধারণ করিয়া সকলেরই কর্ত্তব্য যে আপন আপন আত্মার উন্নতি-সাধন করা, কারণ আত্মা পবিত্র ও উন্নত না হইলে কখনই প্রকৃত মঙ্গল হয় না। পাপে ঘৃণা, কৃত পাপের নিমিত্ত অনুতাপ, সংসারকে অনিত্য-জ্ঞান, ধর্ম্মে অনুরাগ এবং পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশের নামই আত্মোন্নতি-সাধন। পাপ, যাহা এমন শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যকে পশুবৎ করে, যাহার স্পর্শ মাত্রে মন আত্ম-গ্লানি রূপ মহাবিষে জর্জ্জরিত হয়, যাহার প্রলোভন সকল পারমার্থ পথ বিস্মরণ করায়, সেই পাপ পিশাচকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করা, এবং যদ্যপি অজ্ঞানতা বশতঃ কখন আমরা তাহার প্রলোভনে পতিত হই, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক পুনরায় সে কর্ম্ম না করা আমাদের সকলেরই মহা কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! আমরা এরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে তদ্রূপ যত্ন করি কই? আমরা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকিয়া বিষয়-মোহে মুগ্ধ হইয়া, আপনাদের যথার্থ মঙ্গলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করি না।

আহা! আমরা এই সাংসারিক অনিত্য বস্তু সকলের প্রতিই প্রীতি করি ও তাহাদিগকেই নিত্য জ্ঞান করি। হায়! অনিত্য বস্তুতে প্রীতি স্থাপন করিলে কি কখন চরিতার্থ হইতে পারা যায়? ঐহিক সুখে কি কখন যথার্থ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়? হা! আমরা যে ঐশ্বর্য্যকে জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান করি, যাহা প্রাপ্ত হইলে আপনাকে কতই শুভাদৃষ্ট জ্ঞান করি তাহাও চিরস্থায়ী নয়। আমাদের যে প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, যাহাদের মুখাবলোকনে একেবারে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হই, যাহাদের কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হইলে আমরা কত দূর যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহাদের সহিতও বিচ্ছেদ হইবে। আমাদের যে প্রিয় বন্ধুবর্গ, যাঁহারা আমাদের প্রতি কতই অনুরাগ প্রকাশ করেন, যাঁহারা আমাদের সুখে কি পর্য্যন্ত না সুখী হয়েন, এবং বিপদ উপস্থিত হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আমাদের কতদূর সাহায্য প্রদান করেন, এমন যে হিতৈষী বন্ধুগণ তাঁহারাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। আমাদের যে এই শরীর, যাহা কিছুমাত্র ম্লান হইলে আমরা কত দুঃখিত হই, যাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে আমাদের কত প্রয়াস! হা! সে শরীরও বিনাশ পাইবে। অতএব আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য,

যে সংসারকে অনিত্য জানিয়া, ইহার মোহে মুগ্ধ না হইয়া, কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি ও ঈশ্বরের প্রতিই প্রীতি স্থাপন করি।

আমরা যদ্যপি এমন জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্য হইয়া, এমন স্বাধীন হইয়া, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল পশুবৎ আচরণপূর্ব্বক জীবন ক্ষেপণ করিব, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্য নামের কি ফল হইল? আহা! পুণ্য কর্ম্মে যে কি পবিত্র সুখ, কি বিমলানন্দ, তাহা তিনিই জানেন যাঁহা হইতে একটি মাত্রও সৎকার্য্য সাধিত হইয়াছে। যখন আমরা কোন অনাশ্রয় দীন ব্যক্তির সাধ্যমতে উপকার করি, তখন মনে কি এক আনন্দের উদ্ভব হয়! যখন কোন সাধু-চরিত্র মহাত্মা দুর্জ্জয় স্বার্থপরতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নানা দুঃখ নানা ক্লেশ সহ্য করতঃ কোন সৎকার্য্য সাধন করেন, তখন তাঁহার অন্তরে কি এক আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে! যখন কোন কুলপাবন সৎপুত্র শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহাদের দুঃখ নিবারণ করেন তখন তিনি কি অসীম সুখই ভোগ করেন! আহা! এ সকল আনন্দ কি বর্ণনা দ্বারা শেষ করা যায়, না পাপী ব্যক্তি মনেতেও কল্পনা করিতে পারে?

সেই ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য, যিনি সর্ব্বদা সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরমেশ্বরকেই প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করেন। আহা! যে পরম পিতার কৃপায় আমরা এমন দুর্লভ মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার করুণায় ধর্ম্মরূপ পরম ধন লাভে অধিকারী হইয়াছি, তাঁহার নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁহারই প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা কি আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য নহে? আহা! তিনি আমাদের যে কত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহা কে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে? যাহা আমাদের নিকট নিতান্ত দুঃখজনক বোধ হয়, তাহাও তিনি আমাদের পরম মঙ্গলের কারণ প্রদান করেন। হা! আমরা কি হতভাগ্য! যে এমন পরম বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে রহিয়াছি! এরূপ বিবেচনা করি না যে ঈশ্বরই আমাদের পরম বন্ধু, তিনিই আমাদের নিত্যধন। হে পরম পরাৎপর পরমেশ্বর! আমাদের আত্মার উন্নতি সাধন কর! যাহাতে আমরা ধার্ম্মিক হই ও তোমার প্রেমে প্রেমিক হইয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করি, এইরূপ শুভ বুদ্ধি প্রদান কর।

শ্রী র, সু, ঘো।

বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক।

বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত জ্ঞান হয়। ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে কাহারও বাধা নাই। বিদ্যা সকলেরই হিতকরী বন্ধু। মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া যদি বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হয়, তবে পশুতে আর মনুষ্যতে কিছুই প্রভেদ থাকে না। বিদ্যা ধন লাভ করিতে হইলে আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক করে। উহা অর্থের দ্বারা ক্রয় করা যায় না, উহা বাল্যকালের কোমল অন্তঃকরণে শীঘ্র প্রবেশ করে। বিদ্যা মনুষ্যের মনে একবার প্রবিষ্ট হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অজ্ঞানতাকে নষ্ট করে। যেমন পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া জগতের অন্ধকার হরণ করে, সেইরূপ বিদ্যার নির্ম্মল কিরণে মনুষ্যের অন্তঃকরণকে আলোকিত করে। বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ অতি আশ্চর্য্য। সেই যোগ রক্ষা করা বিদ্বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যা থাকিলেও তাহা বিষময় ফলোৎপাদন করে। অতএব বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে

ধর্ম্ম শিক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিদ্যাহীন ব্যক্তি অপেক্ষা ধর্ম্মহীন ব্যক্তি সহস্র গুণে নিকৃষ্ট। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহকালে সুখী হইতে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে সুখভোগের অধিকারী হন। পূর্ব্বকালে এই ভূমণ্ডলে কত শত ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাঁহাদিগের যশঃকীর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। দেখ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তির শোভাই ধর্ম্ম। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথে থাকা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীমতী গোলাপমোহিনী দাসী।

বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম্ম করিতে নাই ?

হে বঙ্গীয় ভগিনীগণ! তোমরা কি বিদ্যারূপ শশধরের জ্যোতিতে এতই উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছ যে ভ্রমান্ধকার স্বরূপ গৃহ কর্ম্মে আর তোমাদের নয়নপাত করিতে ইচ্ছা হয় না। দুই এক পাত ইংরাজি উলটান নব্য সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া তোমরা কি এত স্বাধীন ভাব ধারণ করিয়াছ যে

বহুমূল্য কাঞ্চন অপেক্ষা উজ্জ্বল ও শোভমান যে লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয় ও নম্রতা এ সকল এককালে সমূলে উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে? তোমরা কহিয়া থাক যে মনুষ্য ত সকলেই সমান, তবে কেন আমারই কেবল নিরর্থক গৃহকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ করিব? হা প্রিয়তমগণ! তোমরা যদি বাস্তবিক বিদ্যাবতী হইয়া থাক তবে মেম্ সাহেবদের ন্যায় ব্যবহারকে হৃদয় কন্দরে স্থান দিও না, সেটী বঙ্গীয় গৃহস্থ কামিনীর পক্ষে শোভা পায় না। দেখ বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকে যেরূপ সুবিবেচনা ও সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন তাহা অশিক্ষিতা মূর্খা স্ত্রীর মনের অগোচর। আর দেখ যদি আমাদের পরম পিতা গৃহস্থাশ্রমে আমাদিগকে আবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে এই সংসার কি অসুখের স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহা হইলে এই পৃথিবীতে পাপের স্রোত কত বৃদ্ধি পাইত! আলস্যবশতঃ কাম, ক্রোধ, মদমাৎসর্য্যের কি প্রাদুর্ভাব হইত! কেহ কাহারও স্নেহ বাৎসল্যের অধীন হইত না। সকলেই স্বাধীনভাব ধারণ করিতে গিয়া স্বেচ্ছাচারী হইত। আমরা এই সংসার ব্রতে ব্রতী হইয়া যে কত প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা একবার বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা

করিয়া দেখ। রীতিমত গৃহকর্ম্ম করাতে এবং সুশি ক্ষিত পরিবারে বেষ্টিত থাকাতে মন কত প্রফুল্লিত ও কত উৎসাহিত হয়! বুদ্ধি কেমন কার্য্যতৎপর ও হৃদয় কেমন দয়ায় আর্দ্র হয়! ধৈর্য্য গুণ কত বৃদ্ধি হয়! সতত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে মন কখন কুপথে ধাবিত হয় না। দুরন্ত শোকে মনকে জড়ীভূত করিতে পারে না। বুদ্ধির জড়তা ও চঞ্চলতা অপনীত হয় এবং দৈহিক সুখ সম্বন্ধেও অনেক উপকার সাধন হয়। দেখ, যাঁহারা নিরর্থক আহার নিদ্রা ও গল্পেতে কালক্ষেপণ করেন, রক্তের পরিচালন না হওয়াতে তাঁহাদের শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য ও জড়প্রায় হয় এবং তাঁহারা আলস্যে এত পরাধীনা হইয়া পড়েন যে আবশ্যক স্নান ভোজনাদিতেও তাঁহাদের বিরক্তি বোধ হয় এবং নানারূপ চিন্তায় তাঁহাদের অন্তর সতত দগ্ধ হইয়া যায়। আহা! নিষ্কর্ম্মাদের দিন কি দীর্ঘ বোধ হয়! স্নেহ দয়া যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না। আমরা যখন গৃহকর্ম্মে পরিশ্রান্ত হই তখন সময় কি অমূল্য রত্ন বোধ হয়! নিয়মিত পরিশ্রম করিলে গ্লানি দূর হওয়াতে শরীর কেমন সবল হয়। পরিশ্রম করিলে আহারীয় দ্রব্য কেমন সুমধুর লাগে। যখন সকল পরিবার

একত্র গৃহকর্ম্ম করি তখন মন কেমন উন্নত ভাব ধারণ করে !!

অনেকে রন্ধনকার্য্যকে সাতিশয় কষ্টকর কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কষ্টসাধ্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা বিশেষ শিল্প কার্য্যের শিক্ষা পাই এবং পরিশ্রম পূর্ব্বক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্রগণকে ভোজন করাইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করি। ভগিনীগণ! তোমরা এই আপত্তি করিতে পার যে গৃহকর্ম্ম বই কি আর মন স্থির করিবার অন্য কর্ম্ম নাই? লেখা পড়া ও শিল্পকর্ম্ম করিলে কি মন স্থির হয় না? প্রিয়ভগিনীগণ! তদুত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি নিরন্তর তোমাদিগকে গৃহকর্ম্ম করিতে বলি না। তোমরা বাল্যকালে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্প নৈপুণ্য লাভ করিয়া যৌবনে গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী হইয়া সুগৃহিণী পদে বাচ্যা হও এই আমার অভিপ্রায়। তোমরা মাতা পিতা ভাই ভগিনী স্বামী পুত্র লইয়া নিষ্কণ্টকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব কর এবং সকল ভগিনীতে একবাক্য হইয়া ভারত রাজ্যের যথাসাধ্য উপকার সাধন কর এই আমার প্রার্থনা। আহা! কি দুঃখের বিষয়,

কোন কামিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অহঙ্কারে জগৎস্থ সকল লোককে তৃণ তুল্য বোধ করিতেছেন, কেহ বা সামান্য বস্ত্রের জন্য ও লাক্ষা নির্ম্মিত সামান্য খাড়ুর জন্য লালায়িত হইতেছেন। এক রমণী চতুর্দ্দিকে অট্টালিকাময় পুরীতে বাস করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন, আর একজন সামান্য কুটীরও তৃণাচ্ছাদিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কেহ বা অমৃত তুল্য খাদ্যেও তৃপ্তি লাভ করিতেছে না, কেহ বা সামান্য শাকান্ন পাইলে কৃতার্থ হন। ধনাঢ্য দুহিতৃগণ! তোমার ধনমদে মত্ত না হইয়া যদি দুঃখিনী প্রতিবেশিনীগণের দুরবস্থামোচনে যত্নবতী হও তাহা হইলে সংসার কি সুখের স্থান হইয়া উঠে। হে মধ্যবিধ গৃহস্থ কামিনীগণ! তোমরা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করিয়া দাস দাসী রাখিতে যে অর্থব্যয় হয় তাহা দ্বারা যদি দরিদ্র কামিনীগণের দুঃখ দূর কর তাহাহইলে জগতের কত মঙ্গল হয়। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি কত কত নব্য সম্প্রদায়িনী বালা গৃহকর্ম্মে এত অনাদর প্রকাশ করেন যে তাহা মনে হইলে শোণিত শুষ্ক হয়। তাঁহারা দুই একখানি পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়া সংসার ধর্ম্মে ও গুরুজনে অশ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের কথা অবহেলন করেন। কেহ কেহ দায়ে

ঠেকামত অগত্যা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করেন বটে, কিন্তু কোন ধনাঢ্য স্ত্রীকে দেখিলে আপনাকে ঘৃণিতা দাসী অপেক্ষাও নীচ মনে করিয়া কত আক্ষেপ করেন এবং গৃহকর্ম্মকে অকর্ম্মণ্য বোধে জীবনকেও ভার ও বিড়ম্বনা বোধ করেন। ইহা কি দুঃখের বিষয়! কোন কোন মহিলা ফুলবাবুটির মত বেশ ধারণ করিয়া বিজাতীয় হাস্য আমোদ করেন অথবা ক্ষণে ক্ষণে এক একখানি পুস্তক হস্তে অট্টালিকার গবাক্ষ দ্বারে কখন দণ্ডায়মান, কখন উপবেশন করিয়া আপনাকে ধন্যা ও প্রধানা জ্ঞান করেন। জানি না তাঁহারা লজ্জারূপ অলঙ্কার কাহাকে দান করিয়াছেন। এরূপ আচার ব্যবহার দেখিলে আমরাই লজ্জিত হই, প্রাচীন সম্প্রদায় ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেই পারেন। হা ভগিনীগণ! রাশি রাশি পুস্তক পড়িলেই কি বিদ্যাশিক্ষা হইল? পুস্তক পড়ার সুফল কি এইরূপে ফলিবে? তোমরা যদি বিদ্যা শিক্ষার ফল উত্তমরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থা হও তাহা হইলে সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি গুণবতী কামিনীগণের ন্যায় সতীর দৃষ্টান্ত স্থল এবং ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা গুণের আধার স্বরূপ হও। প্রিয়তমাগণ! মনে করিওনা যে আমি তোমাদিগকে একবারে সকল

সুখে জলাঞ্জলি দিতে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যাবতী, লজ্জাবতী, ও বিবিধ গুণে গুণবতী হইয়া সুগৃহিণী পদে বাচ্যা হও এবং আপন আপন সন্তান সন্ততিগণের সুশিক্ষাবিধান ও প্রতি-বেশিনীগণের অভাব দূরীকরণে একান্ত যত্নবতী হও এই আমার ইচ্ছা। শুদ্ধ লেখা পড়া করিলেই যে গুণবতী হয় এরূপ নহে, যে নারী বিনয় নম্রতা ও সুশীলতাগুণে ভূষিত হইয়া সচ্ছন্দে পতি পুত্রাদিসহ সংসার ধর্ম্ম করেন, তিনিই প্রকৃত গুণবতী।

শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী।

প্রিয়বাক্য কি মধুর !

হে প্রিয় ভগিনীগণ! জগদীশ্বর এই জগতে যে সকল জীবজন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, সকল অপেক্ষা মনুষ্য জাতিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কারণ তাহাদের তুল্য জ্ঞান, বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তি কাহাকেও প্রদান করেন নাই। মনুষ্যেরা আপন আপন জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বিদ্যাভ্যাস, অর্থোপার্জ্জন, গৃহ নির্ম্মাণ ও কত প্রকার শিল্প কর্ম্ম করিয়া জগতের শোভা বিস্তার করত আপনাদিগের জীবন সুখে অতিবাহিত করিতেছেন। অতএব আমাদের

সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে সেই বিশুদ্ধ মঙ্গলাকরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম করিয়া আপনাদের স্বজাতির প্রতি সর্ব্বদা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করি। এই ভারতে প্রিয়বাক্য অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী, রূপবতী ও ধনবতী হইলেও অপ্রিয় বাক্য কহিলে কেহই তাঁহার অনুগত হইতে চাহেন না। ফলতঃ কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয় জাতিরই প্রিয়বাক্য কহা উচিত; কারণ মনুষ্য হিংসা ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি সকলকে প্রিয় বাক্য কহিলে তাঁহার আপন পর প্রভেদ থাকে না; সকলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হইয়া প্রাণপণে বিপদুদ্ধার করিতে চেষ্টা পায়, এবং তাঁহার এতদূর বশীভূত হয় যে তিনি স্বয়ং কি তাঁহার সন্তান সন্ততি রুগ্নাবস্থায় পতিত হইলে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে তিলমাত্র ত্রুটি করে না। ফলতঃ প্রিয় বাক্য কহিলে এ জগতে কাহারো অপ্রিয় হইয়া থাকিতে হয় না। আহা! লোকে ধন দ্বারা দাস দাসী ক্রয় করিতে চাহেন, কিন্তু প্রিয় বাক্য দ্বারা স্বাধীনকে বশীভূত করিতে চাহেন না। যিনি সর্ব্বদা কটু বাক্য কহেন, তিনি অগ্রে অনুভব করিতে পারেন না যে কি কঠিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ঐ কটু

বাক্যের জন্য তাঁহাকে সকলের অপ্রিয় হইয়া পরিণামে সমুচিত ফল ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। ফলে প্রিয় বাক্যে যেরূপ কার্য্য পাওয়া যায়, এরূপ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। এমত যে মধুর প্রিয় বাক্য তাহাকে কেহ অপ্রিয় করিতে চেষ্টা করিও না। প্রিয় বাক্য শুনিয়া মন প্রফুল্ল হইতে থাকে এবং প্রিয়বাদীর কার্য্য সাধনে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে সম্যক্ প্রকারে যত্নবতী হইতে ইচ্ছা যায়। যে ব্যক্তি কটুভাষী হয় তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে কাহারো ইচ্ছা হয় না। ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন বিভাবরীতে মন্দ মন্দ বারি বর্ষণ ও বজ্রপতন হইতেছে, এমন সময়ে বহুবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ কোন নিবিড় মহারণ্যে এক বালককে একাকী রাখিয়া আসিলে তৎকালে তাহার মন যেরূপ কাতর ও যে প্রকার দুঃখিত হয়, হীন-পথাশ্রিত সুবুদ্ধি ব্যক্তি অধৈর্য্য ক্রমে একবার উচ্চ পদের সৌরভাভিলাষী হইয়া অসিদ্ধি দ্বারা অবমানিত হইলে তাঁহারও অন্তঃকরণ যেরূপ দুঃখিত হইয়া থাকে, অপ্রিয় বাদীর সম্মুখবর্ত্তী হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ ও যন্ত্রণা বোধ হয়। ফলতঃ কটুভাষী ও কালভুজঙ্গেতে কিছুই ভিন্নতা নাই। এই উভয়কেই সমতুল্য জ্ঞান করিও। যে হেতু এই উভয় বস্তুর

দংশনেই দেহ বিষাকীর্ণ ও প্রাণ অবসন্ন হইতে থাকে, সুতরাং এই উভয়ের নিকটস্থ হইতে কেহই সাহস প্রকাশ করিতে চাহেন না। অতএব ভগিনীগণ! সকলেই প্রিয় বাক্য কহিতে যত্নবতী হও।

প্রিয় বাক্য কহে যেই তার কোথা পর।
প্রিয় হয়ে পর তার থাকে নিরন্তর ॥
প্রিয় কথা কহিবে গো সদা সর্ব্বক্ষণ।
প্রিয়বাক্যে প্রিয় হন জগতের জন ॥
ধনী মানী জ্ঞানী যদি কটু কথা কয়।
অনুগত হয়ে তার কেহ নাহি রয় ॥
দিবানিশি দগ্ধ হয় আপনার মন।
সকলের হন তিনি অপ্রীতি ভাজন ॥
আপনার মন হয় মার্জ্জিত দর্পণ।
যেমন দেখাবে ভাই দেখিবে তেমন ॥
যদি কারো প্রিয় হতে ইচ্ছা থাকে মনে।
যত্ন করে প্রিয় বাক্য রাখিবে বদনে ॥
দাস দাসী ভাই বন্ধু যত পরিজন।
সকলে কহিবে ভাই অমৃত বচন ॥
কহিলে এপ্রিয় কথা ভাল থাকে মন।
প্রিয় বাক্যে হয় সদা মঙ্গল সাধন ॥

প্রিয় বাক্য হতে প্রিয় কিবা আছে আর।
প্রিয় বাক্য হয় দেখ সংসারের সার ॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি।

পরাধীনতা কি কষ্ট !!

যে মনুষ্য পরাধীন তাহার দুঃখ যন্ত্রণা ও ক্লেশ বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তির অশ্রুপাত না হইতে থাকে? কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তি পরাধীনের যন্ত্রণা অনুভব করিতে সক্ষম নহেন, যেহেতু পরের অধীনে অবস্থিতি করিতে হইলে যে সকল কষ্ট পাইতে হয়, তাহা তিনি কিঞ্চিম্মাত্রও জানিতে পারেন না। ফলতঃ পরাধীন হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু শত শত গুণে শ্রেয়স্কর বলিতে হইবে। অধুনা যেরূপ কালের গতিক হইয়াছে পরাধীন ব্যক্তি কোন প্রকারেই আপন মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন না। কারণ আধুনিক সম্পন্ন জনগণ প্রায়ই তোষামোদজনক বাক্যের বশীভূত, সুতরাং উল্লিখিত পরাধীনগণকে কেবল পরের মনস্তুষ্টি করিবার কারণ ভূরি ভূরি যত্ন পাইতে এবং মিথ্যা প্রশংসাকেই এক প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াই মানিতে হয়। ফলে তাহাদের দুঃখের শেষ নাই। যেমত পশুকে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া যথা তথা লইয়া যায় ও

কদাকার দ্রব্য ভোজন করিতে দেয়, কিন্তু তাহাতে কোন মতে বিরক্তি প্রকাশ করিলে অমনি তৎক্ষণাৎ সমুচিত দণ্ড প্রদান করা হয়; পরাধীনদিগকেও তদ্রূপ পশুর তুল্য অবস্থায় কাল যাপন করিতে হয়। তাহারা আপনার উন্নতি, কি ঈশ্বর চিন্তা, কি উত্তম অধম বিবেচনা কিছুই করিতে পারে না, কেবল কারাবাসীর ন্যায় চিরকাল যন্ত্রণাই ভোগ করিতে থাকে। আহা! তাহাদের মূর্খতাই কেবল এই সকল ক্লেশের কারণ হইতেছে। যদি দিবা নিশি পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়াই কার্য্য করিতে হইল তবে মনুষ্য জন্মের ফল কি? অনন্তর পরের কার্য্যে তিলমাত্র ত্রুটি করিলে স্বীয় মান বা প্রাণের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। আহা! কেবল দেশাচারের জন্যই এই পরাধীনতা-কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এই দেশাচার পরিবর্ত্তন না হইলে লোকে কিরূপে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে?

পরাধীন যেই জন তার কোথা মান।
দিন দিন হয় তার কত অপমান॥
পরাধীন মনুষ্যের কিছু নাহি সুখ।
শয়নে ভোজনে তার সদাই অসুখ॥

আপনার মন নহে আপনার বশ।
কত কষ্টে রহে লোক হয়ে পরবশ॥
তোষামোদ করে থাকা সহজত নয়।
দিবা নিশি নয়নেতে বারি ধারা বয়॥
পরের অধীনে রাখি আপন জীবন।
তথাপি না কোন কালে পায় তার মন॥
পরের রাখিতে মন চক্ষে বহে জল।
সুখসূর্য্য একেবারে যায় অস্তাচল॥
মন প্রাণ সচঞ্চল কখন কি হয়।
পদ্মপত্রবারি যথা স্থির নাহি রয়॥
পরাধীন নর নারী কারাবাসী মত।
সতত মলিন মুখ দুঃখ কব কত॥
প্রভুর বদন হেরে উড়ে যায় প্রাণ।
কি জানি কখন হয় দণ্ডের বিধান॥
কথায় কথায় বলে দূর হতে হবে।
আমার গৃহেতে আর কত কাল রবে॥
পরাধীন লোকে নাহি নিজ কার্য্য পায়।
পরেতে গঞ্জনা করে ছুতায় লতায়॥
পরের যোগাতে মন ওষ্ঠাগত প্রাণ।
ওহে নাথ! পরাধীনে কর পরিত্রাণ॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী

হিংসা কি দুর্জ্জয় রিপু।

শরীরের মধ্যে হিংসা যে মহৎ রিপু তাহা সকলেই সম্যক্ প্রকারে অবগত আছেন; কারণ হিংসার প্রভাবে সকল রিপুই আসিয়া জ্ঞান শশধরকে একবারে বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হয়। হিংসা একবার যাহার দেহ আশ্রয় করে, তাহার বল বুদ্ধি ও হিতাহিত বিবেচনা দূর করিয়া আপনার পরাক্রম প্রকাশ করিতে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। কি আশ্চর্য্য! তথাচ মূঢ়েরা সেই হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরানন্দ সম্ভোগে সম্যক্ প্রকারে সচেষ্টিত হয় না ও সৎপথাশ্রয় ও সাধু সঙ্গের অভিলাষ করে না! ফলতঃ হিংসাতে কিছু মাত্র সদসৎ বিবেচনা থাকে না। হিংসা মনুষ্যকে কেবল নীচ পথগামী করিতেই চেষ্টা পায়। অতএব এমত দুর্জ্জয় রিপুকে সমূলে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু সামান্য অস্ত্রের দ্বারা ইহাকে ছিন্ন করিবার সম্ভাবনা নাই; বিদ্যারূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র চালনা না করিলে দুর্ব্বৃত্ত হিংসা রিপুকে একেবারে হত করা যাইতে পারে না। দেখ, হিংস্র ব্যক্তি কখন সুখী হওয়া দূরে থাকুক কেবল দিবানিশি অন্তঃকরণকে পাপে পরিপূর্ণ করিতে

থাকে। অতএব সকল ব্যক্তিই এই দুরাত্মা হিংসাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করুন।

হিংস্রক মনুষ্য কভু নাহি পায় সুখ।
সাধুর করিতে নিন্দা চুলকায় মুখ॥
ভদ্র কুচ্ছ করে সদা স্বচ্ছ নহে মন।
ইচ্ছা মত তুচ্ছ কর্ম্মে যত্ন অনুক্ষণ॥
মিষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয় রুষ্টে শিষ্ট রয়।
শিষ্ট প্রতি অত্যাচার দুষ্ট প্রতি ভয়॥
বিজ্ঞকে অবজ্ঞা করে অজ্ঞে বিজ্ঞ জানে!
অযোগ্য জনেরে সদা যোগ্য বলে মানে॥
পর গুপ্ত-দোষ ব্যক্ত করিবারে ফেরে।
দোষ না থাকয়ে যদি রবে ঘোরে ফেরে॥
দানী মানী হইলেও না পায় নিস্তার।
হায়রে হিংস্রক তোর গুণ চমৎকার॥
পর সুখে দুঃখ পায় পর দুঃখে সুখ।
পণ্ডিতে প্রশংসা দিতে হয় পরাঙ্মুখ॥
আপনি আপন শ্লাঘা পুনঃ পুনঃ করে।
সেই ধনী জ্ঞানী মানী ধরণী ভিতরে॥
সকলের হতে বড় মানে আপনারে।
অন্যের অসাধ্য কর্ম্ম সে করিতে পারে।

কথায় কথায় বলে "তারা কিবা জানে।
কি গুণে তাদের লোক এমত বাখানে"॥
সুখ্যাতি শুনিলে মনে উঠে হিংসানল।
দহে মন দিবা নিশি না হয় শীতল॥
ওহে বিশ্বনাথ ওহে বিশ্বের আধার।
অসংখ্য প্রণতি নাথ চরণে তোমার॥
পুনঃ পুনঃ কহি প্রভু এই দুঃখ হর।
হিংস্রক হইতে ধরাতল মুক্ত কর॥

শ্রীমতী লক্ষ্মী মণি দেবী।

যৌবন কাল।

যৌবন কাল মনুষ্যের কি বিষম কাল! এই কালে সুখাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়াভিলাষ কি প্রবল হয়! নরনরী-গণ যখন যৌবন দশা প্রাপ্ত হন তখন একবারে দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হন, তাঁহাদের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। যৌবনের প্রারম্ভে লজ্জা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল কিছুই থাকে না। সেই ভীষণ সময়ে ইন্দ্রিয় সকল প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় মনুষ্য মনের ধর্ম্মরূপ আশ্রয় তরুকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলে। যাহার মনে যৌবনের গর্ব্ব আছে, বিনয় নম্রতা কি পদার্থ তাহা অনুভব করা তাহার পক্ষে

অতি কষ্টকর বোধ হয়। এমন কি, কোন বিনয়ী নম্র স্বভাবের লোক যদি নয়নগোচর হয়, তাহাকে এমনি হীন ও তুচ্ছ বোধ করেন যে সে ব্যক্তি কখন তাহার নিকট মনুষ্য বলিয়াই গণ্য হয় না। আহা! কি হেয় তাহাদের মন, যাহারা ইন্দ্রিয়সেবায় আসক্ত হইয়া সামান্য ভোগাভিলাষেই আত্মার চরিতার্থতা এবং পরমার্থসাধন বোধ করে। সেই পাপিষ্ঠদের পাপাচরণ সকল মনে হইলে বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যায়, পাষাণও দ্বিখণ্ড হয়। অধিক কি, পৃথিবী তাহাদের সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয়। ইন্দ্রিয় পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা কোন অসৎ ক্রিয়াই অকৃত থাকে না। যৌবন মদোন্মত্ত ব্যক্তিরা যে কত শত অসদাচরণ করিয়া বাহ্য সুখ ভোগ করিবার চেষ্টা করে, তাহার সংখ্যা নাই, এবং ভ্রূণ হত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত হইতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এইকালে লোক এত মোহাচ্ছন্ন হয় যে মাতা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে সামান্য তৃণের ন্যায় ভাবিয়া কতই ঘৃণা প্রকাশ ও অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার হৃদয় তখন এত কঠিন হইয়া যায় যে দীনের করুণা বাক্য শ্রবণে মনে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় না। পরের ক্লেশের প্রতি তাহার দৃক্‌পাতও হয় না এবং অন্ধ

আতুরের এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষায় লালায়িত বাক্য শ্রবণ করিতে তাহার শ্রবণযুগল অবসর পায় না। কত যুবতী যৌবন মদে অন্ধ হইয়া পরম গুরু পতিকে অশ্রদ্ধা করেন এবং স্বার্থপর অভিমানিনী হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। কতজন কুপথে পদার্পণ করিয়া চিরদুঃখভাগিনী হন। আহা! তাহারা কি দুর্ভাগ্য, কি অবোধ! যদি মনুষ্যগণ সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সেবায় এবং ভোগ সুখে রত থাকিবেন তাহা হইলে পরম দয়ালু ঈশ্বর যে সমস্ত দয়া ধর্ম্মের নিয়ম সৃষ্টি করিলেন, তাহা কাহা দ্বারা সম্পাদন হইবে? হা ভগবন্! সর্ব্বান্তর্যামিন্! তুমি মনুষ্য মনের এমন কুৎসিতাচার সকল কতদিনে উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মবীজ সকল বপন করিবে? হে নরনারীগণ! এই দুর্দ্দমনীয় সময়ে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে পরাজয় করিয়া অন্তরে জ্ঞানরূপ রত্ন সংগ্রহে প্রাণপণে যত্ন কর, চিরজীবন সুখে থাকিবে। যিনি এই যৌবন কালে বিষম পাপ প্রবৃত্তি সকলকে ধৈর্য্যরূপ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিতে পারেন, তিনিই পৃথ্বী মধ্যে বীর নামে খ্যাতি লাভের যোগ্য; তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান; তিনি মানব কুলের যথার্থ কুলপ্রদীপ; তাঁহারি আত্মা পবিত্র সুখভোগে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে; এবং তাঁহারি মাতৃজঠরে

জন্মগ্রহণ সার্থক। তিনি সর্ব্ব সুখভোগী ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যাধিকারী; সেই মহাত্মাই পরম যোগী। হে মানবগণ! যৌবনের প্রারম্ভে তোমরা যদি ধৈর্য্য-রূপ সুবাতাসে ধর্ম্ম পালি তুলিতে পার, তবে কুপ্রবৃত্তির ভীষণ তরঙ্গ কখন তোমাদের মনতরণীকে পাপ সমুদ্রে মগ্ন করিতে পারিবে না।

শ্রীকুন্দমালা দেবী।

আশাবৃত্তি।

মানব মণ্ডলী আশাবৃত্তির অনুগামী হইয়া প্রায় যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আশাবৃত্তি না থাকিলে তাহারা কখন সুখানুভব করিতে সক্ষম হইত না। কি ধনী কি দরিদ্র, কি খঞ্জ, কি অন্ধ সকলেই আশাবলম্বী হইয়া স্ব স্ব অভিলাষানুযায়ী সুখানুভব করিয়া থাকে। বিবেচনা করিতে হইলে আশাবলম্বনেই মনুষ্যগণ জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যদি আমরা সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অকস্মাৎ অভাবনীয় কোন বিপদ সাগরে পতিত হই, এবং তদুদ্ধারে উপায়ান্তরহীন হইয়া নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকি, তবে সেই বিপদ জন্য হয় ত আমাদিগের প্রাণ বিনাশই হউক কিম্বা অন্য কোন বিশেষ

অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা ; এমত স্থলে আশাতরণীই উদ্ধার করণীরূপে নীত হইতে পারে। আশাতরঙ্গিণী অনিবার্য্যা ও অবিরতা। যদি আমরা কোন মহদ্বিষয় সম্পাদন-জনিত ফল লাভের আশা করি, এবং যদি সেই বিষয় সম্পাদিত হয় ও তজ্জন্য ফল লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাতেই আশাতরঙ্গিণী পরিতৃপ্ত না হইয়া অন্য কোন মহত্তর বিষয়ে প্রধাবিত হয়, এই হেতু আশাতরঙ্গিণীকে অবিরতা কহা যায়, এবং ইহা যে এক বিষয়ে পরিতৃপ্ত না হইয়া অবশ্যই অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হয়, তজ্জন্য ইহা অনিবার্য্যা রূপে খ্যাত হইয়াছে। ইহাকেই উচ্চাভিলাষ সংযোগে আশা-বৃত্তির প্রাবল্য কহে। আশা লতা দুরপনেয়া। মনুষ্যমণ্ডলীর হৃদয় ক্ষেত্রে আশাঙ্কুর বহির্গত হইয়া একবার ঊর্দ্ধগামী হইলে তাহা অপনয়ন করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। নিদাঘ সময়ে যে প্রভাকরের তাপ আমাদিগের শরীরের পক্ষে অসহ্য, কালক্রমে যদি সেইরূপ সহস্র সহস্র ভাস্কর একবারে আকাশ মণ্ডলে উদিত হয় এবং দাবানল-দহ্যমান অটবীর ন্যায় যদি এই সংসার বিদগ্ধ হইতে থাকে, যদি সমুদায় প্রাণী আমাদিগের সম্মুখেই কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকে, তথাপি সেই সময়ে সকলেরই এই রূপ মনে হয় যে

সকলেই বিলয় প্রাপ্ত হইবেক কেবল আমিই জীবিত থাকিব, ইহাকেই জিজীবিষা সহযোগে আশাবৃত্তির প্রাবল্য কহে। এইরূপ আরও বিবিধ বৃত্তি সংযোগে আশাবৃত্তির প্রাবল্য হইয়া থাকে। আশাবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যগণ অসদাচরণ হইতে ক্ষান্ত থাকে ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে নীত হয়। আশাবৃত্তি ইয়ত্তারহিত। এমন কি আশাবৃত্তির বিষয় লিখিতে লিখিতে আমারও আশাবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না।

শ্রীমতী শৈলজাকুমারী দেব্যা।

প্রকৃত সতী নারীর জীবন কিরূপ?

যিনি সতী তাঁহার জীবন নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় পবিত্র। সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি গুলি ত্যাগ করিয়া আপন প্রবৃত্তি সকলকে যিনি বশবর্ত্তী করিয়াছেন তিনিই সতী। সকল লোকের সহিত সদ্ব্যবহার, শ্রদ্ধা, স্নেহ, মমতা সতীর হৃদয়ভূষণ। যদি প্রত্যেক স্ত্রী আপনাকে সতী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন তাহা হইলে সংসারে আনন্দের পরিসীমা থাকে না। যে স্ত্রী সতী তিনি পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী, সন্তানগণের প্রতি স্নেহান্বিতা হন এবং দাস দাসীগণের

প্রতি কৃপা করেন। সতী পরদুঃখ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হন, পরের ক্লেশ দেখিলে দুঃখ নিবারণ করিতে তাঁহার হৃদয় ব্যকুলিত হয়। যিনি গৃহকার্য্যে সুদক্ষা, পরিমিত ব্যয়শীলা, ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী, সখীর ন্যায় তাঁহার হিত কর্ম্ম সাধন করেন, তিনি প্রকৃত সতী। সতী স্ত্রী জ্ঞানদ্বারা আপনার বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেন, সুশীলতা দ্বারা প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করেন এবং সর্ব্বদা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। ধর্ম্ম যাঁহার অঙ্গের আভরণ, তিনিই সতী। যিনি আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুঃস্থ পরিবার ও দীন হীন মানবের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন, যিনি সম্পদের সময়ে উন্মত্ত এবং বিপদের সময় অবসন্ন না হইয়া স্থিরচিত্তে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, যিনি অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সৎপথের অনুসরণ করেন, তিনি যথার্থ সতী।

কৃষ্ণকামিনী দেবী।

স্ত্রী পুরুষের কিরূপ সম্বন্ধ।

স্ত্রী পুরুষের অতি পবিত্র সম্বন্ধ, এরূপ সম্বন্ধ আর কাহার সহিত নাই। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী-

দিগের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ এবং স্ত্রী পুরুষের আর এক প্রকার সম্বন্ধ। সকলের অপেক্ষা স্বামী গুরু, স্বামীর সহিত দাম্পত্য প্রণয় না হইলে, কখন সে স্ত্রী বা পুরুষ সদ্ভাবে কালযাপন করিতে পারেন না।

ঈশ্বর স্ত্রী এবং পুরুষকে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের স্ত্রী পুরুষের সদ্ভাব ও প্রণয় না থাকিবার প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ। স্ত্রী যদি অধর্ম্মপথে যান, স্বামী তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ধর্ম্মপথে লইয়া আসিবেন এবং স্বামী অধর্ম্মপথে গেলে স্ত্রী তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ঈশ্বরের পথে লইয়া আসিবেন। স্বামী স্ত্রীকে যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, স্ত্রী তাহার মত কার্য্য করিবেন, এবং স্ত্রী স্বামীকে তদ্বিষয়ক যে উপদেশ দিবেন তাহার মত তিনি কার্য্য করিবেন। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যদি দাম্পত্য ভাবে কালযাপন না হইয়া কেবল বিবাদ কলহ হয়, তবে সে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় কোথায় ? স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত বিবাদ করেন, তাহা হইলে স্বামীর মন আকর্ষণ করিতে পারিবেন না, এবং স্বামী স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিলে তিনি স্ত্রীর মন আকর্ষণ করিতে পারিবেন না। যে পরিমাণে স্ত্রী পুরুষের সদ্ভাব হইবে, সেই

পরিমাণে দাম্পত্য প্রণয় হইবে। স্ত্রী পুরুষের পর-স্পরের সহিত প্রণয় না হইলে সে স্ত্রী বা পুরুষ কত কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ কলহ ও অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। স্বামীকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য এবং স্বামীর স্ত্রীকে সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। যে স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করেন না, সে স্ত্রী অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? কত কত পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদা সদ্ভাবে কালযাপন করিবেন, যেন এক মুহূর্ত্ত তাঁহাদের মধ্যে অসদ্ভাব দৃষ্ট না হয়।

স্ত্রী পুরুষকে ঈশ্বর পৃথিবীর মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। যে স্ত্রী পুরুষ যথার্থ দাম্পত্য প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা কখন ঈশ্বরদত্ত সম্বন্ধের অন্যথা করেন না।

শ্রীযোগমায়া গোস্বামী।

নিষ্কাম ধর্ম্ম-সাধন।

হে ভগিনীগণ! আমাদিগের উচিত ফল কামনা রহিত হইয়া কার্য্য করা, যেহেতু আমাদিগের মন অতি

দুর্ব্বল—সহজেই ক্ষুণ্ণ ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তজ্জন্য আমরা যেন সাবধানতা সহকারে ঈশ্বরেতে লক্ষ্য রাখিয়া সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করি।

ভগিনীগণ! যদি কখন কোন প্রকার সৎকর্ম্ম আমাদিগের জীবন হইতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যেন সেই উপলক্ষে কতক্ষণে সাধারণ সমক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব এই লালসায় কর্ণকে খাড়া করিয়া না রাখি; এবং আমি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সদৃশ কেহ নয় মনে করিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করি; কিম্বা কাহারও প্রমুখাৎ আত্ম প্রশংসা শ্রবণে উৎফুল্ল হইয়া আরও প্রতিষ্ঠা ভাজন হইব এই কামনায় তৎসন্নিধানে স্বীয় গুণের পোষকতা না করি; অথবা কেবল মনুষ্যের নিকট পুরস্কারের লোভে শুভ কর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী না হই। আমরা সংসারে যে কার্য্য করি তাহা যেন লোকের হিতার্থে ও ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে মনে করিয়া তৎসাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিষ্ঠাভাজন হই আর না হই, ঈশ্বরের নিকট একটি পাপাচরণ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। এই সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য করাই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি কর্ম্মশীল ঈশ্বর, তিনি প্রতিনিয়ত আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কর্ম্ম

করিতেছেন ও করাইতেছেন। অতএব হে ভগিনীগণ! যদ্যপি তোমরা উন্নত পদবীতে পদার্পণ করিতে চাহ, তবে ফলকামনাশূন্য হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুবর্ত্তিনী হও, তিনিই আমাদের জীবনের একমাত্র উপায় ও তাঁহাতেই আমাদের সমুদায় সুখ দুঃখ বদ্ধ রহিয়াছে এবং আমরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কার্য্য করি তাহাই সুসম্পন্ন হয়। হায়! তবে কেন আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দাম্ভিকা হই ও ঈশ্বরকে একেবারে ভুলিয়া যাই?

আমাদের শত শত সাধু ব্যবহার ও শত শত সাধু কার্য্য করিতেই হইবে ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন করিতেই হইবে, এবং অনন্ত জীবনের অনুসরণ লইতে হইবে, তবে কিসের নিমিত্ত অনিত্য সংসারের মধ্যে মনুষ্যের নিকট সামান্য ফল কামনা করিব?

শ্রীমতী সৌদামিনী।

চিন্তা।

রাত্রিকালে একাকিনী শয়ন করিয়া আমার অন্তঃকরণে যে কত ভাবনা হইল তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে পারিলাম না। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া এই স্থির করিলাম যে এই সংসার অকিঞ্চিৎ-

কর। সুখ, দুঃখ, ধন, মান, জোয়ার ভাঁটার মত ক্রমিক গমনাগমন করিতেছে। পরমায়ু দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, তথাচ অজ্ঞান মনুষ্যেরা হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যমদে মত্ত হইয়া পরনিন্দা ও পরহিংসা করিতে তিল মাত্র সঙ্কুচিত হয় না। তাহারা প্রাণ তুল্য আত্মীয় ব্যক্তিকে অসহ্য ক্লেশ সহিতে, যন্ত্রণা পাইতে এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াও ইহা অনুভব করে না যে এই পৃথিবী কখনই যথার্থ সুখের স্থান নহে। এই সংসারে যে পিতা মাতা ভাই বন্ধু প্রভৃতির সমাগম, সে কেবল এক বৃক্ষের উপরে কতকগুলি পক্ষীর বাসের ন্যায়। যেমন প্রবল ঝটিকা দ্বারা বৃক্ষোৎপাটন হইলে তাহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ হইয়া যায়, সেই রূপ আমাদেরও এই সংসার গৃহে বাস করিতে করিতে কাল ঝটিকার দ্বারা পরস্পর বিচ্ছেদ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব সকলে একাগ্রচিত্তে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে যত্নবান হও।

একাকী শয়ন করে ভাবিলাম মনে।
ভুলিয়ে আছি কি আমি নিত্য তত্ত্ব ধনে॥
যাঁর গুণে পাইলাম যত পরিজন।
তাঁহার ভজনে সবে দেহ দেহ মন॥

অকুল ভবজলধি করিবারে পার।
জগদীশ ভিন্ন দেখ কেবা আছে আর ॥
যাঁহার কৃপায় থাকে জীবের জীবন।
তিনি ভিন্ন আমাদের নাহি অন্য জন ॥
মায়াময় এসংসার কিছু নহে সার।
নয়ন মুদিয়ে দেখ সব অন্ধকার ॥
অতএব তুচ্ছ সুখ নাহি চাহি আমি।
পাপ হতে মুক্ত কর জগতের স্বামী ॥

বর্দ্ধমানস্থ কোন ভদ্রকুলবালা।

দয়া পরম গুণ।

সংসারে এমন আপদ বিপদ আছে যে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান হইলেও সেই সমস্ত অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। দয়া আমাদের স্বাভাবিক অর্থাৎ ইহা স্বভাবতঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। দেখ মনুষ্যের দয়াই পরম গুণ, ঈশ্বরের অপার দয়া, আমাদেরও দয়াবান হওয়া কর্ত্তব্য। যার দয়া নাই তাহার জন্ম বৃথা, দয়ার দ্বারা সংসারের ও মনুষ্যের অসংখ্য উপকার ও হিত হইতেছে। দেখ সকল মনুষ্যের অবস্থা সমান নহে, অন্ধ, আতুর, নির্ধন ও রোগী ইহাদের প্রতি যদি কেহ দয়া না করিত, তবে তাহাদের কি দুর্দশা না

হইত! যাহার দয়া নাই সে পশুর সমান। দয়ালু হইলেই দাতা হয়, দয়াবান ব্যক্তিরা অন্যের দুঃখ দেখিতে পারেন না। তাঁহারা লোকের দুঃখ মোচন করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। অন্ধ আতুর প্রভৃতিই দয়ার পাত্র। দয়ালু ব্যক্তি দীনদুঃখী অনাথ প্রভৃতির দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হন। কতকগুলি লোক আছে তাহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সুখী হইতে পারে, তাহাদের বল আছে, কার্য্য ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, তথাপি অনর্থক ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। দেখ দয়ার সমান গুণ নাই বটে, কিন্তু ঐ সকল লোক দয়ার পাত্র না হইয়া বরং মনুষ্যের গলগ্রহ স্বরূপ। ইহা-দিগকে কোনরূপে ভিক্ষা করিতে উৎসাহ দিলে পাপ হয়। যখন কেহ বিপদে পড়ে, তখন সাধ্যানুসারে তাহার সাহায্য করা অতি উচিত কর্ম্ম। যে ব্যক্তিকে সাহায্য করা যায় সে উপস্থিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হয় এবং যে সাহায্য করে সে ব্যক্তিও আন্তরিক অনি-র্ব্বচনীয় সুখ লাভ করে। অন্যের দুঃখ দূর করিতে পারা পরম সুখের বিষয়। বলবান ব্যক্তির দুর্ব্বলের সাহায্য করা উচিত, সাধুদিগের অসাধুর চরিত্র সংশোধন করা উচিত, ধনবানের দরিদ্রের আনুকূল্য

করা উচিত, পণ্ডিতের মূর্খকে জ্ঞান দান করা উচিত। এই সকল বিষয় সম্পন্ন করিতে অনায়াসে প্রবৃত্তি জন্মিবার উপায় স্বরূপ আমাদের শরীরে দয়া আছে।

শ্রীস্বর্ণময়ী চৌধুরিণী।

ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ।*

১—চিত্ত-শুদ্ধি।

হৃদয় পবিত্র করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান কার্য্য। হে ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ! তোমরা প্রথমে হৃদয়ের মলিনতা দূর করিতে চেষ্টা কর, হৃদয় পবিত্র করা, হৃদয়কে পরিষ্কার রাখা, আমাদিগের মহৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শত শত কুসংস্কার থাকুক না কেন, প্রথমে হৃদয়ের মলিনতা দূর করিতে চেষ্টা কর। যত হৃদয় পবিত্র হইবে ততই কুসংস্কার সকল তিরোহিত হইবে। হৃদয় পবিত্র করা ঈশ্বরের নিকট যাইবার সোপান স্বরূপ। কেবল বাহিরের কতকগুলি আড়ম্বর সংশোধন করা অতি সহজ বলিতে হইবে, কিন্তু হৃদয়ের মলিনতা দূর করা অতি কঠিন। হৃদয়ের মলিনতা দূর করা কতক-

* কলিকাতা ব্রাহ্মিকা সমাজে বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে সকল মৌখিক উপদেশ দেন, তাহার ভাব লইয়া আমাদিগের লেখিকা এই কয়েকটী বিষয় রচনা করেন।

গুলি কুসংস্কার সংশোধন করা নয়। ইহাতে মহৎ মহৎ ভাব চাই। ইহা কঠিন বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যতদূর সাধ্য আয়াস ও চেষ্টা করিবে। হে ভগিনীগণ! তোমরা একবার আপন আপন হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ কিরূপ মলিন পঙ্কে তোমাদের হৃদয় পতিত রহিয়াছে! কিরূপ গাঢ় অন্ধকারে তোমাদের হৃদয় আবৃত রহিয়াছে! কুসংস্কার সংশোধন করা অতি সহজ। যাঁহার ধন আছে তিনি ভাল খাদ্য খাইলেন, ভাল পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, উত্তম স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, এবং সকলের নিকট আদরণীয়, সভ্য ও জ্ঞানী মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন; এদিকে তাঁহার হৃদয় যে অমাবস্যার তামসী নিশার ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিল তাহা একবার ভাবিলেন না। কিন্তু যিনি মুক্তির পথ লাভের জন্য হৃদয়ের মলিনতা দূর করিতে লাগিলেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেন। তাঁহার ধন মান যশে কাজ কি? তিনি যে পরকালের মুক্তি লাভের জন্য পথ করিলেন তাহা কে জানিল? কেবল তিনিই অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অতএব হে ভগিনীগণ! এখন তোমাদের সময় আছে, যত শীঘ্র পার হৃদয় পরিশুদ্ধ কর,

হৃদয়কে উন্নত কর, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত কর। সাবধান! আর কখন শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইও না। শ্রেয় যেন তোমাদের মধুস্বরূপ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম যেন তোমাদের একমাত্র অবলম্বন হয়। মন পরিশুদ্ধ কর, মনের পঙ্কিল ভাব হইতে হৃদয়কে উত্তোলন কর, ঈশ্বরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি ক্ষমাবান, তিনি ত্রাণকর্ত্তা, তিনি তোমাদের দোষ সকল ক্ষমা করিবেন। তিনি তোমা-দিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন, তিনি তোমা-দের হৃদয়ে সত্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবেন।

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী ঘোষ।

২—ঈশ্বরের স্বরূপ।

তোমরা প্রতি শনিবারে সকলে এখানে সমাগত হইয়া থাক এবং কাহাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে সমাগত হও তাহাও জানিতে পারিয়াছ। যাঁহাকে দর্শন করিতে আইস তাঁহার স্বরূপ জানা আবশ্যক, কারণ যাঁহার উপাসনা করা হয়, তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায় না। উপাসনার পূর্ব্বে সেই পবিত্র পরমেশ্বরের পবিত্র স্বরূপ আত্মাতে অনুভব করিতে হয়। তাঁহার স্বরূপ কিরূপ?

তোমরা কি এই চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে কখন দেখিয়াছ? তোমরা কি এই কর্ণে তাঁহার সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছ? তোমরা কি এই হস্তে তাঁহাকে কখন স্পর্শ করিয়াছ? তোমাদের যেরূপ হস্ত পদাদি, তাঁহার কি সেইরূপ? তোমরা যেমন কর্ণে শ্রবণ কর তিনিও কি সেইরূপ কর্ণে শ্রবণ করেন, তোমরা যেরূপ নাসিকায় ঘ্রাণ পাও, তিনিও কি সেই রূপ নাসিকায় আঘ্রাণ করেন, তোমরা যেরূপ হস্তে গ্রহণ কর, তিনিও কি সেইরূপ হস্তে গ্রহণ করেন, তোমরা যেরূপ পদে চলিয়া বেড়াও, তিনিও কি সেই রূপ পদে চলিয়া বেড়ান? তোমরা যেমন এক্ষণে তাঁহার উপাসনার জন্য ব্রাহ্মিকাসমাজে উপস্থিত হইয়াছ, তিনিও কি সেইরূপ এক্ষণে সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রাহ্মিকাসমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন; না তিনি এক্ষণে ব্রাহ্মিকাসমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে রহিয়াছেন? আমরা শুনিয়াছি পূর্ব্বকালের ঋষিরা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন বনে গমন করিয়া কোন দিন ফলাহারে কোন দিন অনাহারে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি পাঁচ বৎসরের দুগ্ধপোষ্য বালক ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজ-

নীতে মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া সেই পদ্মপলাশ-লোচন জগদীশ্বরের নাম করিয়া কত শত বৎসর তপস্যায় সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা কি আমরা সত্য মনে করিব? যদি আমরা সত্য মনে করি তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্য লোক এ পৃথিবীতে নাই। নিশ্চয় জানিবে যে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি এই তোমা-দিগকে তাঁহার মহিমা শ্রবণ করাইতেছি, কিন্তু আমার এমন সাধ্য নাই যে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখাইতে পারি। তোমাদের হৃদয়ে যে আত্মা আছে তাহাকে তোমরা চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওনা, কিন্তু তাহাকে তোমরা নিশ্চয় রূপে জান। এই আমি বসিয়া রহি-য়াছি যদি অদ্য রাত্রেই আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার ঐ দেহ পড়িয়া থাকিবে, কেবল সেই আত্মা আমার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সেই পুণ্যধামে গমন করিবে এবং সেখানে যাইয়া পাপ পুণ্যের ফল ভোগী হইবে। অতএব সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে কেহ চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, তাঁহাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আকারবিহীন, তিনি ইন্দ্রিয়রহিত, তিনি হস্ত পদাদির বশীভূত নহেন। তাঁহার পদ নাই তিনি সকল স্থানে আছেন,

তাঁহার হস্ত নাই তিনি সকল গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু নাই তিনি সকল দর্শন করিতেছেন, তাঁহার কর্ণ নাই তিনি সকল শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার মন নাই তিনি সকল জানিতেছেন—এই ব্রাহ্মিকাদের যাহার যে প্রকার মনের ভাব তাহা জানিতেছেন। তিনি সকলের আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি সকল স্থানে বিরাজমান আছেন। যদি নিশীথ সময়ের ঘোর অন্ধকার মধ্যে তুমি একাকী কোন জনশূন্য স্থানে যাইয়া কোন পাপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর, তিনি তাহা দেখিতে পান; তুমি অন্তরে কোন পাপ চিন্তা কর, তিনি তাহা জানিতে পারেন। তাঁহার নিকট কোন বস্তু লুকাইবার নাই; তিনি আমাদিগের সকলের অন্তরে বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আমাদিগের অন্তরের অন্তরাত্মা, তিনি আমাদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস দাসী। আমাদিগের পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা কঠিন নহে। তিনি সর্ব্বদাই সকলের অন্তরে রহিয়াছেন। ভক্তি প্রীতি পবিত্রতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে হয়। তখন আমাদিগের জ্ঞান বলিয়া দেয় তিনি সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, অবিনাশী; তিনি সকল স্থানে রহিয়াছেন। মনুষ্য এক সময়ে দুই স্থানে থাকিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর

এক সময়ে সমুদয় জগতে রহিয়াছেন। জগতের সমুদয় বস্তুতে তাঁহার চরণের চিহ্ন রহিয়াছে।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা।

৩—বিবেক।

পরমেশ্বর যেমন মনুষ্যদিগকে বাহ্যিক কতকগুলি শোভা প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আন্তরিক কতক-গুলি বৃত্তি দিয়াছেন; সেই সব বৃত্তির মধ্যে প্রধান বিবেক। পাপ যেমন আমাদের ভয়ানক রিপু, বিবেক তেমনি আমাদের পরম বন্ধু, পরমেশ্বরের প্রতি-নিধিস্বরূপ হইয়া আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করি-তেছে। কি করা উচিত, কি না করা উচিত, তাহা বিবেক হইতে বুঝিতে পারা যায়। যখন আমরা কোন কার্য্য করি, তখন বিবেক আমাদিগকে তাহা উচিত কিম্বা অনুচিত তাহা বলিয়া দেয়। যখন আমরা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তখন বিবেক আমা-দিগকেপ্রথমতঃ নিষেধ করে, “সাবধান! ওপথে অগ্র-সর হইও না, তোমাদের পক্ষে উহা উচিত কার্য্য নয়, তোমরা এরূপ উন্নত আত্মা প্রাপ্ত হইয়া নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।” এইরূপে বিবেক আমাদিগকে অসৎ পথে যাইতে নিষেধ করে। কিন্তু আমরা যদি বিবে-

কের উপদেশ গ্রাহ্য না করি, আমরা যদি সেই অসৎ পথে অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমাদের অন্তরে দুষ্কর্ম্মজনিত আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং সেই আত্মগ্লানিতে আর কষ্টের পরিসীমা থাকে না! তখন বিবেক আমাদিগকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন, "আমার বাক্য কেন অগ্রাহ্য করিয়াছিলে, এখন তাহার ফল ভোগ কর। এখনো সাবধান হও, আর ও পথে যাইও না। সত্যের পথ অবলম্বন কর, আমার কথা শুন। এপথ উহার ন্যায় সঙ্কীর্ণ নহে, এই পথে অগ্রসর হও।" বিবেক এইরূপে কেবলই আমাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান করে, তথাপি মনুষ্য সেই ইন্দ্রিয়সুখকর পাপ কর্ম্মে অগ্রসর হয় এবং পুনরায় আত্মগ্লানির কষ্ট ভোগ করে। এইরূপে একবার দুইবার কুক্রিয়া করিতে করিতে আমাদিগের হৃদয় এমনই কঠিন হইয়া যায় যে আর উচিত অনুচিত কিছুই বিবেচনা থাকে না। যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই উচিত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া ফেলে। আপনার সুখের জন্যে যদি পরমগুরু পিতা মাতার মস্তক ছেদন করিতে হয় সে তৎক্ষণাৎ অকুতোভয়ে তাহা সম্পাদন করে। অতএব তোমরা পাপকে মনে স্থান দিও না, যদি বল যে সংসারে থাকিলে পাপ

না করিলে চলে না, কি করিব মিথ্যা কথা কহিতেই হয়। যাহারা পুনঃ পুনঃ পাপ কর্ম্ম করিয়া আপনা-দিগকে অধম ও অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাই এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। অন্যে মিথ্যা কহে বলিয়া কি আমরাও মিথ্যা কহিব, অন্যে হিংসা করে বলিয়া কি আমিও পরের হিংসা করিব, অন্যে অধর্ম্ম করে বলিয়া কি আমরা অধর্ম্ম করিব? তাহা কখনই নয়। পরের দেখা দেখি কোন কর্ম্ম করিব না, যখন যে কর্ম্ম করিব আপনি বিবেচনা করিয়া করিব। বিবেক যাহা বলিবে, বিবেক যাহা উপদেশ দিবে তাহাই করিব। যেমন একখানি জাহাজে একটু ছিদ্র থাকিলে তাহাতে সমুদ্রের জল ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া সেই জাহাজকে সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ এক কণা পাপ হৃদয়ে থাকিলে ক্রমে ক্রমে অধিক হইয়া হৃদয়কে পাপের অধীন করিয়া ফেলে, এবং তাহাতে দারুণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়।

আবার মৃত্যুর সময়ে সেই যন্ত্রণা প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই সময়ে সেই সব পাপ সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ে প্রতীয়মান হয় এবং দিব্য চক্ষে সেই পাপ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। তখন পাপীর হৃদয়ে আত্মগ্লানি এমনি প্রবল হইয়া উঠে যে তাহা আর সহ্য হয় না।

একে রোগের যাতনা, তাহাতে আবার পাপের দ্বিগুণ যাতনা আসিয়া তাহাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে এবং তখন সে মনে করে, 'কেমন করিয়া সেই পবিত্র পরমেশ্বরের নিকট দণ্ডায়মান হইব, কি বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিব ! কেন আমি পাপ করিয়াছিলাম, কেন আমার পরম বন্ধু বিবেকের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। কেন আমি কুপথগামী হইয়াছিলাম, তাহা না হইলে স্বচ্ছন্দে আমি সেই পরম পিতার নিকট উপস্থিত হইতে পারিতাম !' এই প্রকার যাতনা পাইতে পাইতে তাহার জীবন শেষ হয়। আবার কেহ কেহ এমন আছে যে কি ভাল অবস্থায়, কি মন্দ অবস্থায়, কি মৃত্যুর সময়, তাহার হৃদয় অসাড় হইয়া থাকে। কিন্তু পরকালে যাইয়া সে সেই পাপের শাস্তি ভোগ করে। যিনি হউন মনুষ্যের নিকট এড়াইতে পারেন, কিন্তু সেই পরমেশ্বরের নিকট কোন বিষয়ে ফাঁকি দিতে পারেন না। তিনি অন্তর্যামী আমরা যেখানে থাকি, যে কর্ম্ম করি, অন্তরে হউক আর বাহিরে হউক, বনে হউক আর জনাকীর্ণ স্থানে হউক, তিনি সে সকলি দেখিতে পাইতেছেন। মনুষ্য তাঁহারই নিকট পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে।

আর যিনি ধার্ম্মিক পুণ্যবান্, বিবেকের আদেশা-

নুসারে কার্য্য করেন, সত্য কথা কহেন, পরের অনিষ্ট চেষ্টা না করেন, তিনিই সৎকর্ম্মের আনন্দ উপভোগ করেন। পাপ কর্ম্মের আত্মগ্লানি ও সৎকর্ম্মের আত্ম-প্রসাদ এই দুটি দুই প্রকার। যিনি পাপকর্ম্ম করেন, তিনি তাহার দণ্ড প্রাপ্ত হন, সে দণ্ড আত্মগ্লানি। আর যিনি সৎকর্ম্ম করেন, বিবেক তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করেন, সে পুরস্কার কি না আত্মপ্রসাদ। কি রূপ কর্ম্ম করিলে সেই আত্মপ্রসাদ হয়? আমি অদ্য এক-জন অন্ধকে দুইটি পয়সা দিয়া তাহার দুঃখ নিবারণ করিলাম; আমি অদ্য একজন রোগীকে ঔষধ দিয়া তাহার স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম করিয়া দিলাম; অদ্য আমি ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে আহার ও জল দান দ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করিলাম; এসকল সৎকর্ম্ম করিলে হৃদয়ে অপরিসীম সন্তোষ উপস্থিত হয়, সেই সন্তোষই বিবেকের পুরস্কার। অতএব ভগিনীগণ! যখন তোমা-দের কোন কার্য্য করা উচিত, তখন তোমরা এরূপ করিও না যে ভিতরে তোমাদের ব্রাহ্মিকার কোন লক্ষণ নাই, কিন্তু বাহিরে যেন যথার্থ ব্রাহ্মিকা বলিয়া প্রকাশ পাই-তেছ। যিনি এরূপ করেন তিনি ব্রাহ্মিকা নহেন! ব্রাহ্মিকা নাম অতি মহৎ, এ নামে কোন মলা নাই। ব্রাহ্মেরা যেরূপ যত্নে হৃদয়কে পবিত্র করিতেছেন, তোমরা

সেই রূপ কর। বিবেককে জিজ্ঞাসা কর, তিনি যাহা করিতে আদেশ করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা কর, কদাচ তাহার বাক্য অবহেলা করিও না। একজন মহৎ লোক এই বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে "যদি চক্ষু ঈশ্বর বিরুদ্ধ অন্যায় আচরণ দেখে, তৎক্ষণাৎ সেই চক্ষু উপাড়িয়া ফেলিবে; জিহ্বা যদি অন্যায় কথা কহে তৎক্ষণাৎ সেই জিহ্বা টানিয়া ফেলিয়া দিবে; যদি হস্ত কোন অন্যায় কার্য্য করে তৎক্ষণাৎ সেই হস্ত কাটিয়া ফেলিবে; যদি পদ কোন অন্যায় কার্য্যে অগ্রসর হয় তৎক্ষণাৎ সেই পদ কাটিয়া ফেলিবে।" এই রূপ অনেকানেক দৃষ্টান্ত আছে। তবে সত্যই কি শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিবে তাহা নহে, এই রূপ করিবে যে অন্যায় কার্য্য করিলে বা অন্যায় কার্য্য দেখিলে ঐ রূপ ইচ্ছা হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বলিয়াছেন যে ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায়, ক্ষুর যেমন অতিশয় ধারাল ও সোজা এই পথ সেই প্রকার। এই পথে অগ্রসর হইতে দক্ষিণেও হেলিবে না, বামেও হেলিবে না, সোজা চলিয়া যাইবে। এই পথ পাপের পথের ন্যায় সঙ্কীর্ণ নহে, এই পথে সেরূপ কোন বিঘ্ন নাই। পাপের পথ যেমন পঙ্কে পরিপূর্ণ, এপথ সেরূপ নহে, ইহা পরিষ্কার ও নির্ম্মল। অতএব তোমরা

পাপ পঙ্ক হইতে উত্থান কর। যদি তোমরা কোন সাঁকোতে চলিতে২ পঙ্কে পতিত হও, তখন তোমরা কি এরূপ ইচ্ছা করিতে পার যে এখন নয় আর পাঁচদিন পরে উঠিব, বেস শীতল স্থানে শয়ন করিয়া আছি, ইহা হইতে উঠিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এরূপ করিতে কখনই পার না, তখন কি করিয়া তাহা হইতে উঠিতে পারিবে, কখন অঙ্গের কর্দ্দম প্রক্ষালন করিয়া ফেলিবে, এই চেষ্টা হয়। সেই পথ দিয়া যে লোক গমন করে তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ডাক 'কে যাইতেছে শীঘ্র আমাকে উত্তোলন কর, আর এ কষ্ট সহ্য হয় না।' যখন তোমার বিকার হইয়াছে, সেই বিকারের যাতনায় অতিশয় কষ্ট পাইতেছ, তখন যদি বৈদ্য আসিয়া তোমার কষ্ট উপশমের উপায় করেন, তখন কি তুমি তাহাকে এরূপ বলিতে পার যে আর পাঁচদিন আমি এ কষ্ট ভোগ করিব, এখন সেই বিকারের উপশম করিবার কোন আবশ্যকতা নাই; তাহা কখনই বলিতে পার না। তখন আগ্রহের সহিত সেই বৈদ্যকে এইরূপ বল, যে শীঘ্র আমার এই কষ্টের উপশম কর, আর সহ্য হয় না। কিন্তু পাপের পঙ্কে যে তোমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, একবার ভাব না। পাপবিকারে যে তোমাদের হৃদয়কে

জর্জ্জরিত করিতেছে, তাহা একবার ভাব না, সে কষ্ট একবার অনুভব কর না। অতএব ভগিনীগণ! তোমরা আজ অবধি হৃদয়কে পাপপঙ্ক হইতে উত্তোলন কর, আজ অবধি হৃদয়কে সংযত কর। পরমেশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন তোমরা ব্রাহ্মিকা নামের উপযুক্ত হও।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা।

৪—ব্রাহ্মিকাগণের প্রতি উপদেশ।

হে ভগিনীগণ! তোমরা সংসারের অনিত্যতায় জড়িত হইও না। দেখ, এই সংসারে সেই ঈশ্বর বিনা আর আমাদের উপায় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয় সুখ লইয়া মত্ত থাকে, তাহাদের জীবন বৃথা যায়, তাহারা সেই অনিত্য সুখকে প্রকৃত সুখ মনে করে, তাহারা সেই বিষপান মধুর ন্যায় বোধ করে। হে ভগিনীগণ! তোমরা এই সময়ে সাবধান হও, তোমাদের অবস্থা এখনও উন্নত হয় নাই, ঈশ্বর তোমাদিগকে যত টুকু বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়াছেন তোমরা সেই দুটিকে উন্নত করিতে চেষ্টা কর, তোমাদের হৃদয় পরিষ্কার কর। তোমরা ঈশ্বর কৃপায় উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমাদের এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে তোমাদের

ন্যায় কত তোমাদের প্রিয় ভগিনীগণ বন্ধন জ্বালায় কালক্ষেপণ করিতেছেন, কিন্তু তোমাদের অবস্থা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং তাঁহাদের অবস্থা তোমাদের অপেক্ষা অনেক মন্দ, কারণ তোমরা ঈশ্বর বিষয় সকল জানিতেছ, সংসারের অনিত্যতায় জড়িত হওয়া ভাল নয় তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। তাঁহারা ঈশ্বর কি পদার্থ তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা সংসারের অনিত্য সুখকেই প্রকৃত সুখ মনে করেন। তাঁহারা লেখা পড়াকে গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তোমাদের অবস্থা যতটুকু উন্নত হইয়াছে তাহা অধিক মনে করিও না। তোমাদের যতদূর সাধ্য, জীবন যতদিন থাকিবে ততদিন অবস্থাকে উন্নত করিতে থাকিবে। দেখ, কত লোক জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া তথাপি বলিয়া গিয়াছেন, যে আমি তাঁহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অতএব তোমাদের যত দূর সাধ্য হৃদয় উন্নত কর। আমরা কি উদ্দেশে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, তিনি কি উদ্দেশে আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা উচিত। আমরা কেবল সংসারের কার্য্য করিতে এখানে আসি নাই, যাহাতে পরমেশ্বরকে পাইতে পারি তাহার চেষ্টা করা

আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য; কারণ আমরা তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছি, কেবল সংসারের কার্য্যে লিপ্ত থাকা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আমরা যাহাতে সংসারে লিপ্ত না হই, আমরা যাহাতে মোহের বশীভূত না হইয়া পড়ি এরূপ চেষ্টা করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

আমি যেখানে থাকি তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি, তোমরা যাহাতে ঈশ্বরের পথে উন্নত হইতে পার, যাহাতে তোমাদের মন নির্ম্মল হয়, যাহাতে তোমাদের মন সংসারের বৃথা আমোদ প্রমোদে রত না হয়, ইহাই আমি ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকি। হে ভগিনীগণ! আমি প্রতি শনিবারে তোমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছি, তাহা তোমরা শুনিয়াই যে কেবল চলিয়া যাইবে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। তোমরা সকল ভগিনী একত্র হইয়া বৃথা আমোদ প্রমোদ করিও না, ভগিনীদের সহিত একত্র হইলে ধর্ম্ম বিষয়ে কথা কহিবে। আপন আপন হৃদয়ে যে সকল পাপ আছে, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিবে। যে সকল পাপ অজ্ঞানতা বশতঃ করিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিবে। এবং আপন আপন হৃদয়ে যে সকল পাপ গূঢ়রূপে

আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। আমার উপদেশে তোমাদের যে উন্নতি হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে কত আনন্দ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা তোমাদিগকে জানাইতে পারি না। তোমরা আমার বাক্য অনুসারে নিয়মিত-রূপে প্রতি শনিবারে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, ইহাতে আমার হৃদয়ে আনন্দ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে পারে। হে ভগিনীগণ! তোমরা তোমাদের অন্যান্য ভগিনীগণের মত বৃথা আমোদ প্রমোদ করিয়া সময় কাটাইওনা, তোমরা যেরূপ ব্রাহ্মিকা নাম ধারণ করিয়াছ, তদনুরূপ কার্য্য করিবে। কেন না কেবল ব্রাহ্মিকা নাম ধারণ করিলে যথার্থ ব্রাহ্মিকা হয় না, বা ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিলে যথার্থ ব্রাহ্ম হয় না। আমাদের হৃদয়ে ঈর্ষ্যা, হিংসা, বিষয়াসক্তি, সংসারের প্রতি আসক্তি রহিল, কিন্তু বাহিরে আমরা ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা বলিয়া পরিচয় দিলাম, এরূপ করা কি আমাদের অন্যায় নয়? আমরা মনুষ্যকে লুকাইয়া পাপ করিলাম বটে, কিন্তু সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বর পাপের দণ্ড বিধান করিবেন! অতএব পাপ কর্ম্মকে হৃদয়ে স্থান দিও না। ঈশ্বরের নিকট আমি সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাদের মনকে কুপথ

হইতে উদ্ধার করেন। তোমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবে। তোমরা আপন আপন হৃদয়ের ভাব যত লুকাইতে চাহিবে ততই তোমাদের সম্মুখে তাহা প্রকাশ পাইবে। কারণ মনুষ্যের হৃদয়ের ভাব মুখে যত না প্রকাশ পায়, কাজে তত প্রকাশ পায়। তোমরা সকল ভগিনীতে একত্র হইলে ধর্ম্ম ও জ্ঞান আলোচনা করিবে। তোমরা সেই পরম পিতার উপাসনা করিতে এখানে আসিয়াছ, যতক্ষণ ভগিনীদিগের সহিত একত্র থাকিবে, ততক্ষণ ঐ সকল বিষয়ের কথা কহিবে। তাহা হইলে তোমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। তোমরা কুসংস্কার সংশোধন কর, তাহার সহিত হৃদয় পরিশুদ্ধ কর। হৃদয় পরিশুদ্ধ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। তোমাদের মন এখনও দুর্ব্বল, তোমরা একেবারে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করিতে পারিবে না, অল্পে অল্পে ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিবে। তাহা হইলে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে।

শ্রীস্বর্ণলতা ঘোষ।

ভগলপুরস্থ ব্রাহ্মিকা সমাজে ১১ই মাঘের উৎসব।

ভগিনীগণ! অদ্য ১১ই মাঘ, অদ্য আমাদের জীবন স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, এবং অদ্যাবধি তাহার শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতেছে। এই দিবস ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি এই অন্ধকারাবৃত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল করিতেছে। এক্ষণে আমরাও সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মিকা সমাজে ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত হইয়া সেই পরম পিতার উপাসনা করিতেছি। আইস হৃদয়কে পবিত্র করি, মনকে সংযত করি, বাক্যকে পরিশুদ্ধ করি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র সোপানে উত্থিত হইতে থাকি। আমরা এমন উন্নত আত্মা পাইয়া পশুবৎ নীচভাবে থাকিব না, ঈশ্বর আমাদের স্বাধীনতা দিয়াছেন। আইস স্বাধীন ভাব ধারণ করি। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঈশ্বরের সন্তান। উভয়েরই সমান অধিকার। তবে কেন আমরা এরূপ নীচভাবে থাকিব, কেনই বা লোক ভয়ে ভীত হইব? সাহসকে

অবলম্বন কর, উন্নতির সোপানে অগ্রসর হও। আমাদের ভ্রাতারা আমাদের অপেক্ষা কত অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, আমরা এরূপ নীচভাবে পড়িয়া রহিয়াছি; ভগিনীগণ! আর এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিও না, আর কত দিন এরূপ নীচ ভাবে থাকিবে, শীঘ্র অগ্রসর হও, কুৎসিত লজ্জা পরিত্যাগ কর। নির্ম্মল স্বাধীন ভাব ধারণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হও। হে করুণাময় পিতা! এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মিকা সমাজ তোমার পবিত্রভাবে পূর্ণ কর, আমার সকল ব্রাহ্মিকা ভগিনীর অন্তরে তোমার নির্ম্মল ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রেরণ কর। নাথ! তুমি এ অনাথা বঙ্গীয় কন্যাগণের একমাত্র সহায়, তুমিই একমাত্র পিতা, তোমা বিনা আর কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব? হৃদয়েশ! তোমার অসহায়া কন্যাগণ অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া কত শত কুকর্ম্ম করিতেছে; প্রত্যেক কার্য্যে তোমার আজ্ঞা, তোমার নিয়ম উলঙ্ঘন করিতেছে; তুমি কত করুণা বর্ষণ করিতেছ, সর্ব্বদা কত বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেছ। আমাদের প্রতি তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদা রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তোমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করি না—তোমার নামও একবার উল্লেখ করি না, তোমার প্রদত্ত সুখ লইয়া তোমাকেই ভুলিয়া রহি-

য়াছি। নাথ! তুমি কতবার তোমার উন্নত পবিত্র ধর্ম্মের পথে যাইতে আদেশ করিতেছ, কিন্তু আমরা তোমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কুকর্ম্মের পথেই অগ্রসর হইতেছি। আমাদের আত্মার উন্নত ভাবকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, পরকালের অনন্ত উন্নত লক্ষ্য একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি, মলিন পঙ্কিল হৃদয়ে আত্মা ডুবিয়া রহিয়াছে, পাপের কুজ্‌ঝটিকায় অন্ধকারাবৃত হইয়া রহিয়াছে! হৃদয়েশ! তুমি আসিয়া উত্তোলন কর, তুমিই আলোক প্রদান কর, আর পাপের দুঃসহ যাতনা সহ্য হয় না, তোমার পরিশুদ্ধ নির্ম্মল বারি দ্বারা আমাদের মলিন অন্তরকে ধৌত কর,তোমার সত্যের আলোক আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ কর! নাথ! আর কত দিন এপাপের যাতনা ভোগ করিব, আর কত দিন পাপের পঙ্কে ডুবিয়া থাকিব? নাথ! তুমি আসিয়া উদ্ধার কর, হৃদয়েশ! আমার হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেছি তুমি শীঘ্র আসিয়া তাহাতে প্রবেশ কর। তোমা ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না, নাথ! তুমি না উদ্ধার করিলে আর কে উদ্ধার করিবে, তোমা অপেক্ষা সুহৃদ আর কে আছে? এক মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত আমাদিগকে তোমার দৃষ্টির বাহিরে রাখিও না। তোমার যে কত করুণা

তাহা কি বলিব ? তোমার করুণার শেষ নাই, তোমার করুণা অসীম। তোমার নিকট ধনী দরিদ্র সকলেই সমান, তুমি সকলেরই পিতা, আমরা তোমার পাপী কন্যা, তুমিই আমাদিগকে অজ্ঞান কূপ হইতে উত্তোলন করিবার এক মাত্র উপায়। তোমার চরণ ছায়াতে আমাদের স্থান প্রদান কর, আমাদের বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত কর, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, যাহাতে পাপের প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি এবং হৃদয়ের মলিন ভাবকে দূরীভূত করিতে পারি, এপ্রকার বল আমাদের প্রদান কর। হে জগদীশ্বর! কৃপা করিয়া তুমি আমাদের অন্তরে আসিয়া আসীন হও, তোমাকে হৃদয়ে পাইয়া জীবন সার্থক করি। আমার যাহা কিছু আছে সকলি তোমাতে অর্পণ করিলাম।

শ্রীস্বর্ণলতা ঘোষ।

দয়া।

দয়াশীল ব্যবহার, হয় যে প্রকার,
বলিতে বাসনা করে, সতত আমার।
দয়ার সুযোগ্য পাত্র এই পাঁচ জন,
দুঃখী, তাপী, রোগী, মূর্খ, পাপপরায়ণ।

উন্নত করিতে ইচ্ছা, যদি হয় দেশ,
জ্ঞান বিতরণে যত্ন, করহ অশেষ।
দয়াবান হয়ে কর, জ্ঞান বিতরণ,
দানের প্রধান হয়, বিদ্যা মহাধন।
যে কিছু উন্নতি-শীল, হইয়াছে দেশ,
দয়াশীল ব্যক্তিদের উদ্যোগে অশেষ।
নানাস্থানে বিদ্যালয় হয়েছে স্থাপন।
নর নারী করিতেছে, বিদ্যা উপার্জ্জন।
রোগ উপশম হেতু ঔষধ সৃজন,
যাহাতে শরীর সুস্থ জুড়ায় জীবন।
বিদ্যালয় স্থাপনেতে বহু ফলোদয়,
বিদ্যালয় সহ স্থাপ, ভেষজ আলয়।
প্রতি জনপদে স্থাপ, বামা-বিদ্যালয়,
সম সুখ অধিকারী, সবে যাতে হয়।
সকলেই হয় সেই পিতার সন্তান,
সকলের প্রতি তাঁর, করুণা সমান।
অতএব ভ্রাতৃগণ, হয়ে একমত,
সবাকার হিত কাজে, সবে হও রত।
দেশের উন্নতি ইচ্ছা, যদি হয় মনে,
বিদ্যালয় সংস্থাপিত কর, স্থানে স্থানে।

অধিকাংশ স্থানে ইহা, হইয়াছে বটে,
কত জন আছে কিন্তু অজ্ঞান সঙ্কটে।
কত লোক মূর্খ হয়ে, পশুমত রয়,
উপদেশ পাবে কোথা বিনা বিদ্যালয় ?
কতলোক রোগে পঙ্গু, জড়াকারে রয়,
ঔষধ বিহনে সবে, জীবন হারায়।
অতএব বন্ধুগণ! স্থির করি মন,
ভাবিয়া দেখ না দুঃখে, আছে কতজন ?
সমাজে বক্তৃতা কর, উপকার হেতু,
মানিবে কে বাক্যাবলী, বিনা জ্ঞান সেতু?
বঙ্গদেশ আমাদের, গৃহের স্বরূপ,
স্বগৃহের শ্রীতে কভু হওনা বিরূপ।
শ্রীবৃদ্ধি করিতে কল্প, করিলে নিশ্চয়
প্রতিস্থানে স্থাপ তবে, নানা বিদ্যালয়।
বিদ্যা বিনা নাহি হয়, জ্ঞানের উদয়,
জ্ঞান বিনা উপদেশ, বিফলেতে যায়।
সকলের মনে হলে জ্ঞানের উদয়,
সহজে সফল হবে সকল বিষয়।

ধন।

কেন মন অকারণ কর ধন ধন।
জান না যে সঙ্গে নাহি যাবে সেই ধন ?
ভয়ঙ্কর মৃত্যু আসি গ্রাসিবে যখন।
কোথা রবে অট্টালিকা কোথা রবে ধন ॥
ধনী লোক ধনে মত্ত দিবানিশি রয়।
পাপ কর্ম্ম করে সদা শঙ্কাকুল নয় ॥
ধনীলোক মনে কভু সুখ নাহি পায়।
সর্ব্বদা উতলা মন পাছে ধন যায় ॥
ধনীলোক করে আরো ধনের কামনা।
কিছুতে না পূর্ণ হয় মনের বাসনা ॥
ধনে করে ধনী লোক কত অহঙ্কার।
মম তুল্য এজগতে কেবা আছে আর ॥
ধর্ম্মের যে ভাব সেই কিছু নাহি জানে।
সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা যিনি তাঁরে নাহি মানে ॥
ধনে হয় ধর্ম্মনাশ শুন বলি মন।
অতএব ধনে কিছু নাহি প্রয়োজন।
ভাব সেই নিত্যধন যাতে হবে পার।
ওরে মন ! ধন জন কিছু নহে সার ॥

পরিশ্রম।

শ্রম কর যদি তুমি চাও নিজ সুখ,
অলস হইলে পরে পাবে বড় দুখ ;
শ্রম বিনা ধন নাহি হয় উপার্জ্জন,
কত দুঃখ পায় সেই নাহি যার ধন ;
শ্রম করি শস্য লাভ করে কৃষিগণ,
তাহাতে আমরা করি জীবন ধারণ ;
মুকুতা রচিত যত বিবিধ ভূষণ,
উদ্যানের ফল ফুল সুন্দর কেমন ;
কাশ্মিরের শাল হয় কিবা মনোহর,
নৃপতি প্রাসাদ দেখ কত শোভাকর ;
মানব দেহের সার বিদ্যা মহাধন,
চমৎকার অট্টালিকা স্তম্ভ সুশোভন ;
অন্নবস্ত্র আদি আর নানা অলঙ্কার,
ইহারা শ্রমের সাক্ষ্য দিতেছে অপার।
প্রয়োজন থালা ঘটি বাটী অতিশয় ;
বিনা পরিশ্রমে উহা কদাচ না হয় ;
শ্রমবলে ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া,
আমাদের মাতৃভূমি নিয়েছে কাড়িয়া ;

শ্রমশীল বণিকেরা চড়ি জাহাজেতে,
নানাবিধ বস্তু আনে নানাদেশ হতে ;
যে কুশল হয় তাতে দেশের অশেষ,
না পারি বর্ণিতে তাহা করিয়া বিশেষ।
পরিশ্রমে শরীরের বৃদ্ধি হয় বল,
শ্রমহীন দেহ যায় হইয়া বিকল ;
বলা নাহি যায় এতে হয় যত সুখ,
অতএব শ্রমে কেহ হওনা বিমুখ ॥

দেখ সবে মৌমাছিরা শ্রম করে কত,
সারাদিন ফুলে ফুলে ভ্রমে অবিরত ;
প্রভাতেতে গিয়ে তারা ফুলের বাগানে,
ফুলের উপরে বসে গুণ গুণ গানে ;
এক পুষ্প হতে বসে অন্য পুষ্পোপরে,
যদবধি ভানু থাকে গগণ উপরে ;
এইরূপে সবে তারা ভ্রমে সারা দিন,
তথাপিও পরিশ্রমে নাহি হয় ক্ষীণ ;
সবে মিলে করে বাসা নামে মধুক্রম,
মানবের সাধ্যাতীত অতি মনোরম ;
মন দিয়া দেখ সবে মক্ষিকার কাজ,
ইহাতে কি তোমাদের নাহি হয় লাজ ;

ক্ষুদ্র প্রাণি মক্ষী হতে উপদেশ লও,
কেন সবে মিছামিছি সময় কাটাও ?

শ্রীমতী কামিনী দেবী।

সতীত্ব নারীর ভূষণ।

পাঠিকাগণের কাছে করি নিবেদন।
দোষ পরিহরি সবে করিবে পঠন॥
লিখিবারে ইচ্ছা আছে নাহিক শকতি।
যা পারি লিখিব কিছু সতীর ভারতি॥
বিদ্যাহীনা নারী আমি নাহি কিছু জ্ঞান।
মন দুখে হয়ে আছি সদা ম্রিয়মাণ॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে সতী নারীগণ।
কত কষ্ট সয়েছিল পতির কারণ॥
পতির কারণে দৃঢ় ভক্তি হয় যার।
পরকালে পতিসহ স্বর্গে বাস তার॥
পরম দেবতা পতি পরমার্থ দাতা।
নারীর কারণে ইহা সৃজেন বিধাতা॥
ভজন সাধন যাগ যজ্ঞ আদি যত।
পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিনা সব হয় হত॥

অসতী হইলে হয় নরক-গামিনা।
অশেষ প্রকারে শাস্তি দেন চিন্তামণি॥
অসতী পরশ অন্ন ভোজন যে করে।
বিষম পাতক তার শরীরে সঞ্চারে॥
পতি বিনা সতীর নাহিক অন্য ধন।
পতিহীনা হলে প্রাণ ধরা কি কারণ?
যমেরে করিয়া জয় সাবিত্রী যুবতী।
কত কষ্টে বাঁচাইল সত্যবান পতি॥
দময়ন্তী সতী ভীম ভূপতির কন্যে।
কলির কুচক্রে পতি হারায়ে অরণ্যে॥
বনে বনে একাকিনী অনাথিনী হয়ে।
ভ্রমণ করিল কত নানা কষ্ট সয়ে॥
রাখিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম ধর্ম্মের কৃপায়।
পাইল সে গুণবতী পতি পুনরায়॥
মহালক্ষ্মী সীতা দেবী শ্রীরাম-কামিনী।
রাবণ হরিল বনে পেয়ে একাকিনী॥
লয়ে গিয়া অবলায় লঙ্কার ভিতর।
মিষ্ট ভাষে তুষিবারে সাধিল বিস্তর॥
তার বাক্যে না ভুলিল জনক-নন্দিনী।
নিয়ত করিত মুখে রাম রাম ধ্বনি॥

সতীত্বে পাইল সতী পতি দাশরথি।
সবংশে হইল নাশ রাবণ দুর্ম্মতি॥
ভারতে শুনেছি পূর্ব্বে অপূর্ব্ব কাহিনী।
গান্ধারী নামেতে সতী গান্ধার নন্দিনী॥
অন্ধপতি হবে সতী শুনিয়া শ্রবণে।
পতি যদি অন্ধ হবে কি কাজ নয়নে॥
পতির দুখের দুখী হইবার মনে।
শত পুরু পট্ট বস্ত্র বান্ধেন নয়নে॥
পতির নিধনে দেখ হয়ে দুঃখান্বিতা।
কাদম্বরী বনচারী আর মহাশ্বেতা॥
বিষম কঠোর তপ করি আচরণ।
উভয়ে পাইল পতি বাহুল্য বর্ণন॥
ভরত জননী দেবী নাম শকুন্তলা।
তাঁর পতি তাঁরে ভোলে হয়ে রাজভোলা॥
কত অপমান সহ্য করিল সুন্দরী।
ক্ষমিল পতির দোষ যাতনা পাশরি॥
শ্রীবৎস রাজার রাণী চিন্তা নামে সতী।
শনির প্রকোপ পড়ে হারাইল পতি॥
কত কষ্ট সয়ে ছিল কহনে না যায়।
বহুকষ্টে বহু দিনে পুন পতি পায়॥

অবলার সার ধর্ম্ম পতি প্রতি মন।
না জানিলে হয় নারী অযশ ভাজন॥
শুন গো ভগিনীগণ আমার মিনতি।
সদত সরল মনে সেব প্রাণপতি॥
নম্রভাবে সদা রাখ স্থির করি মন।
সুমেরু সমান ধর্ম্ম না কর লঙ্ঘন॥
শ্রীভাবিনী দেবী।

ধর্ম্ম।

১। যেই জন করে সদা, সৎ আচরণ।
যেই কভু পর ধন, না করে হরণ॥
পরের সামগ্রী যেই, করে তুচ্ছ জ্ঞান।
তৃণের সমান বলি, তৃণের সমান॥
প্রাণান্ত হইলে তবু, নাহি ভাঙ্গে পণ।
সকলের কাছে সদা বিশ্বাস ভাজন॥
সকলের অগোচরে, যদিও কখন।
হেন নারী পর দ্রব্য, করেন হরণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্ম দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

২। সতী সাধ্বী পতিব্রতা খ্যাত যেই জন।
যতনে রাখেন যিনি নিজ ধর্ম্ম ধন॥
অপর পুরুষ প্রতি, পিতার মতন।
পবিত্র ভাবেতে সদা, করে বিলোকন॥
কভু নাহি মন্দ ভাব, করয়ে চিন্তন।
সদা রাখে রিপুগণে করিয়া দমন॥
এমন সুশীলা যদি, করিয়া গোপন॥
সতীত্ব হারায় কভু, দেখি প্রলোভন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৩। যেই জন হিংসা দ্বেষ, দিয়া বিসর্জ্জন।
সকল লোকের করে, মঙ্গল চিন্তন॥
যদি তাঁর করে কেহ, অনিষ্ট সাধন।
তিনি তাহা কভু নাহি, করেন গণন॥
পরের মঙ্গলে যদি, যায় তাঁর প্রাণ।
তথাপি পারেন তাহা করিতে প্রদান॥
গোপনে গোপনে যদি, সরলা এমন।
কাহার অনিষ্ট কভু, করেন সাধন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৪। যেই জন রাগ রিপু, করেছে দমন।
শান্ত ভাবে অনুক্ষণ, রহে যার মন॥
কাহাকেও কভু নাহি, কহে কুবচন।
সকলের প্রতি করে প্রিয় আচরণ॥
রাগের কারণ যেই, রাগের কারণ।
কভু নাহি মন্দ কার্য্য, করেন সাধন॥
যদি বা এমন ধীরা, লুকায়ে কখন।
রাগে অন্ধ হয়ে করে, মন্দ আচরণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ছাপা কি তা রয়?

৫। অহঙ্কার পরিত্যাগ, করে যেই জন।
বিনয়ে সবার মন, করে আকর্ষণ॥
কাহাকেও নাহি যেই, করে হেয়জ্ঞান।
যথোচিত সকলের, করয়ে সম্মান॥
কিবা দীন হীন আর, কিবা মুর্খ জন।
কাহাকেও কভু নাহি, করেন হেলন॥
হেন নারী গুপ্ত ভাবে, যদিও কখন।
কাহাকেও অপমান, করে অকারণ॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৬। ন্যায়-পরায়ণা অতি, হয় যেই জন।
অনুচিত কার্য্য যেই, না করে কখন॥
ভক্তি করে যেই সদা, গুরুজনগণে।
সমুচিত স্নেহ করে, স্নেহের ভাজনে॥
কাহার অন্যায় রীতি, করিলে দর্শন।
চেষ্টা পায় সদা তারে করিতে শোধন॥
এমন রমণী যদি, ছাপিয়া কখন।
অনুচিত কার্য্য কভু, করেন সাধন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি ছাপা কি তা রয়?

৭। মোহের অধীন নাহি, হয় যেই জন।
পক্ষপাত শূন্য হয়, যাঁর আচরণ॥
সংসারে আসক্ত নাহি হয় যাঁর মন।
পরম পিতার আজ্ঞা, করেন পালন॥
মোহের কারণ যিনি, মোহের কারণ।
ধর্ম্ম সেতু কখন না, করেন লঙ্ঘন॥
গোপনেও যদি কভু, রমণী এমন।
বিষম মোহের জালে, হয়েন পতন॥
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

৮। যেই জন নীচ লক্ষ্য, করিতে সাধন।
ধর্ম্ম পথ হতে করে, বিধর্ম্মে গমন॥
মুখেতে কেবল কহে, ভক্তির কারণ।
কপট বচনে সবে করয় রঞ্জন॥
প্রথমে সবার কাছে পায় সে সম্মান।
যত দিন নাহি হয়, সত্যের প্রমাণ॥
কিন্তু পরে সত্য যবে, হইবে উদয়।
তখন সবার ভ্রম, যাইবে নিশ্চয়॥
ধার্ম্মিকা বলিয়া আর, তাহাকে তখন।
সমাদর করিবেক, হেন কোন জন?
যতই করুক চেষ্টা, যতই যতন।
যতই করুক শ্রম, সুনাম কারণ।
তবু তাহা ব্যক্ত হয়, সর্ব্বদেশ ময়।
ধর্ম্মে দিলে ঢাকে কাটি, ছাপা কি তা রয়?

রমাসুন্দরী ঘোষ।

মনের প্রতি উপদেশ।

শুন শুন ওরে মন, শুন শুন ওরে মন,
মোহপারাবারে আর, হৈওনা মগন।

তুমি জাননা কি মন, তুমি জাননা কি মন,
তব বন্ধু সেই যিনি, জগত কারণ।
যিনি করেন সৃজন, যিনি করেন সৃজন,
চিরকাল যাঁহা হতে, হইবে রক্ষণ।
আর যাঁহার কৃপায়, আর যাঁহার কৃপায়,
দিবা নিশি কত সুখ, পাওহে ধরায়।
তবে কেন ভুল তাঁরে, তবে কেন ভুল তাঁরে,
মগন হইয়া থাকি, মোহ পারাবারে?
কেহ না হবে আপন, কেহ না হবে আপন,
যখন করিবে গ্রাস, নিষ্ঠুর শমন।
শুদ্ধ সেই নিরাধার, শুদ্ধ সেই নিরাধার,
হইবেন ওরে মন, তোমার আধার।
ইথে হওহে চেতন, ইথে হওহে চেতন,
শেষেতে না হবে সঙ্গী, ভাই বন্ধু জন।
সবে ভ্রাতা জ্ঞান করি, সবে ভ্রাতা জ্ঞান করি,
সদ্ভাব করহ সদা, পক্ষপাত হরি।
কর তাঁহারে স্মরণ, কর তাঁহারে স্মরণ,
যিনি হন সকলের, দুঃখ-বিনাশন!
ভাবি মিথ্যা এ সংসার, ভাবি মিথ্যা এসংসার,
ধর্ম্মের সঞ্চয় কর, শুন কথা সার।

আর ইন্দ্রিয় সেবায়, আর ইন্দ্রিয় সেবায়,
মত্ত হয়ে থাকি যেন, ভুলনা তাঁহায়।
তাঁর লহরে শরণ, তাঁর লহরে শরণ,
পাইবে তা হলে তুমি, অমূল্য রতন।
হবে আত্মার উন্নতি, হবে আত্মার উন্নতি,
যাহাতে পাইবে মন, চরমেতে গতি।
ধর এই সদুপায়, ধর এই সদুপায়,
তাহলে পাইবে তুমি, পরম পিতায়।

শ্রীরমাসুন্দরী ঘোষ।

ঈশ্বর সাধন।

শুন শুন ভ্রান্ত মম বলিহে তোমায়।
ঈশ্বরের পদ ভুলে আছ কি আশায় ?
বারে বারে বলি মন না শোন বারণ।
ভ্রমণ করিছ যেন প্রমত্ত বারণ॥
মদে মত্ত হয়ে ভ্রম, করে অহঙ্কার।
জাননা যে কিছু দিনে হবে ছারখার॥
অতএব বলি মন করিয়া মিনতি।
ভক্তিভাবে কর সদা ঈশ্বরের স্তুতি॥

ঈশ্বরের পদে যদি হয়ে থাক নত।
অনায়াসে ফল তুমি পাবে মনোমত ॥
দয়াময় নাম তুমি ভুলে আছ কিসে ?
বোধ হয় মজে আছ বিষয়ের বিষে।
ওরে মন এই বেলা হও সাবধান।
সেই নাম বিনা নাহি দেখি পরিত্রাণ ॥
কেন মন অকারণ কর অন্বেষণ।
কত কাল ভ্রমপথে করিবে ভ্রমণ ?
জেনেও জাননা তুমি কর হাহাকার।
দেখিতেছ এসংসার সকলি অসার ॥
ঘুমে অচেতন আর রবে কতকাল।
ক্রমে ক্রমে ছেদ কর ভব মায়া জাল ॥
দুদিনের খেলা মাত্র এ ভব সংসার।
কেহই তোমার নয় তুমি নও কার ॥
মরণ নিকটে যবে হবে আগুসার।
ভাব রে ভাব রে দশা কি হবে তোমার ॥
তখন কোথায় যাবে, রবে কোন খানে।
কি ভাবে কাটিবে কাল থাকি কার স্থানে ॥
কোথায় রহিবে তব প্রিয় অহংকার।
লোভ মোহ দ্বেষ ক্রোধ হিংসা কদাচার ॥

অতএব বলি মন হও সাবধান।
ঈশ্বরের প্রতি তুমি রাখ ধ্যান জ্ঞান॥
নহিলে নিস্তার কিসে পাইবে রে মন।
নিকটে বসিয়ে আছে দুরন্ত শমন॥
যখন দংশন তোমা করিবেক হরি।*
কে হইবে সখা তব বিনা সেই হরি॥†
হায় মন একি ভাব দেখি রে তোমার।
অকারণে ভ্রম কেন অখিল সংসার॥
রয়েছে অমূল্য ধন তব দেহ পুরে।
তবে কেন মর তুমি ত্রিভুবন ঘুরে॥
জানিতেছ সদা যাঁরে দেহ রূপ পুরে।
কেন মন তবে তুমি ভাব তাঁরে দূরে॥
হৃদয় মন্দিরে দেখ মুদিয়ে নয়ন।
ধ্যানেতে তাঁহার সঙ্গে করহ মিলন॥
তাঁর প্রেমে মত্ত হও হৃদয়ে পশিয়ে।
কাজ নাই আর মন দূর দেশে গিয়ে॥
ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের সহায়।
ভক্তিভাবে প্রেম পুষ্প দেহ তাঁর পায়॥

* যম। † পরমেশ্বর।

কোথায় কি কর তত্ত্ব পূজার কারণ।
শরীর নৈবেদ্য তব কর নিবেদন॥
ভক্তির অধীন নাথ সকলেতে কয়।
ভক্তিভাবে যেই ডাকে তাহারে সদয়

হায় রে! অবোধ মন নাহি তব জ্ঞান।
নিত্য সত্য নিরঞ্জনে নাহি কর ধ্যান॥
কি হবে অন্তিমে গতি নাহি ভাব মনে।
কে তোমারে উদ্ধারিবে শমন ভবনে?
তাঁহার প্রেমেতে যদি নাহি হও লীন,
কে তোমারে উদ্ধারিবে দেখে দীন হীন॥
অতএব বলি শুন ওরে মূঢ় মন।
এখন ঈশ্বর নাম কররে স্মরণ॥
যাহাতে হইবে তব জ্ঞানের উদয়,
সর্ব্বদা থাকিবে যাহে প্রফুল্ল হৃদয়।
না থাকিবে রোগ শোক অন্য যত ভয়।
এমনি নামের গুণ জানিহ নিশ্চয়॥
মায়া জালে বদ্ধ হয়ে রবে আর কত।
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যে না হইয়া রত॥

সকল ত্যজিয়া স্মর নিত্য নিরঞ্জন।
যাহাতে হইবে তব বিপদ ভঞ্জন।
শমন আসিয়া যবে করিবে তাড়না।
কি বলে উত্তর দিবে বল না বল না?
কত দিন রবে আর এদেহ ভঁবনে।
অবশ্য যাইতে হবে শমন সদনে॥
অতএব মন তুমি দেখনা চাহিয়া।
সাধনের দিন তব যেতেছে বহিয়া॥
আর মন সাধনা করিবে তুমি কবে।
বুঝি কাল চক্রে নিপাতিত হবে যবে?
যাঁহার কৃপাতে কর এ দেহ ধারণ।
ইচ্ছামত করিতেছ গমনাগমন॥
যাঁহার কৃপাতে পেয়ে কোমল রসনা॥
নানামৃত রসাস্বাদে পূরাও বাসনা॥
যাঁহার কৃপাতে পেয়ে যুগল নয়ন।
নানামত শোভা তাহে কর দরশন॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্তোত্র ও প্রার্থনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্তোত্র ও প্রার্থনা।

যিনি জগতের পতি, সকল জীবের প্রাণ ধন, ও গতিহীনের গতি, এই পৃথিবীর অধিপতি; তিনি আমাদের পরম পিতা তিনি আমাদের স্নেহকারী মাতা, তিনি আমাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না। পৃথিবীর পিতামাতারা আমাদিগকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি সেই পরম পিতা আমাদিগকে কখন পরিত্যাগ করি-বেন না। আমারদিগের প্রতি তাঁহার যে কত দয়া, তাহা কেহ কখন বলিয়া শেষ করিতে পারে না। তিনি দয়াময় পরমপিতা, তিনি সর্ব্বদাই আমারদিগের মঙ্গল করিতেছেন; তিনি মঙ্গলময় পবিত্র পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে জ্ঞান, বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন; তিনি এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহা পালন করিতেছেন। এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই তাঁহার

মহিমা জাগ্রত রহিয়াছে, মনুষ্যগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। তাঁহারা কি কঠিনহৃদয়! যিনি সকল জীবের সুখের জন্য জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি এই পৃথিবীতে সমুদায় পদার্থ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরকে একবার মনেও করেন না। সেই জ্ঞানময় পরমেশ্বর সকল জীবের অন্তরে সর্ব্বদাই বাস করিতেছেন, তিনিই জীবদিগের একমাত্র গতি ও চিরকালের পিতামাতা; সেই স্নেহময়ী মাতা এক বার যদি আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, তাহা হইলেই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। তখন এখানকার পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, স্বামীপুত্র, বন্ধু বান্ধব, কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না এবং কেহ সঙ্গেও যাইবেন না। সেই ভয়ানকসময়ে সেই পরম পিতা পরমেশ্বর আমারদের জীবন-সহায় ও ত্রাণকর্ত্তা হইয়া ইহলোক হইতে আমারদিগকে পরলোকে লইয়া গিয়া তাঁহার সেই ব্রহ্মরস-সুধা পানদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার সেই প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শন দিয়া আমাদিগকে শীতল করিবেন। তিনি আমাদের সকলের মনের ভাব এককালে জানিতেছেন; তিনি আমারদের মনোময় ঈশ্বর।

হে জগদীশ্বর! আমার মন ভাল কর, বুদ্ধি ভাল

কর, আমাকে জ্ঞান প্রদান কর, আমাকে বল প্রদান কর। আমাকে ক্রমে ক্রমে তোমার দিকে লইয়া যাও। আমি যাহাতে তোমাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি আমাকে এরূপ জ্ঞান শিক্ষা দিও; আমি যেন তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া আমার মলিন হৃদয়কে উজ্জ্বল করিতে পারি। হে জগদীশ্বর! তুমি আমার আত্মাতে অবতীর্ণ হইয়া আমার আত্মাকে পবিত্র কর। আমি অবলা জ্ঞান হীন, কিরূপে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে হয় তাহা কিছুই জানি না। হে ঈশ্বর! আমি আর তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? আমি যেন এমন এক দিন অতিবাহিত না করি যে দিনে তোমার উপাসনা হইতে বিরত হই। হে পরমেশ্বর! আমি যেন তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া আমার তাপিত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারি; আমি যেন তোমার সত্যকে পালন করিতে পারি এবং তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারি; আমি যেন তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতে পারি। জগদীশ্বর! এই-প্রকার শক্তি প্রদান কর—যেন আমি তোমাকে চির-দিনই হৃদয়ে দেখিতে পাই। হে পরমেশ্বর! আমি যেন প্রতিদিনই প্রীতিকুসুম তোমার চরণে অর্পণ করিয়া তোমাকে মনের সহিত বার বার নমস্কার করি।

শ্রীযোগমায়া দেবী।

ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ।

হে করুণানিধান জগদীশ্বর! আমরা প্রত্যেক মনুষ্য তোমার করুণাবারি পান করিয়া জীবিত রহিয়াছি, এবং সকল সময়েই তোমার করুণা আমরা উপভোগ করিয়া থাকি। যেমন সূর্য্যকিরণ ভিন্ন উদ্ভিদ পদার্থ সকল বর্দ্ধিত হইতে ও জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ মানবগণও তোমার করুণা অভাবে ক্ষণকালও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। নাথ! ধন্য তোমার কৃপা। হে কৃপা-নিধান! অপার তোমার মহিমা এবং অনন্ত তোমার শক্তি! মনুষ্যদিগের আনন্দের এবং উন্নতির জন্য তুমি তাঁহাদিগকে কতক গুলি উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট উভয় প্রকারই মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছ এবং তাঁহা-দিগের শরীর পালনার্থ তাঁহাদিগকে কতক গুলি শুভকর ভৌতিক এবং শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখিয়াছ। এই সকল নিয়মের মধ্যে কোন একটি নিয়মের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, সকল নিয়মের অভিপ্রায় কেবল মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করা। হে দয়াময় পিতঃ! এক্ষণে আমি তোমার মঙ্গলস্বরূপের যে সকল মঙ্গলাভিপ্রায়

স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহা কোন কালে বিস্মৃত হইতে পারিব না। এই জগতের সকল পদার্থে ও সকল ঘটনাতে তোমার আশ্চর্য্য জ্ঞান কৌশল, তাহা আমি এক্ষণে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিয়াছি। আহা! সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য পিতা এবং মাতার মনে তুমি কত স্নেহ প্রদান করিয়াছ! অন্য লোকের যে কর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ হয়, পিতা মাতা তাহা সন্তানের জন্য অকাতরে স্নেহের সহিত করিয়া থাকেন। যদি এরূপ স্নেহ তাঁহাদিগের মনে না থাকিত, তাহা হইলে কখনই সৃষ্টি রক্ষা হইত না। হে মঙ্গলময় পরম পিতা, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদিগের মনে প্রীতি এবং পবিত্রতা দান কর এবং আমরা যেন মোহেতে মুহ্যমান না হই। যেন আমরা সংসার অনিত্য এবং ধর্ম্মই সার পদার্থ এই জ্ঞানে সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র তোমাকেই দর্শন করিতে পারি। সামান্য পিতা মাতার ন্যায় আমরা যেন কেবল সন্তান সন্তান করিয়া উন্মাদ না হই; স্নেহ এবং প্রীতি দ্বারা সন্তানকে লালন পালন করিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্মে তাহাকে দীক্ষিত করিতে পারি এই আমাদিগের প্রার্থনা।

তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর। পাপে এবং মোহেতে যেন আমাদিগের হৃদয় মলিন না হয়। মন মলিন হইলে আমি এই সমুদায় সংসারকে অন্ধকারময় দেখিব। হে করুণাময় জগতের পিতা! তোমার নিকট বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি, আমি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথে থাকিয়া তোমার মঙ্গলকার্য্য সাধন করিতে পারি। হে পরমেশ্বর! তুমি দয়া করিয়া মনুষ্যগণকে এই অভিপ্রায়ে জ্ঞান দিয়াছ, যে তাহারা স্বাধীন জীব হইয়া তোমার প্রদত্ত জ্ঞান প্রভাবে কোন্ কর্ম্ম উচিত এবং কোন্ কর্ম্ম অনুচিত ইহা বিবেচনা করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবে। আমি যদি জানিয়া শুনিয়া তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করি, তাহা হইলে অবশ্য আমাকে তোমার শাস্তি-ভোগ করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। পিতঃ! এক্ষণে আমাদের প্রতি দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে চিরকাল তোমার অপার ধর্ম্ম ব্রত পালনে সমর্থ কর। হে অন্তরের অন্তর! তোমার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। হে জীবনের নাথ! একবার এই অধীনীকে দর্শন দিয়া আমার তাপিত হৃদয়কে সান্ত্বনা কর। চিত্তক্ষেত্র পরিষ্কৃত না হইলে তোমার দর্শন লাভ করা যায় না।

অতএব হে জীবনের জীবন! আমাদিগকে এই প্রকার বল দেও, যেন আমরা সকল প্রকার পাপ হইতে দূরে থাকিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল রাখিতে পারি। তাহা হইলে মনোমন্দিরে তোমার অধিষ্ঠান অনুভব করিতে পারিবই পারিব। সামান্য লোকে সমস্ত দিবস তোমাকে বিস্মৃত থাকিয়া পরিশেষে কোন সময়ে নিশ্চিন্ত হইয়া একবার তোমার আরাধনা করিয়া ক্ষান্ত হয়। হে করুণাসাগর! আমি যেন চিরজীবন—অনন্ত জীবন তোমাতেই উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

সায়ংকালীন স্তোত্র।

সমস্ত দিবস অবসান হইয়া এক্ষণে রজনী উপস্থিত। প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিবস সূর্য্য প্রখর কিরণ সহিত উদিত থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছেন এবং সন্ধ্যা আরম্ভিতেই তিনি অস্ত হইলেন। এইক্ষণে নিস্তব্ধ রজনী উপস্থিত। এই সময়েও আবার চন্দ্র অগণ্য তারার সহিত আকাশ মণ্ডলে উদয় হইয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছেন। কিন্তু পিতা! আমি তোমার কন্যা হইয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একবার তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি

নাই, কেবলই সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, ও কেবলই এই প্রকারে মিথ্যা কার্য্যে রত থাকিয়া জীবনের সকল দিবস নিরর্থক ক্ষেপণ করিতেছি। হে পিতা! তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি, যেন সূর্য্যের ন্যায় আমি তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করি, যেন আমার শরীরে আলস্য প্রবেশ করিতে না পারে। আমাকে ধর্ম্ম বলে বলবতী কর, এবং আমার ইচ্ছা সকলকে কর্ত্তব্যের অনুগামী করিয়া দেও। দীননাথ! আমি অতি দুঃখিনী, আমার নিকটে প্রকাশিত হও, পাপীয়সী বলিয়া ত্যাগ করিও না, আমার আর তোমার সমান কেহ নাই। আমাকে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত কর, যেন তোমার প্রিয় কার্য্য করিতে করিতে আমার জীবন শেষ হয়, আমাকে তোমার চরণ-ছায়াতে রক্ষা কর, যেন শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া দিন দিন তোমার নিকটে অগ্রসর হই ও যেন প্রেয়কে দূর হইতে দূর করিয়া দিই। পিতা! তোমার প্রেম-সুখ লাভে বঞ্চিত করিও না, যেন সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে তোমাকে নিকট জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। করুণাময়! মনোনিবেশ করিয়া তোমার রাজ্যের শোভা দেখিলে আমার মন পুলকিত হয় এবং তোমার করুণা সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়। তুমি

করুণাসাগর, তোমার করুণার কথা কি বলিব! আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক, আমার সাধ্য নাই যে তাহা ব্যক্ত করি। আমার অজ্ঞানতা দূর কর ও তোমার নির্ম্মল স্নেহ-বারি দিয়া আমার হৃদয়ের মলা প্রক্ষালন কর, আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার চরণে প্রণাম। হে অনাথ-নাথ! এ অনাথিনীর প্রণাম গ্রহণ কর। হে প্রভু! এ দুঃখিনীর হৃদয়ে বিরাজ কর।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

হে পরমপিতা পরমেশ্বর! তোমার নিকটে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে আমি যেন কায় মনোবাক্যে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি, ও দিন দিন জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উন্নত করিতে পারিলেই চরিতার্থ হই।

হে পিতঃ! তোমার জগদ্ভাণ্ডারের প্রতি এক-বার মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে কত কত আশ্চর্য্য বিষয় জানিয়া পুলকিত হইতে হয়! বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিদেরা তোমার মহিমা প্রচার করিতেছে, পশু

পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীরা তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি জ্যোতির্ম্ময়েরা তোমারি আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে ! হায় ! আমি তোমার কন্যা হইয়া এক দণ্ডের জন্য তোমার আজ্ঞা প্রতি-পালন করিতে পারিতেছি না, কেবলই সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। হায় ! আমাদের যিনি জীবনের সার-পুরুষ, তাঁহাকে জানি-য়াও জানিতেছি না ও শুনিয়াও শুনিতেছি না। হে অনাথের নাথ ! আমি চিরদুঃখিনী। তুমি বিনা আর আমার কেহই নাই, তুমি আমার এক মাত্র চরম গতি, তোমাকে মনের সহিত স্মরণ করি ও ভজনা করি, তুমি একমাত্র জগতের সাক্ষী ও সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা।

নাথ ! তোমার উপাসনা যেন আমার হৃদয়ে ভূষণ স্বরূপ হইয়া থাকে। নাথ ! এদুঃখিনীর হৃদয়ে বিরাজ কর ও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করিয়া লও।

শ্রীসরস্বতী সেন।

কোন নারীর প্রার্থনা।

হে নাথ! তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া সূর্য্য সমস্ত দিবস প্রখর কিরণ বিস্তার করত জগতের আনন্দ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং আনন্দে লোহিত-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অস্তাচলে প্রস্থান করিতেছেন, দিবা অবসান হইয়াছে দেখিয়া জীব জন্তু সকল আপনাপন বাস-স্থানাভিমুখে গমন করিতেছে, শিশুরা প্রফুল্ল মনে মাতার ক্রোড়ে সুখে স্তনপান করিতেছে, ধর্ম্ম পরায়ণ মনুষ্যগণ তোমার মঙ্গলময় নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সুস্থচিত্তে প্রার্থনায় উৎসুক হইয়াছেন, পৃথিবী ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। এক্ষণে রজনী আগত হইতেছে দেখিয়া চন্দ্র সমগ্র তারামণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিতেছেন, পবনও তব আজ্ঞানুসারে ধীরে ধীরে বায়ু সঞ্চালন করিয়া জগৎকে সুখী করিতেছেন। নাথ! ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুই তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, কিন্তু হে পিতঃ! আমি এই সংসারের অলীক সুখে মত্ত থাকিয়া এক দিনও মনের সহিত তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছি না, পাপ রূপ অন্ধকূপে পতিত থাকিয়া নিরর্থক জীবনক্ষেপণ করি-

তেছি। দুরন্ত শমন ক্রমে নিকটে আগত হইতেছে, তাহার বিকট মূর্ত্তি মনে করিয়া ভয়ে অভিভূতা হইয়াছি। পিতা! এক্ষণে তোমার সেই চরণের আশ্রয় ব্যতিরেকে তব অবাধ্যা তনয়ার পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। নাথ! কৃপা করিয়া এ অধীনীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান তিমির হইতে মুক্ত কর, তোমার সেই অপার করুণাবারি অজস্র ধারে বর্ষণ করিয়া আমার হৃদয়ের পাপ তাপ মালিন্য প্রক্ষালন কর, এবং তোমার নিয়ম রজ্জুতে আমার মন দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ কর, আমার হৃদয়াসন অধিকার কর, ছায়ার ন্যায় আমাকে তোমার সঙ্গিনী কর। হে সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর! তোমা বিনা এসংসারে আমার আর কেহই নাই। নাথ! শরণাগত জনের মনের সাধ পূর্ণ কর, তোমার মহান্ বলে আমার হীন মলিন আত্মাকে বলী কর এবং আমার এই অপবিত্র আত্মাকে ধর্ম্মভূষণে ভূষিত কর, যেন অন্যান্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও তোমাতে মনোনিবেশ করিয়া সুখী থাকিতে পারি, তোমাকে নিকটে জানিয়া পাপে বিরত হই, একান্ত ভক্তি সহকারে তোমার যথার্থ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া সুখে দিন ক্ষেপণ করিতে সক্ষম হই, কৃপা করিয়া অধীনীর এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমা বিনা

আমার আর গতি নাই। হে নাথ! তোমা বিনা আমার পরিত্রাণের আর উপায় নাই। দয়াময়! অভয় দান কর, যেন তোমার সেবাতেই জীবন যাপন করি। তুমিই আমার মনের মন, আমি যেন তাহা ভুলিয়া না যাই এই আমার প্রার্থনা। কৃপা পূর্ব্বক অধীনীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শ্রীরাম মতি।

কাতরা নারীর প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! তোমা ভিন্ন অনাথার হৃদয়-বেদনা আর কে দূর করিবে? তাহার পাপভার-বহন-ক্লেশ হইতে আর কে নিষ্কৃতি দিবে এবং কেই বা তাহার বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া চক্ষের জল মুছাইবে? দয়াময়! আমি প্রতিদিন কত পাপাচরণ করিতেছি, তবু তোমার নির্ম্মল দয়া হইতে ত বঞ্চিত হই নাই। কৃপাময়! পাপী সন্তানের প্রতি তোমার যে বেশি দয়া। তবে কি তুমি এই অবলাকে পরিত্যাগ করিবে? তা কখনই ত পারিবে না। নাথ! আমি যে ঐ অভয় চরণের দাসী। চরণ না পেলে ত ছাড়িব না! শুনেছি দয়াল নামে পাষাণ গলে, তবে এ কঠিন

প্রাণ কেন না বিগলিত হইবে? পতিতপাবন ব্যতি-রেকে পতিত অবলাকে আর কে উদ্ধার করিবে? মুক্তি-দাতা ভিন্ন মুক্তির পথ আর কে দেখাইয়া দিবে? পিতা! তুমি যে সাধনের ধন, ভক্তের হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন! ভক্তি বিনা তোমাকে যে পাওয়া যায় না। কিন্তু নাথ! আমি তো সে ধনে বঞ্চিত। তবে তোমাকে কেমন করিয়া হৃদয়ে আনিতে পারিব? কৈ নাথ দিনান্তে ত একবার ডাকি না, আমার উপায় কি হইবে? পিতা এমন জীবন থাকিবার চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল।

দিবানিশি কেবল অনিত্য সংসার সুখে রত হইয়া জীবন অপবিত্র করিতেছি। হে ভয়হরণ! যখন সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ত পৃথিবীর কোন বস্তু আমাকে কালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না! আত্মীয়গণের সকল চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইবে। পরমাত্মীয়া স্নেহময়ী জননীর শোকাশ্রুপাতে ত কালের কঠিন হৃদয় ভিজিবে না এবং প্রিয়তম পতির প্রণয়-শৃঙ্খল ত আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। এককালে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে!! সে সময় তোমা ভিন্ন আর ত গতি নাই, তখন তোমার সেই মধুময় দয়া ব্যতিরেকে কে

আর মধুর স্বরে সান্ত্বনা দিবে? তখন তব অনুচর ধর্ম্ম বিনা কে সঙ্গের সাথী হইবে? তাই প্রভু সকাতরে তোমার চরণে এই নিবেদন, যেন ধর্ম্মকে জীবনের সার ধন বলিয়া জানিতে পারি এবং সেই প্রিয়সখার উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই। নাথ! অনাথিনীর এই মনস্কামনা সিদ্ধ কর।

শ্রীদাক্ষায়ণী।

রোগ সময়ের প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! আমি সর্ব্বদাই রোগের যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইতেছি, একবার তোমাকে অন্তঃকরণের সহিত স্মরণ করিতে পারিতেছি না। হে নাথ! আমি যখনই কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করি, তখনই রোগের যন্ত্রণা আসিয়া আমাকে নিতান্ত অস্থির করিতে থাকে, একবারও তোমাকে স্মরণ করিতে দেয় না। কিন্তু হে হৃদয়নাথ! আমি কি এই সামান্য রোগের যন্ত্রণা বশতঃ তোমাকে ভুলিয়া থাকিব? একবারও কি তোমার শান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিব না?

আমি এক্ষণে একবার রোগের যন্ত্রণা হইতে অবকাশ লইয়া তোমার পবিত্র চরণ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তোমাকে হৃদয়ে না দেখিয়া আমি কোন কার্য্যই করিতে পারিতেছি না। অতএব হে নাথ! তুমি এক্ষণে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার ব্যাকুলতা দূর কর। রোগের যন্ত্রণায় আমি তোমাকে অনেক ক্ষণ ভুলিয়াছিলাম। কিন্তু দেখ নাথ! এক্ষণে যেন আর আমি তোমাকে বিস্মৃত না হই। আমি পীড়ার জন্য যতই কেন কষ্ট পাই না, তোমাকে যেন একবারও ভুলি না। যেন সর্ব্বদাই আমি এই বলিতে পারি 'হে নাথ! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হউক।' হে করুণাময় পরমেশ্বর! হে হৃদয়নাথ! যদিও আমি রোগ যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইতেছি, তথাচ নাথ! আমি সর্ব্বত্রেই তোমার করুণাচিহ্ন সকল দেখিতেছি। হে করুণাসিন্ধু জগৎবন্ধু! আমি তোমার অপার করুণা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি। হে দীননাথ! আমাদের যে সকল অভাব আছে, তাহা তুমি সকলই জানিতেছ এবং জানিয়া তুমি তাহা পূর্ণ করিতেছ। আমাদের যে সকল অভাব আছে, তাহার কিছুই তোমাকে জ্ঞাত করিতে পারি না; কিন্তু নাথ! তুমি সেই সকল অভাবই জানিতে পারিয়া মোচন করি-

তেছ। তোমার দুর্ব্বল কন্যাদিগের প্রতি আরও কত করুণা প্রকাশ করিতেছ। এই বিদেশে থাকাতে আমাদের ধর্ম্মোপদেশের অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল, কিন্তু নাথ! তুমি তাহা জানিতে পারিয়া তোমার সাধু পুত্রদিগকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছ এবং তাঁহারাও আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া তোমার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছেন। নাথ! তোমার যে কত করুণা, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের ধর্ম্মের অভাব দেখিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য তুমি চেষ্টা করিতেছ এবং আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সাধু শিক্ষা দিয়া তোমার ক্রোড়ে লইবার জন্য তুমি কতই যত্ন করিতেছ। পিতা মাতা যেমন আপন শিশু সন্তানের ক্ষুব্ধ বদন দেখিয়া সচেষ্ট হইয়া তাহাকে আহার দিয়া থাকেন, তেমনই নাথ! তুমি আমাদিগের ধর্ম্মের অভাব দেখিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া থাক। আমরা ধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কালযাপন করিতেছিলাম, এবং সর্ব্বদাই মনে করিতাম যে, কতদিনে দেশে যাইয়া সাধুদিগকে দর্শন করিব এবং সাধুদিগের নিকট শিক্ষা করিব। কিন্তু নাথ! তুমি আমাদের এই ব্যাকুলতা অগ্রেই জানিতে পারিয়া তোমার এক সাধু পুত্রকে

আমাদের সমীপে প্রেরণ করিলে এবং সেই সাধু ভ্রাতাও এখানে আসিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধুশিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার অসীম সাহস ও গম্ভীর স্বভাব দেখিয়া আমাদের মনের ভাব সকল উন্নত হইতেছে। নাথ! তুমি আমাদের সুখের জন্য কি না করিতেছ, তুমি সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য প্রেরণ করিতেছ। তুমি আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তোমার আর দুই সাধু পুত্রকে আনাইয়া দিলে। পিতা! এই দুই সাধু ভ্রাতা এখানে আসাতে আমরা আরও অপার সুখ লাভ করিলাম। নাথ! তুমি অন্তর্যামী, সকলের মনের ভাব জানিতে পার এবং সেই জন্যই তোমার সাধু পুত্রদিগকে এখানে পাঠাইয়াছ। ধন্য নাথ তোমার করুণা! কিন্তু নাথ! পুনরায় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন রোগের যন্ত্রণায় আকুল না হই। রোগ যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া যেন সর্ব্বদাই তোমাকে ডাকিতে পারি।

শ্রীমতী সারদা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভাব।

হে পরম পিতঃ অখিল মাতঃ! এই হতভাগা

বঙ্গবাসিনী গণের প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, নতুবা আর আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা কি তোমার কন্যা হইয়া, যাবজ্জীবন এই পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিব? পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধে কাল ক্ষেপণ করিয়া আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভে বঞ্চিতা থাকিব? হে নাথ! যদ্যপি আমরা নানাবিধ উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পশু অপেক্ষা নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্তা থাকিব, তবে আর আমাদের মনুষ্য নামেই বা কি প্রয়োজন? তদপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। হায়! আমরা এমনই হতভাগ্য, যে যদিও কাহার সদাশয় পিতা আপনার কন্যাকে বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্তা করান, তবে তাহাতে তাহাদের কিছুই শ্রেয়ঃ সাধন হয় না। কারণ তাঁহারা কন্যার বর্ণজ্ঞান হইতে না হইতেই, বিবাহরূপ প্রবল তরঙ্গ দ্বারা উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর সমূলে উন্মূলিত করিয়া দেন। পরে যদিও কেহ কেহ বিদ্যানুশীলনে যত্নবতী হয়েন, কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন শুভ ফল দর্শেনা। কেননা শিক্ষকের নিকট সুরীতিক্রমে বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, ও সদুপদেশ প্রাপ্ত না হইলে, কখনই ভ্রম রূপ কণ্টকী সমূলে বিনাশিত হইতে পারে না। বরং অল্প বিদ্যাভ্যাস জন্য

হিতাহিত বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রায় সকলেই কুপুস্তক পাঠ দ্বারা আপনাদের ভ্রমান্ধতা আরো শতগুণে বৃদ্ধি করেন। অতএব হে পতিতপাবন দুঃখ-বিনাশন পরমেশ! একবার কৃপাবলোকনে এই হতভাগিনীগণের দুরবস্থা দূর কর, নহিলে আর আমাদের উপায়ান্তর নাই। পিতঃ! আমরা তোমা বিনা আর কাহার নিকটেই বা আমাদের দুঃখ প্রকাশ করিব? নাথ! আমরা এমনি দুরদৃষ্টা, যে যদি কোন মহাত্মা ব্যক্তি আমাদের দুঃখ দর্শনে দুঃখিত হইয়া তৎ প্রতীকারোদ্যোগী হয়েন, তাহা হইলে দেশাচার পিশাচ এমনি বীভৎস রূপ ধারণ করে, যে উক্ত মহদিচ্ছা বলবতী হওয়া দূরে থাকুক, উহাকে একেবারে গ্রাস করিতেই উদ্‌যোগ করে। অতএব নাথ! তোমা বিনা আর আমাদের এ দুঃখ পারাবারে আশ্রয় তরণী কেহই নাই। হায়! আমরা কি হত-ভাগা! শৈশবাবধি চরম কাল পর্য্যন্ত কেবল নীচ কর্ম্মেই সময় ক্ষেপণ করি। কি প্রকারেই বা না হইবে? বিদ্যা রসে বঞ্চিতা থাকিলে মন পশুর ন্যায় হয়। হায়! আমরা বুঝি কেবল নীচ কর্ম্মের নিমিত্তই এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম! নহিলে কেনই বা আমরা বিদ্যারসে বঞ্চিতা থাকিব? কেনইবা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর

ন্যায় গৃহ-কারাবদ্ধা থাকিব ? হায় ! কি পরিতাপের বিষয় !!

শ্রী র, সু, দা,

সায়ংকালের প্রার্থনা।

হে করুণাময় পরমেশ্বর ! আমি এক্ষণে তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া একবার দর্শন দিয়া আমার তাপিত চিত্তকে সান্ত্বনা প্রদান কর। আমি সমস্ত দিবস কেবল বিষয়ের বিষাক্তবাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, একবারও তোমাকে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করি নাই। নাথ ! সমস্ত দিবসের মধ্যে সংসারের ক্ষুদ্র চিন্তা ও সাংসারিক শোক দুঃখে নিমগ্ন রহিয়াছি। আমি কি অকৃতজ্ঞ নরাধম ও পাপিষ্ঠ, আমি তোমাহইতে সকল সুখ প্রাপ্ত হইয়া তোমাকেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। হা ! আমা অপেক্ষা ঘোর পাপী আর এ জগতে কে আছে ? আমি সর্ব্বসুখদাতা পরমপিতা পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সামান্য সাংসারিক সুখের জন্য ব্যাকুলিত ও চিন্তিত হই ! আর আমি সাংসারিক শোক দুঃখে কাতর হইতে ইচ্ছা করি না। আমি এতকাল কেবল শোক রোগ ভোগ

করিতেছি, আমার উন্নতি কিছুই করিতে পারি নাই। এক্ষণে আমি উত্তম রূপে জানিতে পারিলাম, যে সাংসারিক সুখ কেবল অনিত্য পদার্থ মাত্র এবং যন্ত্রণাদায়ক। কেবল তুমি মাত্র নিত্য ও সারপদার্থ। নাথ! তুমি কৃপা করিয়া যেমন আমাকে এই জ্ঞানটি প্রদান করিলে, সেইরূপ তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধুশিক্ষা প্রদান কর এবং যাহাতে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া জীবনে তোমার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া এই বল প্রদান কর। নাথ! তোমার অসাধ্য আমি কিছুই দেখি না। আমাদের যত কেন অভাব থাকুক না, তাহা তুমি অবশ্যই মোচন করিবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। নাথ! তোমার করুণার কি সীমা আছে? আমি যত পাপে বিকৃত হইয়া তোমাহইতে দূরে পতিত হই, ততই তুমি বাহু প্রসারিত করিয়া তোমার প্রেমময় ভুজপাশে আমাকে বদ্ধ করিতে থাক। নাথ! তোমার দয়াময় নামটি সাধুমুখে শুনিয়া তোমাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতেছিলাম। এক্ষণে নাথ! তোমার সেই দয়াময় নামের মহিমা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে দুর্ব্বল সন্তানদিগের প্রতি তোমার অপার দয়া। তুমি

দুর্ব্বল সন্তানদিগকে ধর্ম্ম বল প্রদান করিয়া স্বর্গ-রাজ্যের অনন্ত সুখ দিবে বলিয়া আশা দিতেছ। তোমার দয়াতে তোমার ভক্তেরা তোমার উপা-সনায় আনন্দলাভ করিয়া তোমাকে আনন্দময় দয়াময় নাম দিয়াছেন। নাথ ! তোমার এই অসীম দয়া দেখিয়া, কোন্ পামর-মতি মনুষ্য তোমাকে দয়াময় না বলিয়া থাকিতে পারে ? নাথ ! এক্ষণে তোমার দয়ার বিষয় ভাবিয়া আমি স্তব্ধ হইয়াছি এবং তুমি দুর্ব্বল কন্যাদিগের প্রতি অধিক দয়া প্রকাশ কর, তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। নাথ তুমি আমাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে শিথিল দেখিয়া কৃপা করিয়া আমাদিগকে সাধু সঙ্গ দিতেছ। গতবৎসর তোমার সাধু পুত্রদিগকে এই দূরদেশে প্রেরণ করিয়া আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্ম বীজ রোপণ করাইয়াছিলে। আবার এ বৎসরে আর এক সাধু পুত্রকে প্রেরণ করিয়া সেই বীজ অঙ্কুরিত করিতেছ। ইহা নাথ ! তোমার কম করুণার চিহ্ন নহে। কি আশ্চর্য্য ! আমরা নিজে নিজে আপনার উন্নতির বিষয় কিছুই ভাবিতে-ছিলাম না, কিন্তু তুমি দয়া করিয়া কোথা হইতে তোমার এই সাধু পুত্রকে আনাইয়া দিয়া আমাদের উন্নতির সোপান করিয়া দিলে ইহা দেখিয়া আমি

আশ্চর্য্য হইয়াছি এবং তোমার মহিমা ঘোষণা করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছি। কিন্তু নাথ! ইহাতেও আমার মনের ক্ষোভ নিবারণ হইতেছে না। পিতা, আমার মনে এক্ষণে এই ইচ্ছা হইতেছে যে তোমার এই মহিমাটি নগরে নগরে দেশে দেশে ও পথে পথে সকল ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলি এবং সকলে মিলিয়া তোমার নামটি উচ্চারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করি। নাথ! আমি যত তোমার নামামৃত পান করিতেছি, ততই আমার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে। এই যে নামামৃত পান করিবার অধিকারী হইলাম, এ কেবল তোমার কৃপাতে এবং তোমার সাধু পুত্রের সাধু দৃষ্টান্তেতে। নাথ! তুমি যেমন কৃপা করিয়া এই অমূল্য সাধু সঙ্গ দিলে তেমনি নাথ! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সাধক কর, আমরা সাধক হইয়া তোমার সাধনা করিয়া জীবনের তৃপ্তি লাভ করি। নাথ! ইহার পূর্ব্বেত আমরা এরূপ সাধু হইতে ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তোমার কৃপা-বলে এই সাধু ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁর সাধুদৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সাধু হইতে ইচ্ছা করিতেছি। এক্ষণে জানিলাম নাথ! তোমার সাধু সন্তানের উপর তোমার কত করুণা। দয়াময়! তুমি যেমন দয়া করিয়া সাধুসঙ্গ

দিতেছ, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ধার্ম্মিকা কর। আমরা যেন ধার্ম্মিকা হইয়া চিরদিন তোমার সাধু পুত্রকন্যাদিগের সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে ডাকিতে পারি, অসাধু ইচ্ছা যেন আর আমাদের নিকট আসিতে না পারে।

নাথ! কতবার আমি তোমার এই নামামৃত পান করিয়া সাধু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু আমি দুর্ব্বলমতি, কোথা হইতে প্রবল পাপ আসিয়া আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে দেয় নাই। তুমি দুর্ব্বলের বল ও অনাথের নাথ, আমার দুর্ব্বলতা জানিতে পারিয়া এবং আমার দুরবস্থা দর্শন করিয়া কৃপা করত এই সাধু ভ্রাতার দ্বারা ধর্ম্মের সোপান দেখাইয়া দিলে। তুমি যাহা দিয়াছ নাথ, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে আমরা নিজ নিজ চেষ্টাতে যেন দিন দিন তাহার উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে পারি এই আমার প্রার্থনা। নাথ! তুমি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। নাথ! আমি নিশ্চয় জানি যে তুমি ভক্তবৎসল। তোমার ভক্তেরা যে যাহা ইচ্ছা করে, তুমি তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ কর। নাথ! ইহাতে আর আমার সন্দেহ নাই, আমি নিজের হৃদয়েই উহা জানিতে পারিয়াছি। আমি যে এত ঘোর

পাপী তাহাতেও তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছ, ইহা তোমার কম মহিমার কথা নহে। আমি যে ইচ্ছা মনে মনে করিতেছিলাম, তাহাত মনুষ্য মণ্ডলীতে কেহই কিছু জানিতে পারেন নাই; কিন্তু নাথ তুমি অন্তর্যামী, তুমি আমার অন্তরের ব্যাকুলতা জানিতে পারিয়া তাহা পূর্ণ করিলে। হে নাথ! তোমার বাঞ্ছা-কল্পতরু নামের মহিমা আজি আমার নিকট প্রকাশ করিলে। এক্ষণে নাথ! তোমাকে আমার প্রতি আর একটি দয়া প্রকাশ করিতে হইবে। আমি এই প্রার্থনা-সনে বসিবার পূর্ব্বেই তোমাকে পাইবার জন্য কাতর হইয়াছিলাম, এখন কি আবার পিতা সেইরূপ কাতর হইয়াই তোমার দ্বার হইতে—তোমার অমৃত ভাণ্ডারের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইব? না কখনই না। পিতা এক্ষণে তোমাকে একবার আমি আমার হৃদয় মধ্যে না দেখিয়া শুষ্ক হৃদয়ে তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইব না। তোমাকে একবার আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইতেই হইবে। অতি কাতর হইয়া আসিয়াছি এক-বার দয়া কর, দয়া করিয়া দেখা দেও, দেখা দিয়া এই দুঃখিনীকে কৃতার্থ কর, সান্ত্বনা কর। আমি আর কিছু চাহি না, নাথ! তোমার নিকট আর কিছু চাহি না। কেবল তোমাকে দেখিতে চাই। একবার মাত্র নাথ!

দর্শন দেও, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে। এখন আমি অনন্যমনা হইয়া তোমার দিকে হৃদয়-দ্বার মুক্ত করিলাম, তুমি এই অপবিত্র হৃদয়-আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে পবিত্র কর এবং এই হৃদয়কে তোমার চির আসন করিয়া লও।

শ্রীমতী সারদা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! যেমন তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য নগরে নগরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছ, তেমনি আমাদিগের মনে তুমি শুভ বুদ্ধি প্রদান কর যেন আমরা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারি, এবং তোমাকে হৃদয় মন সকলি সমর্পণ করিতে পারি, মনুষ্যগণকে যেন ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়া জ্ঞান করি। হে নাথ! তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে অত্যাচার বর্ষণ হইতেছে, এখন তুমি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হও। তোমার অভয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নির্ভয়ে সকল অত্যাচার সহ্য করি। বিগত কালের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি-

লাম, সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভর করিতে পারি নাই বলিয়া হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। এখন ভবিষ্যতে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারি, তুমি আমাকে এমত শক্তি দেও। তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তুমি ধন্য! নাথ তুমি ধন্য! হে নাথ! এখন আমি তোমার উপাসনা করিব বলিয়া একাকী বসিয়াছি, কিন্তু নাথ, জানি না কিরূপে তোমার উপাসনা করিতে হয়। তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিব স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়াছি, কিন্তু জানি না কিরূপে তোমাকে দেখিতে হয়। হে নাথ! তবে কি আমি শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া যাইব? তুমি অনাথশরণ, তুমি ভক্তবৎসল। যদি আমরা তোমাকে দেখিবার উপযুক্ত না হই, তুমি আমাদিগকে দর্শন দিবে। আমরা তোমার কন্যা, তুমি আমাদের পিতা, সস্নেহে আমাদিগকে ক্রোড়ে লও, আমরা পিতা বলিয়া তোমার পবিত্র ক্রোড়ে ব্যগ্র হইয়া গিয়া বসি, এই আমাদিগের আশা। ধন্য পিতঃ! ধন্য তোমার করুণা! পাপী বলিয়া তুমি তোমার কোন পুত্র ও কন্যাকে পরিত্যাগ কর না, তাহা আমরা স্পষ্ট প্রতীতি করিয়াছি। হে নাথ! আমাদিগের জীবন কি জঘন্য ছিল, নাথ! তাহা স্মরণ করিতেছি।

কোথা হইতে তোমার কৃপাদৃষ্টি আমাদিগের উপর পতিত হইল, আর আমরা জানিলাম যে আমরা, পরম দেবতা এবং পরম পবিত্র স্বরূপের পুত্র ও কন্যা। আমাদিগের আর এরূপ জঘন্য ভাবে কাল ক্ষেপণ করা উচিত নহে, তাহা হইলে পিতাকে অবমাননা করা হয়। এই জ্ঞান তোমার কৃপাতে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হইতেছে। এখন আমরা তোমার কৃপায় পবিত্রতা লাভ করিতেছি, কিন্তু নাথ! আমাদিগের নিজ নিজ শক্তি দ্বারা আমরা সাধু হইতে পারিতেছি না, আমাদিগের সাধুতা তোমার সাহায্য-সাপেক্ষ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে পাপ হইতে পবিত্র করিয়া লও তাহা হইলেই আমরা পবিত্র হইতে পারিব। কুপ্রবৃত্তিরূপ পিশাচ আমাদের মনকে যে ভয়ানকরূপে জঘন্য করিয়া রাখিয়াছে তাহা আর কি বলিব? তুমি অন্তর্যামী, সকলি জানিতেছ এবং সকলি দেখিতে পাইতেছ। তথাপি আমরা তাহা না প্রকাশ করিয়া আর থাকিতে পারি না। নাথ! পাপের যাতনা আর সহ্য করিতে পারি না। ইচ্ছা হইতেছে যে উন্নত হইব, পবিত্র হইব, এবং সাধু হইব। আর যেন আমাদের আচরণে অসাধুতা লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে মন্দ অভ্যাস সকল আমাদিগের কার্য্যেতে, বাক্যেতে এবং চিন্তাতে দেখা যাইবে

না। অতএব নাথ! তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

শ্রীকামিনী দত্ত।

মাতৃবিয়োগে কন্যার প্রার্থনা।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! অদ্য দশ দিবস হইল, আমাদের পরম স্নেহকারিণী গর্ভধারিণী মাতা এই অনিত্য মোহময় সংসার ত্যাগ করিয়া তোমার শীতল ক্রোড়ে স্থান পাইবার আশায় পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এতদিন আমাদিগকে প্রাণ-পণ যত্নে প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোক পথের পথিক হইয়াছেন। এখন আমাকে অত্যন্ত নিরাশ্রয় বোধ করিতেছি, কিন্তু জগদীশ! আমি জানিতেছি যে তুমি তাঁহাকে আমাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রতিনিধি স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলে, এক্ষণে তাঁহার সময় হওয়াতে তাঁহাকে গ্রহণ করিলে। আমার মাতা বর্ত্তমান থাকিতেও তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাঁহার অবর্ত্তমানেও তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিবে। তিনি জীবিত থাকিয়া কেবল রোগ যন্ত্রণা ভোগ

করিতেন ; সর্ব্বদা রোগশয্যায় শয়ন করিয়া হাহাকার শব্দে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাহা শ্রবণ করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। জগদীশ ! এক্ষণে তিনি সকল রোগ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তোমার সুশীতল চরণছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া অমৃত সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, ইহা আমাদের অতিশয় আনন্দের বিষয়। তিনি যতদূর আমাদের দ্বারা রক্ষিত হইতেন এক্ষণে সেই চক্ষুর অগোচর অমৃত নিকেতনে, দয়াময় ! তুমি তাঁহাকে তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণে প্রীতির সহিত তোমার অপার অচিন্তনীয় করুণার সহিত রক্ষা করিতেছ। হে করুণাময় ! আমরা তোমার সেই ব্রাহ্মিকা কন্যাকে কত সময়ে কত প্রকারে কষ্ট দিয়াছি, হয়ত তাঁহার অনেক আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি। তাহা চিন্তা করিলে আমার বুক্ বিদীর্ণ হয়। হে করুণাময় পরমেশ্বর ! আমার সেই ভয়ানক অপরাধের নিমিত্ত তোমার নিকট এবং মৃতমাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দয়াময় ! এই দুঃখিনী পাপী কন্যার প্রতি করুণা প্রকাশ-পূর্ব্বক আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

জগদীশ্বর ! যাহাতে আমার সেই ব্রাহ্মিকা মাতার পরকালে পরিত্রাণ হয়, যাহাতে তিনি সেখানে

তোমার অমৃত ক্রোড় প্রাপ্ত হইতে পারেন, তোমার নিকট এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি। তিনি এই পৃথিবীতে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। হে দয়াময় জগদীশ্বর! তুমি করুণাময়, তোমার এই দুঃখিনী কন্যার প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

কুমারী রাজলক্ষ্মী মৈত্র।

ঈশ্বরের মহিমা।

যে দিকেতে ফিরাই নয়ন
সেই দিকে করি বিলোকন
অপার বিভু মহিমা,
মিলে না যাহার সীমা,
সকলই কৌশলে রচন।

প্রভাতের তরুণ তপন
মরি কিবা নয়ন রঞ্জন!
পাখীর ললিত গীত,
সকলেই প্রফুল্লিত,
মনুজের হরষিত মন।

নানাবিধ কুসুম নিচয়
সারি সারি ফুটে সমুদায়!
সুমধুর মনোহর,
শোভয়ে ধরণীপর,
গন্ধবহ সুসৌরভ বয়।

শস্য-পূর্ণ হরিত প্রান্তর
বীচি যেন ধরণী উপর!
মনোহর সুরঞ্জিত
থাকয়ে হয়ে শোভিত
দর্শকের নেত্র তৃপ্তিকর।

সুষমা পূরিত উপবন!
তাহে করে বিহগ কূজন!
লতা পাতা বিমণ্ডিত,
তরু রাজি সুশোভিত,
সকলেই হরে লয় মন।

নিরমল সুনীল আকাশে
আহা! যবে চন্দ্রমা প্রকাশে।

দশদিক আলোময়,
নিশীথে দিবসোদয়,
হাসি মুখে কুমুদ বিকাশে।

নিবিড় নীরদ দল মাজে
ক্ষণ-প্রভা কি সুন্দর সাজে,
চমকিয়া ত্রিভুবন,
সচকিত করে মন,
ক্ষণে ক্ষণে অম্বরে বিরাজে!

কাদম্বিনী হেরিলে অম্বরে
শিখীকুল পুলকের ভরে,
স্বীয় পুচ্ছ বিস্তারিয়ে,
শিখিনীরে সঙ্গে নিয়ে,
কিবা নৃত্য আরম্ভন করে!

প্রকাণ্ড ভূধর শ্রেণীচয়
যেন কারো নাহি করে ভয়!
উন্নত করিয়া শির,
দৃঢ় কায় মহাবীর,
কিছুতেই কাঁপে না হৃদয়।

সেই সব ভূধরের গায়
আহা কি সুন্দর শোভা পায় !
 সুশোভিত মনোহর
 বিবিধ তরু-নিকর
হেরিলেই নয়ন জুড়ায়।

নির্ঝরের সুশীতল জল
কিবা স্বচ্ছ কিবা নিরমল !
 গিরিবর-শির হতে
 সুগম্ভীর নিনাদেতে
পড়ে আসি অচলের তল।

চারিদিকে সুবিশাল গিরি
দাঁড়াইয়ে শোভে সারি সারি
 তার মাঝে সুললিত
 উপত্যকা সুশোভিত
কি সুন্দর ! আহা মরি মরি !

এই সব অপূর্ব্ব রচন
দিবানিশি করিছে ঘোষণ

মহতী বিভু-মহিমা,
অচিন্তন অনুপমা,
গাও সবে আনন্দিত মন।

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী।

স্তোত্র।

বার বার ধন্যবাদ করিহে তোমায়।
তোমার সৃজন হেরে নয়ন জুড়ায়॥
এই পৃথিবীর কিবা শোভা মনোহর।
হেরিলে সুধাংশু হয় প্রফুল্ল অন্তর॥
তারাগণ হীরা প্রায় যেন আকাশেতে
অনন্ত কৌশল তব, কে পারে বর্ণিতে?
যখন প্রখর রবি উদিত গগণে।
পক্ষিগণ গান করে আনন্দিত মনে॥
গাছের কেমন শোভা ফল আর ফুলে!
পরিশ্রান্ত হয়ে জীব বসে তরুতলে॥
যখন মেঘেতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার।
বিদ্যুতের আলো তাহে কিবা চমৎকার॥
ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ গুলি জলোপরি খেলে।
সুন্দর দেখায় তায় কমল ফুটিলে॥

কেবা সাজাইল রঙ রামধনুকেতে।
সকলি তোমার সৃষ্টি যা পাই দেখিতে॥
তোমার আদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।
তুমিহে পরম গতি পরম আশ্রয়॥
নিমেষ, মুহূর্ত্ত, পক্ষ, মাস, সংবৎসর।
তোমার নিয়মে আসে যায় নিরন্তর॥
বিচিত্র জগৎ তব আশ্চর্য্য রচনা।
প্রার্থনা সাপেক্ষ নহে তোমার করুণা॥
সকল জীবেরে দয়া করহ সমান।
জননী পালন করে যেমন সন্তান॥
অজ্ঞান প্রযুক্ত কিবা বলিতেছি আমি।
যাঁহার তুলনা নাই যিনি বিশ্বস্বামী॥
মনুষ্য সহিত নহে তুলনা তোমার।
ক্ষুদ্র জীব হয়ে আমি কি বলিব তার॥
অনন্ত শকতি তব মহিমা অপার।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি করি নমস্কার॥

শ্রীমতী ক্ষীরদা দাসী।

নিশীথকালীন স্তোত্র।

নিশীথ সময় ক্রমে সময় পাইয়া,
নিশানাথ সঙ্গিসহ উদিত আসিয়া।
কিবা শোভা হইয়াছে গগন উপর,
নক্ষত্র বেষ্টিত তথা পূর্ণ শশধর।
পশু পক্ষি আদি যত হয়েছে নীরব,
নিজ নিজালয়ে বসে করিতেছে স্তব।
বহিতেছে সুখ সেব্য মলয় অনিল,
ধরেছে গগন, বর্ণ সমুজ্জ্বল নীল।
জলচর ভূচর খেচর জীবগণ,
নিশাযোগে নিদ্রা সুখে আছে নিমগন।
জগতের শোভা আহা কিবা মনোহর,
প্রীতিকর শোভাময় পূর্ণ সুধাকর।
জগতে তুলনা দিতে নাহিক তাহার,
জগদীশ! তুমিহে তাহার মূলাধার।
সর্ব্বত্রই দেখি পিতঃ মহিমা তোমার,
শোভাহেতু সৃজিয়াছ জগৎ সংসার।
পর্ব্বত গুহায় আর সলিল কাননে,
শোভিত করেছ কিবা পশুপক্ষী মীনে।

আহা মরি সে শোভার করিতে বর্ণন,
মন যেন ক্ষান্ত নাহি হয় কদাচন।
সকলেই তব প্রেমে হইয়া মোহিত,
করিতেছে নানা সুখে সময় যাপিত।
জড় বস্তু উদ্ভিদাদি হইয়া জাগ্রত,
পালিতেছে প্রভু তব আজ্ঞা অবিরত।
আমিতো তোমার কন্যা অজ্ঞানের প্রায়,
নাহি কিছু করিতেছি ধর্ম্মের উপায়।
কি প্রকারে তব প্রেম করিব হে পান,
আমি হে অজ্ঞান নারী পশুর সমান।
এই ভিক্ষা দয়াময়! তব স্থানে চাই,
জ্ঞান ভিক্ষা বিতরিয়ে পদে দেহ ঠাঁই।

শ্রীমতী জয়কালী।

ঈশ্বরের মহিমা।

কোথা ওহে জগদীশ জগত জীবন।
কৃপা করি কর মম, পাপ বিমোচন॥
অধর্ম্মের পথ হোতে, কর মোরে ত্রাণ।
পরাধীনা নারী আমি, নাহি কিছু জ্ঞান॥

নাহি পারি হিতাহিত, করিতে বিচার।
লঙ্ঘন করি হে কত, নিয়ম তোমার॥
এরূপ অজ্ঞানে অন্ধ, আমি মূঢ়মতি।
না পারি বর্ণিতে নাথ, তোমার শকতি॥
জগতের শোভা মরি, কিবা মনোহর।
সকল পদার্থ হয়, অতি হিতকর॥
হায়! কিবা চমৎকার, চারু শশধর।
কেমন শোভিত করে! নক্ষত্র নিকর॥
কি দিব উপমা তার, নাহিক তুলনা।
করিতে না পারে কেহ, তাহার বর্ণনা॥
ফল ফুলে বৃক্ষগণ, কিবা সুশোভিত।
মলয় পবন তায়, করয়ে মোহিত॥
পর্ব্বত গহ্বরে আর, নিবিড় কাননে।
শোভিত করয়ে কিবা! পশু পক্ষিগণে॥
এ সকল মহিমার, করিতে তুলন।
মনুষ্য নির্ম্মিত দ্রব্যে, না হয় কখন॥
অতএব ওহে নাথ, এই ধরণীতে।
প্রকৃতির শোভা কেহ, না পারে বর্ণিতে॥
কাহার বা সাধ্য পিতঃ! হইবে এমন।
তোমার মহিমা নাথ! করিবে বর্ণন॥

তাহাতে আবার আমি, জ্ঞানহীনা নারী।
তোমার সৃজিত দ্রব্য, বর্ণিতে না পারি ॥
কেমনে এমন সাধ্য, হইবে আমার।
বর্ণিতে যাহাতে পারি, মহিমা তোমার ॥
অতএব তাত মম, হয় এই মন।
দিবা নিশি তোমারে হে, করিতে স্মরণ ॥
এই ভিক্ষা এ দীনায় দেহ কৃপাময়।
তোমার আশ্রয়ে কভু বঞ্চিত না হয় ॥

শ্রীমতী রমাসুন্দরী।

ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা।

কোথা ওহে দীননাথ জগত আধার,
কৃপাকরি ওহে নাথ হের একবার।
সংসার অনলে পড়ি, নাহি অন্য গতি,
নিবেদন করি ওহে হৃদয়ের পতি।
তোমার নিকটে নাথ এই ভিক্ষা চাই,
চরণ ছায়াতে যেন সদা স্থান পাই।
যখন যেদিকে আমি ফিরাই নয়ন,
করুণাময়ের চিহ্ন করি দরশন।

মনেতে বাসনা নাথ সকল সময়,
হৃদয় কুটীরে দিতে আসন তোমায়।
এ আশা না পূর্ণ যদি হয় হে আমার,
কিছু নাহি চাহি আর নিকটে তোমার।
যখন তোমাকে নাথ করি হে সাধন,
আনন্দ সলিলে মন হয় নিমগন।
তব প্রেমমুখ যবে দেখয় হৃদয়,
সংসার যন্ত্রণা সব আর নাহি রয়।
কোথা ওহে কৃপাময় অনাথের পতি,
বারেক হের হে নাথ অধীনীর প্রতি।
পাপেতে জড়িত হয়ে হৃদয় দহিছে,
দেখিতে না পেয়ে নাথ ক্রন্দন করিছে।
করুণ কাতরভাবে করি অনুতাপ,
দয়ার সাগর ওহে হর মনস্তাপ!
তোমার নিকটে নাথ করি নিবেদন,
তবগুণ গায় যেন সদা মম মন।
প্রভাতে দেখিয়ে নাথ ভানুকে উদিত,
হৃদয় কন্দর মোর হয় প্রফুল্লিত।
পক্ষিসব একরবে হইয়া মিলিত,
তোমাকে ডাকয়ে নাথ হয়ে হরষিত।

জগতের শোভা যত হেরিয়ে তখন,
আনন্দে হরষ জলে ভাসে দুনয়ন।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।

প্রভাত স্তোত্র।

অরুণ অভাবে, তিমির প্রভাবে,
নিস্তব্ধ আছিল ধারা।
ঈশ্বর কৃপাতে ভানুর প্রভাতে,
প্রফুল্লিত কলেবরা॥
পাইয়া আলোক, হইয়া পুলক,
যত বিহঙ্গম আসি!
বসি বৃক্ষডালে, গায় সুধাতালে,
জগদীশ প্রেমে ভাসি॥
শুনে সে কূজন, যতেক ভূজন,
সবে পুলকিত হয়।
করি যোড়পাণি, তাঁরে ধন্য মানি,
নিজকর্ম্মে প্রবেশয়॥
যত পশুগণ, নিজ প্রয়োজন,
সাধিবারে সবে ধায়।

বনপুষ্প যত, দেখি প্রস্ফুটিত,
সুখে ভৃঙ্গ মধুখায়॥
লইয়া পসারি, যতেক ব্যাপারি,
নিজ ব্যবসায়ে চলে।
কিবা সুশীতল, বহিছে অনিল,
সুধা প্রায় ধরাতলে॥
এই ত্রিভুবনে, বিবিধ ভূষণে,
ওহে জগদীশ তুমি।
করিয়া সৃজন, করিছ পালন,
তুমি জগতের স্বামী॥
তব সিংহাসন, সর্ব্বত্রে স্থাপন,
বিরাজিত সর্ব্বক্ষণ।
মৃত্তিকা সকলে, নব দূর্ব্বাদলে,
জ্ঞান হয় ফুলাসন॥
মন হুতাশনে, প্রেমবারি দানে,
সিক্ত করিয়াছ তুমি।
মম বাঞ্ছা যত, জানত তাবত,
তুমি নাথ অন্তর্যামী॥
সদা বাঞ্ছা করে, চিত্ত সরোবরে,
ফুটে যে কমল দল।

ভক্তির চন্দনে, মাখিয়া যতনে,
পূজি তব পদতল ॥

শ্রীজয়কালী গুপ্ত।

দয়াময়ের চরণাশ্রয় প্রার্থনা।

কোথা হে করুণাময় জগতের পতি,
কৃপা দৃষ্টিপাত কর অধীনীর প্রতি।
পাপেতে জড়িত আমি রহিতে না পারি,
কেমন পাইব পিতা তব প্রেমবারি।
অনাথের নাথ তুমি নির্ধনের ধন,
ভক্তি-পুষ্প দিয়া নাথ পূজিব চরণ।
সবিনয়ে করি পিতা এই নিবেদন,
তোমার চরণ তলে যেন থাকে মন।
কেমনে পাইব প্রভু তব দরশন,
হৃদয়ে আইলে তুমি জুড়াব জীবন।
তোমার দয়ার আমি কত দিব সীমা,
যে দিকে ফিরাই আঁখি তোমারি মহিমা।
করুণা করিয়া পিতা এস হৃদাসনে,
বারেক হের হে নাথ এ অধীনী জনে।

সংসারের ভার আর সহেনা এপ্রাণে,
শীতল করহে নাথ প্রেমবারি দানে।
তোমায় নিমেষ মাত্র ভুলে নাহি থাকি,
দয়াময় নাম যেন হৃদয়েতে রাখি।
পাপেতে জড়িত আমি কত রব আর,
থাকিবে জীবন পিতা চরণে তোমার।
করুণা করহে পিতা পাপী জীবগণে,
পুলকে প্রফুল্ল আমি থাকি দরশনে।
তোমার দয়াতে আমি হতেছি পালন,
তুমি পিতা দয়াময় জীবের জীবন।
তোমার দয়ার পিতা নাহি সমতুল,
পূজিব চরণ পিতা দিয়া প্রীতি ফুল।
তোমার দয়ার পিতা কে করিবে শেষ,
দয়াময় জ্ঞানী মূর্খ না কর বিশেষ।
আমি পিতা জ্ঞান হীন এই ভিক্ষা চাই
তোমার চরণে পিতা যেন ঠাঁই পাই।

শ্রীমতী যোগমায়া দেবী

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা ওহে দয়াময় জগত জীবন,
কৃপা করি কৃপাময় দেহ শ্রীচরণ।
যতেক সঞ্চিত পাপ করিয়া স্মরণ,
খেদেতে অন্তর মম করিছে ক্রন্দন।
পাপের সাগরে নাথ হইয়া পতিত,
জানিতে না পারি নিজে কোন হিতাহিত।
একেত অবলা নারী জ্ঞান বুদ্ধি হীন,
তায় আরো বিদ্যাহীনা আছি চিরদিন।
বৃথা কাটাতেছি কাল সংসার মায়ায়,
চাই না কেমনে পাই তব পদাশ্রয়।
দেখিতে মানব কায় কিন্তু পশু মত,
বিদ্যা-বুদ্ধি উপদেশে হইয়া বঞ্চিত।
কদাচারে বদ্ধ হয়ে সদা মন মম,
লঙ্ঘন করিছে কত তোমার নিয়ম।
তথাপি তোমার দয়া বর্ণিতে না পারি,
আনিতেছ ধর্ম্মপথে বলে আপনারি।
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার,
তেমনি তোমার দয়া অসীম অপার।

এইমাত্র আছে নাথ সাহস আমার,
ক্ষমিবে করুণাগুণে যত পাপাচার।
দূর কর দয়াময় দাসীর দুর্গতি,
দীনবন্ধো! দয়াকর এদীনার প্রতি।
নাহি জানি পিতা আমি তব স্তুতি নতি,
তোমা বিনা বিশ্বনাথ নাহি অন্যগতি।
কৃপাসিন্ধু নাম তব জানি হে নিশ্চয়,
চরণে আশ্রয় দিয়া দূর কর ভয়।
অনাথের নাথ তুমি নির্ধনের ধন,
দুর্ব্বলের বল তুমি অন্ধের লোচন।
অগতির গতি তুমি পতিত পাবন,
নিজাশ্রয়ে রাখি সবে করিছ পালন।
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী বন্ধু পরিজন,
না করে যতন কেহ তোমার মতন।
তোমার গুণের নাথ নাহিক তুলন,
সংসারের সার, তুমি অদ্বিতীয় ধন।
কে বর্ণিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার,
অপার মহিমা বর্ণি কি সাধ্য আমার।
তাহাতে যে পিতা আমি অতি অভাগিনী,
তোমার যথার্থ তত্ত্ব কিছু নাহি জানি।

দয়া কর দয়াময় এই অধীনীরে,
পরিত্রাণ পাই যাতে এ ভব তিমিরে।
তোমার নিকটে পিতা এই ভিক্ষা চাই,
করিয়া তোমার সেবা জীবন কাটাই।
কায়মনে প্রাণপণে যাবত জীবন,
হৃদয়ে তোমায় যেন করি দরশন।
যখন আসিবে সেই দুরন্ত শমন,
বলে ধরি লয়ে যাবে আপন ভবন।
প্রস্তুত থাকি হে যেন সেই অসময়,
অধীনী কন্যাকে নাথ দিও পদাশ্রয়।
তোমারে সহায় করে যেন জয়ী হই,
অনুক্ষণ ছায়া তুল্য তব সঙ্গে রই।
বার বার নমস্কার চরণে তোমার,
কৃপা করি লহ মম এই উপহার।

শ্রীরামমতি।

পরিত্রাণের প্রার্থনা।

কোথা রৈলে দীননাথ ওহে দয়াময়।
হের দুঃখিনীর দুঃখ হইয়া সদয়॥

করুণাসাগর পিতা করুণানিধান।
এ দুঃখ-সাগর হতে কর পরিত্রাণ ॥
বিষয় বিষেতে মোর জরিছে হৃদয়।
ভুলিয়া তোমায় আছি কি হবে উপায় ॥
অনাথ নিতান্ত আমি কে দিবে সান্ত্বনা।
তোমা বিনা কে জানিবে মনের যন্ত্রণা ॥
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার।
জানিতে পারি না পিতা কিসে হব পার ॥
দেখিতেছি তব দয়া অসীম অতুল।
ভরসা হতেছে তাই পাব বুঝি কূল ॥
কিন্তু হায় যখন ভাবিয়া দেখি মনে।
তোমাকে সরল চিত্তে ডাকিতে জানিনে ॥
তখন হৃদয়-দুঃখ দ্বিগুণ প্রবল।
হইয়া আমায় করে নিতান্ত বিহ্বল ॥
অকূল সমুদ্র হেরে বিষণ্ন যে মন।
রক্ষা কর এ বিপদে বিপদ ভঞ্জন ॥
থাকিতে তুমিগো পিতা ডাকিব কাহারে।
কাহারি বা সাধ্য আছে ত্রাণ করিবারে ॥
দয়াময় নাম তব, দয়ার সাগর!
তবে কেন দুঃখে এত হয়েছি কাতর ॥

বলবুদ্ধি-হীন আমি না সরে বচন।
তরঙ্গে তরণী হয়ে দেও দরশন ॥
সহে না সহে না নাথ ! বিলম্ব সহে না।
দুঃখিনীর দুঃখ হেরে প্রকাশ করুণা ॥

শ্রীমতী অ, মো, বসু।

ঈশ্বরকে যেন না ভুলি।

হে জগদীশ্বর, পাপ তাপ হর,
জ্বলে মরি প্রাণ যায়।
কে আছে আমার, তোমা বিনা আর,
মতি রাখ তব পায় ॥
অনাথের নাথ, তুমি জগন্নাথ,
তুমি অখিলের পতি।
তোমার কৃপায়, জীব সমুদায়,
মহীতলে করে স্থিতি।
আমি মূঢ় জন, না জানি সাধন,
হিতাহিত-জ্ঞান-হীন।
এ ভব মণ্ডলে, ঘোর মায়া জালে,
বদ্ধ আছি নিশি দিন ॥

আত্মসুখ লাগি, সদা অনুরাগী,
মত্ত থাকি অনিবার।
তব প্রতি মন, থাকে অনুক্ষণ,
নিবেদন এ দীনার॥
পেয়ে পরিজন, ভুলে গেল মন,
সংসার ভাবিনু সার।
এভব পাথারে, পাসরি তোমারে,
কেমনে হইব পার॥
ভাই বন্ধু জন, আজি ত আপন,
কালি কেহ কারু নয়।
বিভব দেখিলে, তাহারা সকলে,
কাছে আসে নত প্রায়॥
কিন্তু ধন গেলে, পলায় সকলে,
নাহি করে অন্বেষণ।
এইত আচার, করে বার বার;
সংসারের সর্ব্বজন॥
ওহে মূলাধার, কর মোরে পার,
এ ভব সাগর হতে।
তব কৃপা বিনা, কিছুই দেখি না,
আশা মম এজগতে॥

তোমার কৃপায়, সদা বায়ু বয়,
যাহাতে জীবন ধরি।
নদী যত সব, আজ্ঞাধীন তব,
তৃষ্ণা যাতে দূর করি॥
আছে গ্রহ যত, তব আজ্ঞা মত,
চলিছে গগন পথে।
তব মহিমায়, রবি আলো দেয়,
শশী ভ্রমে তারা সাথে॥
আমার প্রার্থনা, চরণে ধারণা,
কর তুমি বিশ্বপতি।
যায় যেন ভয়, ওহে দয়াময়,
তোমাতেই থাকে মতি॥

শ্রীমতী রঘুমণি দেবী।

সুমতির জন্য প্রার্থনা।

পাপেতে পতিত হয়ে কাহারে জানাই,
তোমা বিনা ওহে নাথ গতি আর নাই।
জন্মাবধি যত পাপ করিয়াছি আমি,
অজ্ঞাত নাহিক কিছু ওহে অন্তর্যামী।

কত পাপ করিয়াছি সঙ্খ্যা নাহি তার,
সদসৎ বোধ কিছু নাহিক আমার ।
অধীনী পাপের লাগি করিছে রোদন,
কৃপাকণা বিতরিয়ে করহ গ্রহণ ।
এইরূপ শুভমতি দেহ কৃপাময়,
সর্ব্বদাই মন যেন সাধুপথে রয় ।
পরনিন্দা পরপীড়া করি বিসর্জ্জন,
সর্ব্বদাই থাকে যেন পরহিতে মন ।
পরের সুখেতে মন না হয় কাতর,
পরদুঃখে দুঃখী যেন হই নিরন্তর ।
অন্ধ খঞ্জ মূক আদি দেখি দুঃখি জনে,
উথলিয়া উঠে যেন শোক-সিন্ধু মনে ।
তাহাদের দুঃখ সদা করিতে মোচন,
হস্ত যেন ক্ষান্ত নাহি হয় কদাচন ।
সকলেই তব পুত্র ভাবি অহরহ,
সদ্ভাব করিহে যেন সকলের সহ ।
অধর্ম্মের পথ হতে কর মোরে ত্রাণ,
সর্ব্বদাই করি যেন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ।
এই কৃপা কর নাথ এদাসীর প্রতি,
তোমার চরণে সদা থাকে যেন মতি ।

হৃদয় মাঝেতে মোর থাক নিরন্তর,
অন্তর হইতে যেন না হও অন্তর।
ব্রহ্মানন্দরসে যেন পূর্ণ হয় মন,
যাহাতে পাইব সুখ যাবৎ জীবন।
অচির আমোদে মন হয়ে বিমোহিত,
চিরধনে যেন পিতা না হই বঞ্চিত।
ধন মান সুখ আদি কিছু নাহি চাই,
এই কৃপা কর যাতে তোমারে হে পাই।
একেত অবলা তায় নাহি কিছু জ্ঞান,
কেমনে পাইব নাথ না জানি সন্ধান।
কিন্তু এই আশা সদা আছে মম মনে,
পাপী তাপী সকলেরে লইবে যতনে।
ওহে দীননাথ তুমি পতিত পাবন,
এ দীনার ভরসা হে তোমার চরণ।

শ্রীমতী ক্ষীরদা মিত্র।

কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা।

ওহে বিশ্বনাথ, করি প্রণিপাত,
তোমার চরণে আমি।

তুমি বিনা আর, কে আছে আমার,
তুমি জগতের স্বামী ।।
তোমার কৃপায়, জন্মেছি ধরায়,
তুমি সর্ব্ব সুখদাতা।
তোমারি সৃজিত, তোমারি পালিত,
তুমি মম পরিত্রাতা ॥
কতই যতনে, রেখেছ এজনে,
জন্মাবধি চিরকাল।
পড়িলে বিপদে, রাখি নিজ পদে,
ঘুচায়েছ সে জঞ্জাল ।।
রোগেতে যখন, হয়ে অচেতন,
তোমার শরণ লই।
তুমি বিনা আর, কে করে উদ্ধার,
গতি নাই তোমা বই ।।
কতবার কত, বিঘ্ন শত শত,
হইতে করেছ পার।
করি সুরক্ষণ, রেখেছ জীবন,
নাহি কোন দুঃখ ভার ।।
যেরূপ আমায়, অজস্র কৃপায়,
রেখেছ হে কৃপাধার।

কর সেই মত, অধর্ম্মে বিরত,
হয় যেন সদাচার ॥
সতত এখন, করিছে প্রার্থন,
কর মোর আত্মোন্নতি।
তোমারি চরণ, করিছে স্মরণ,
তোমাতেই থাকে মতি ॥
তোমারি আদেশ, পালি সবিশেষ,
তোমাকেই করি ধ্যান।
তোমারি কৌশল, সকলি মঙ্গল,
ইহা যেন থাকে জ্ঞান ॥
পড়িলে বিপদ, না ভুলি ওপদ,
বিরাজিত থাক মনে।
ওহে দয়াময়, দিও পদাশ্রয়,
অন্তে এই পাপিজনে ॥

শ্রীমতী ক্ষীরদা মিত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বভাব বর্ণনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বভাব বর্ণনা।

জলের গুণ।

আহা! জলের কি গুণ, কি রমণীয় ভাব, কি শীতল শক্তি! দেখ মনুষ্যেরা প্রচণ্ড রবি-কিরণে উত্তাপিত হইয়া নির্ম্মল জলাশয়ে অবগাহন করিলে দেহ প্রাণ সুস্থ হয়, পরে লোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে, সেই ঘর্ম্ম বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইলে শরীর যেমত সুশীতল হয় এমত আর কিছুতেই হয় না। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জল পান করিলে এক প্রকার জীবন রক্ষা হইতে পারে। আমাদিগের জীবন রক্ষার নিমিত্ত জগদীশ্বর এই জলের সৃষ্টি করিয়া আপনার অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। হা নাথ! তোমার সৃষ্ট জীব সকল কিরূপ সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে, সেই চিন্তা দিবা নিশি করিতেছ। এই পৃথিবীতে কত শত জলাশয় আছে, তাহা কেহই সংখ্যা করিতে সক্ষম নহে। নদী, পুষ্ক-

রিণী, সমুদ্র প্রভৃতি, স্থানে স্থানে করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পার নাই; আবার সময় সময় শূন্য পথ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া জীবের কত শত উপকার সম্পাদন করিতেছ তাহা কে বলিতে পারে? যদ্যপি শূন্য পথ হইতে বারি বর্ষণ না হইত, তাহা হইলে মনুষ্যেরা কি রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত? কিরূপেই বা বৃক্ষ লতা ফল পুষ্প ও শস্য সকল উৎপন্ন হইত? এই জল দ্বারা জীবের সমুদায় আহারীয় দ্রব্য জন্মাইতেছে। ফলতঃ যে দেশের জল এবং বায়ু পরিষ্কার ও উত্তম, সে দেশের লোকের পীড়া অতি অল্প মাত্র হইয়া থাকে। আমাদিগেরও যদ্যপি কোন পীড়া হয়, তবে ডাক্তরেরা ঐ রূপ জলপথে ভ্রমণ করিতে বিধি দিয়া থাকেন। বাস্তবিক জলপথে ভ্রমণ করিলে যে পীড়া নিবৃত্তি হয় ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। আহা! এমন যে জলের গুণ ইহা পূর্ব্বের মনুষ্যেরা কিছুই জানিত না। আমরা শুনিয়াছি তাহাদিগের সন্তান সন্ততি কিংবা আত্মীয় ব্যক্তি রুগ্নাবস্থায় পতিত হইলে তাঁহারা অগ্রেই জল বারণ করিয়া কদর্য্য দ্রব্য পথ্য দিয়া রাখিতেন। অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য আহার করিলে পিপাসা বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই সকল দ্রব্য রুগ্ন ব্যক্তিকে আহার করাইয়া শীতল জলে কতক

গুলি বেণিয়া-মশলা মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া একটী মৌরির পুঁটালি সেই জলে ভিজাইয়া উক্ত রোগীকে পান করিতে দিতেন। সেই উষ্ণ জল পান করাতে ক্রমে পিপাসা বলবতী হইলে তাহাকে সেই জল না দিয়া মানকচুর পাতার রস পান করিতে দিতেন। ঐ সকল কদর্য্য জল পান করাতে পীড়িত ব্যক্তি ত্বরায় বিকার প্রাপ্ত হইয়া যখন নিদারুণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইত, তখন কেঁচো লবণে জরাইয়া তাহারই রস পান করিতে দেওয়া বিধি হইত, তথাপি নির্ম্মল জল এক বিন্দু উল্লিখিত রোগীর বদনে দিতে কাহার সাহস হইত না; পাছে নির্ম্মল সুশীতল জল পান করিলে পীড়াতুর ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়! কিন্তু তাঁহারা যে ভয়প্রযুক্ত রোগীকে জলে বঞ্চিত করিতেন, পরে তাহাই ঘটিত। হা! তখন রোদনের ধ্বনিতে পৃথিবী কম্পমান হইয়া উঠিত। অনন্তর কতক গুলি প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার পরকাল নিস্তারের নিমিত্ত গঙ্গা যাত্রার পরামর্শ দিতে তিল মাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। আহা! নিষ্ঠুর পরিজনবর্গও সেই উপদেশ যুক্তিসিদ্ধ ও উচিত মত বোধ করিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে করিতে তাহাকে জাহ্নবীর তীরে লইয়া তিনবার জলে

চোবাইয়া জলীয় বায়ুতে মৃত্তিকার ঢেলা মস্তকে দিয়া শয়ন করাইতেন। হায়! পূর্ব্বের মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার পিশাচের তুল্য এবং মায়া দয়া রাক্ষসের তুল্য ছিল। কারণ যাহারা মৃত্যুর আশঙ্কায় পিপাসায় একবিন্দু জল দিতে সক্ষম হইতেন না, তাঁহারা কোন্ প্রাণে সেই প্রিয় ব্যক্তিকে এমত ঘৃণিত স্থানে শয়ন করাইতেন? আহা! যদিও তাহার প্রাণ কিঞ্চিৎ বিলম্বে বহির্গত হইত, কিন্তু উক্ত প্রকার অবস্থা করাতে পীড়িত ব্যক্তির প্রাণবায়ু একেবারে বিনষ্ট হইত। আরও আমাদিগের শ্রুত আছে যে পূর্ব্বে যদি কোন বিধবা রমণীর একাদশীর দিবসে ঐরূপ ঘটনা হইত, তাহা হইলে তাহার কষ্টে পাষাণও গলিত হইত। সেই কামিনী হা জল দে জল করিলেও কেহই তাহাকে জল দিতে চেষ্টা করিতেন না, পরে তুলসী পত্র জলে ভিজাইয়া কর্ণমূলে প্রদান করিতেন, পাছে তাঁহার ধর্ম্মের কোন হানি হয়, এজন্য বদনে দেওয়া হইত না। হা! জগদীশ্বর তোমার সৃষ্টিত ব্যক্তিদিগের মন এমত ঘৃণিত ও অপকৃষ্ট ছিল, তাহাদিগের নাম ও আচার বিচার স্মরণ করিলেও দুঃখিত হইতে হয়। এক্ষণে সভ্য মহোদয়গণের অনির্ব্বচনীয় গুণে এসকল কদা-

চার ও নিষ্ঠুরতা একেবারে দূরীভূত হইতেছে সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।

পুষ্প।

হায় কিবা ঈশ্বরের, রচনা অসীমা।
পুষ্পেতে তাঁহার কত, রয়েছে মহিমা॥
বিবিধ বর্ণের ফুল হলে বিকশিত।
কিবা তাহে, বনস্থল হয় সুশোভিত॥
আহা! কি কৌশল আছে, পুষ্পের ভিতর
পুষ্পকোষ বৃন্ত আদি, পাপড়ী কেশর॥
গন্ধবহে গন্ধ তার, লয় দিগন্তর।
সকলেরি হয় তাহে, প্রফুল্ল অন্তর॥
কি বালক কিবা বৃদ্ধ কিবা প্রৌঢ়জন।
সকলেই হয় তাহে, প্রমোদিত মন॥
নাহিক এমন বুঝি, পাষাণ হৃদয়।
দেখিলে পুষ্পের শোভা, মোহিত না হয়॥
পুষ্পময় সুশোভিত, দেখিলে কানন।
ঈশ্বরের হস্ত কেবা না করে স্মরণ॥

আহা! যিনি করেছেন, পুষ্পের সৃজন।
ধন্যবাদ দাও তাঁরে ওহে নরগণ॥
কি কৌশলে পুষ্প সব, হয়েছে রচন।
কি কৌশলে দিন দিন হয় হে বৰ্দ্ধন॥
কি কৌশলে হয় তাহে ফল উৎপাদন।
কি কৌশলে হয় তাহে, গন্ধের সৃজন॥
ভাবিলে আনন্দে হয়, মোহিত হৃদয়।
ঈশ্বরের প্রতি কত, প্রেম উথলয়॥
এ শোভায় যে না স্মরে শোভার আকর,
বিফল নয়ন তার পাষাণ অন্তর।

শ্রী, র, সু, ঘো,

প্রাতঃকাল।

সুশীতল উষাকাল অতি শোভাময়,
দেখিলে মনেতে কত আনন্দ উদয়।
মন্দ মন্দ বহিতেছে শীতল পবন,
প্রফুল্ল অন্তরে জাগে জীবজন্তুগণ।
শুনে সব পাখীদের সুমধুর গীত,
মানুষের মন হয় বড় হরষিত।

ফুল ফুটে চারিদিক কিবা শোভা পায়,
দেখিলে কাহার বল আঁখি না জুড়ায়।
অতি মনোহর শোভা প্রকৃতি ধরেছে,
আরক্তিম মনোহর বসন পরেছে।
শিশিরের বিন্দু পড়ি নব ঘাসোপরি,
পরেছেন হার যেন প্রকৃতি সুন্দরী।
হইতেছে পূর্ব্বদিক ক্রমেতে লোহিত,
ক্রমে ক্রমে দিনমণি প্রাচীতে উদিত।

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী।

মধ্যাহ্ন বর্ণন।

দিবা ভাগে তেজোময় মধ্যাহ্ন সময়।
সূর্য্যের কিরণে ধরা সুশোভিত হয়॥
এ সময় পশু পক্ষী, যত জীব গণ।
আহার কারণ সবে, করয়ে ভ্রমণ॥
হেন কালে কিবা জ্ঞানী, কিবা মূর্খ নর।
সকলেরে দেখা যায়, কার্য্যেতে তৎপর॥
নাহি কারো বুঝি হেন, অলস স্বভাব।
নিরুদ্যম থাকে দেখি, মধ্যাহ্নের ভাব॥

আহা কিবা শোভা ধরে, ধরণী তখন।
যখন আহারে সবে, হয় তৃপ্ত মন ॥
যখন বিষয়িগণ, ধনের কারণ।
পরিশ্রম করে থাকে, করি প্রাণ পণ ॥
যখন বালকগণ, বিদ্যা শিখিবারে।
সত্বর গমন করে, পাঠনা-মন্দিরে ॥
যখন যুবকগণ, জ্ঞান উপার্জ্জনে।
অভীষ্ট করিয়া যায়, সুধী সন্নিধানে ॥
যখন কৃষক মাঠে, করিয়া গমন।
মৃত্তিকা উপরি করে, হল আকর্ষণ ॥
যখন রাখাল গোষ্ঠে, করি গোচারণ।
যত্ন করি করে থাকে, গোপাল রক্ষণ ॥
যখন করিয়া সুধী, শাস্ত্র আলোচন।
অনুপম তত্ত্বরস, করে আস্বাদন ॥
যখন কুরঙ্গ কুল, তৃষার কারণ।
দিগ্ দিগন্তরে করে, জল অন্বেষণ ॥
যখন বরাহ দল, করিয়া যতন।
মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মুস্তা, করয়ে ভক্ষণ ॥
যখন কেশরীগণ, ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে।
আপনার খাদ্য জীব, লয় অন্বেষিয়ে ॥

যখন দ্বিরদ গণ, লয়ে সহচর।
পল্লবাদি খেতে যায়, বনের ভিতর॥
যখন মরাল কুল, জলের ভিতর।
খাদ্য দ্রব্য পেয়ে হয়, প্রফুল্ল অন্তর॥
যখন বিহঙ্গ দল, আহার কারণ।
শূন্য পথে ভ্রমি করে, খাদ্য অন্বেষণ॥
যখন বানর গণ, হয়ে সুখিমন।
বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে, করয়ে লম্ফন॥
দেখি ধরণীর এই নবতর বেশ।
নবভাব কার মনে না করে প্রবেশ?

শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ।

সন্ধ্যা বর্ণন।

কিবা মনোহর হয় সন্ধ্যার সময়।
দেখিলে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি উপজয়॥
সুপ্রখর কর রবি করি বিসর্জ্জন।
শ্রান্ত হয়ে অস্তাচলে করিল গমন॥
সময় পাইয়া এবে ঘোর অন্ধকার।
করিতেছে বিশ্বরাজ্য ক্রমে অধিকার॥

সরসীতে প্রস্ফুটিত কুমুদিনীদল।
সমীরণ ভরে যেন করে টল মল॥
সন্ধ্যা সমাগত দেখি পেচক সকল।
পরিত্যাগ করিতেছে নিজ বাসস্থল॥
চেষ্টিত হয়েছে তারা আহার কারণ।
দলে দলে নানাস্থলে করিছে ভ্রমণ॥
প্রদোষ হইল দেখি বিহগ সকলে।
আসিছে পবন বেগে নিজ বাসস্থলে॥
সারাদিন শ্রম হেতু ক্লান্ত দেহ হয়ে।
কৃষক চলিছে ধেয়ে আপন আলয়ে॥
সন্তানের মুখশশী করিবে দর্শন।
এই ভাবি দ্রুতগতি করিছে গমন॥
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ ধেনুগণ যায় গৃহ মুখে।
সঙ্গে সঙ্গে বৎসগণ চলিতেছে সুখে॥
দিবসে যে সব লোক ছিল চিন্তাকুল।
বিষয় জালেতে যারা আছিল ব্যাকুল।
সন্ধ্যা দেখি তারা অতি হয়ে হৃষ্ট মন।
মন সাধে চারি দিকে করে বিচরণ॥
তিমিরের অতিশয় প্রভাব হেরিয়া।
উদিত হইল ইন্দু হাসিয়া হাসিয়া॥

শশীর বিমল আভা করি দরশন।
অন্ধকার ভয় পেয়ে করে পলায়ন॥
শান্তি রক্ষকেরে দেখে যেমন তস্কর।
সভয় অন্তরে হয় পলায়নপর॥
আকাশেতে সমুদিত এবে নিশামণি।
অম্বরে জ্বলিছে যেন সমুজ্জ্বল মণি॥
রতন ভাতিছে যেন প্রকৃতির ভালে।
শোভিছে তারকা দল ঘন কেশ জালে॥
অথবা তারকাবলি হইয়া উদিত।
গগন করেছে যেন হীরক খচিত॥
সরোবর সুশোভিত শশাঙ্ক কিরণে।
যেন বিধু নিজ মুখ দেখিছে দর্পণে॥
সুশান্ত হয়েছে এবে নীরধির নীর।
পবন হিল্লোলে ঊর্ম্মি বহিতেছে ধীর॥
শশধর ছায়া বক্ষে করিয়া ধারণ।
সরসী হয়েছে যেন আনন্দে মগন॥
গৃহ সব আলোকিত প্রদীপ মালায়।
কনকের হার যেন পরেছে গলায়॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে সন্ধ্যা সমীরণ।
পরশন মাত্র যেন জুড়ায় জীবন॥

এ হেন প্রদোষ শোভা করি দরশন।
কার না বিভুর প্রেমে মুগ্ধ হয় মন?
মরি! কি প্রশান্ত ভাব করিয়া ধারণ,
প্রকৃতি বিভুর যশ করিছে ঘোষণ॥
এক তালে এক স্বরে সকলে মিলিয়া।
গাইছে বিভুর গুণ আনন্দে মাতিয়া॥
অরে মম মূঢ় মন, আর কত কাল।
মোহ কূপে মগ্ন হয়ে কাটাইবে কাল॥
প্রদোষ সুষমা তুমি করি নিরীক্ষণ।
এক চিত্ত হয়ে কর স্রষ্টাকে পূজন॥
যে করিল এইরূপে সন্ধ্যার সৃজন।
ভাব তাঁয় দিবা নিশি হয়ে একমন॥
যাঁহার আদেশে রবি হইয়া উদয়।
প্রখর কিরণে পৃথ্বী করে আলোময়॥
যাঁহার আদেশে চন্দ্র তারা গ্রহগণ।
নিয়মিত রূপে কক্ষে করয় ভ্রমণ॥
যাঁহার আদেশে এই সন্ধ্যার সময়।
দেখিতে হয়েছে আহা! হেন সুখময়॥
সেই নিরঞ্জনে মন করহ স্মরণ।
ভাব সেই নিরাকার অনাদি কারণ॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

১২৭৪ সালের ১৬ই কার্ত্তিকের ঝড়বর্ণন।

যে কাল প্রদোষ আসি করিল প্রবেশ।
ভাবিলে থাকে না মনে জীবনাশা লেশ॥
ধরিয়া পবন দেব সংহার মূরতি।
বহিল প্রবল বেগে ভয়ানক অতি॥
ক্রমেতে বিক্রম তার হইল প্রবল।
তুলনা ধরেনা ধরা অতুল সে বল॥
উপজিল প্রাণে ভয় কাঁপিল হৃদয়।
বুঝি রসাতলে সব গেল বোধ হয়॥
গিরি গুহা মাঝে যথা কেশরী নিস্বন।
ঘন ঘোর ঘোষ আর পবন গর্জ্জন॥
মিলিয়া করিল দোঁহে শ্রবণ বধির।
ভয়ে চিত জড় সড় বিকল শরীর॥
কিছু নাহি দেখা যায় চৌদিকে আঁধার।
ধরণী ধরিল ঠিক্ প্রলয় আকার॥
জগত জীবন যেন জগত জীবন
হরিবারে আজি বুঝি করেছেন পণ॥

দেখিতে দেখিতে চাল উড়ায়ে ফেলিল।
কদলী সমান গৃহ কাঁপিতে লাগিল॥
অর্গল না মানে আর, ভাঙ্গিল কপাট।
শীতে ভয়ে লেগে গেল দশনে কপাট॥
দেখে শুনে ক্ষণে ক্ষণে হই অচেতন।
অনুমানি এইবারে গেল রে জীবন॥
নানামত ভেবে তবে ঘর চাপা ভয়ে।
ত্বরা ধরি হাত কোলে লইয়া তনয়ে॥
স্মরিয়া বিভুর পদ আশ্রয় আশয়ে।
চলিলাম সন্নিহিত ইষ্টক আলয়ে॥
কি কব দুঃখের কথা লেখনী না সরে।
দেখিলে পাষাণ হিয়া অবশ্য বিদরে॥
মহাঘোর অন্ধকার যেন যমালয়।
কোন পথে যাব তাহা লক্ষ্য নাহি হয়॥
হইতেছে অবিরল ধারার পতন।
করিছে আঘাত দেহে অশনি যেমন॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণ-প্রভা প্রভা বিকাশিয়া।
গমনে আটক দেয় চোখে ধাঁধা দিয়া॥
কভু উঠা কভু বসা কভু বা পতন।
ভূমিতলে ছিন্নমূলা লতিকা যেমন॥

অঙ্গ কাঁপে থর থর অবশ শরীর।
কি হবে ভাবিয়া তাহা নাহি হয় স্থির ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয় হারাই চেতন।
শিশুর রোদনে পুনঃ হই সচেতন ॥
এইরূপে উতরিনু নির্দ্দিষ্ট ভবনে।
এবার ভুলিল যম করিলাম মনে ॥
করিল যে অপমান পথেতে পবন।
সহজে সহিতে নারে সতীর জীবন ॥
সে দুখের কথা আমি কি বলিব আর।
কহিলে লিখিলে বহে নেত্রে জলধার ॥
ক্রমিক ঝড়ের শান্তি সহ জীবনাশা
হইল উদিত মনে হইল ভরসা ॥
হায়রে দুখের নিশি পোহাতে না চায়।
দুখের নয়নে হয় বোধ কল্প প্রায় ॥
করুণা করিয়া যেন পোহাল যামিনী।
লোহিত আকারে দেখা দিল দিনমণি ॥
যাহাকে দেখিয়া আগে প্রকৃতি সুন্দরী।
হাসিত আমোদে দেহে নানা ভূষা পরি ॥
এবে দেখি শোকে ভরা বিষণ্ন বদন।
মনোদুখে মনে মনে ঝুরিল নয়ন ॥

পাদপাদি সমুদায় হয়েছে পতিত।
ভবনাদি ভূমিসহ হয়েছে মিলিত॥
অমূল রতন ধান্য জীবের জীবন।
ছিঁড়েছে কঠোর হাতে নিদয় পবন॥
সহাস অধর নাহি নিরখি কাহার।
ফুটেছে শোকের কাঁটা হৃদে সবাকার॥
সকলে উন্নত রবে করিছে রোদন।
কোথা প্রিয় নাথ ওরে কোথা বাছাধন॥
কোথা সহোদর ওরে প্রিয় সহোদর।
দেখা দেও কাছে এস জুড়াই অন্তর॥
এইরূপে হাহারব চৌদিকে শুনিয়া।
শোকের সায়কে হৃদি যায় বিদরিয়া॥
কোথাহে জগতপতি করুণানিধান।
কর কর এ দুঃখের প্রশান্তি বিধান॥

দোরার উত্তর পল্লী নিবাসিনী
কোন মহিলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ প্রবন্ধ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবিধ প্রবন্ধ।

প্রদর্শন।

নানা দেশজাত দ্রব্য সমূহের একত্র সমীকরণের নাম প্রদর্শন। মানব মাত্রেরই বিশেষতঃ শিল্পোপ-জীবিগণের ইহা যে কত হিতকারী ও উন্নতি সাধক তাহা বর্ণনাতীত। এই প্রদর্শন যে কেবল ব্যক্তিগণের প্রদর্শন-সুখ জন্য কল্পিত হইয়াছে এমত নহে, এতদ্দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইবেক যে ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রম সহকারে কতদূর শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে; এবং শিল্পকার্য্য পরিদর্শন পূর্ব্বক বিবেচনানন্তর এরূপ প্রতীত হইবেক যে ঐ কার্য্য আর কতদূর পর্য্যন্তই বা সুসম্পন্ন হইতে পারে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে এই প্রদর্শন দ্বারা শিল্পিগণ উৎসাহান্বিত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে যত্নপর থাকিবেক, সুতরাং তৎসমভিব্যাহারে তাহাদিগের অন্তঃকরণও উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হইবেক সন্দেহ নাই।

কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে উৎকৃষ্টতা লাভ করিতে পারিলে আমরা যেমন তাহাকে মান্য করি, সেইরূপ শিল্পিগণও যে জনসমাজে সমাদৃত ও সম্মানিত হইবেক তাহার সংশয় নাই। উল্লিখিত ফল ভিন্ন এই প্রদর্শন হইতে আরও অন্যান্য বিবিধ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রদর্শন উপলক্ষে কোন্ জাতি কোন্ বিষয়ে উৎকৃষ্ট ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবেক এবং যে সকল শিল্প কার্য্য অনবধানে ও অযত্নে মলিনীকৃত হইয়াছে সেই সমুদায় এক্ষণে বিমার্জ্জিত হইতে থাকিবেক ইত্যাদি বিবেচনা করিলে ইহা উপলব্ধি হইবেক যে এই প্রদর্শন শিল্প কার্য্যের উন্নতি সাধনের হেতুভূত কারণ এবং দেশের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন সঙ্কল্পেই ইহা সৃজিত হইয়াছে। কেহ এরূপ বিবেচনা করেন যে প্রদর্শন না হইলেই যে শিল্প কার্য্যের হ্রাস হইবেক এমন কি? এবং এতকাল যে প্রদর্শন হয় নাই তজ্জন্য কি শিল্পকার্য্য একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? এমত স্থলে ইহা বক্তব্য যে প্রদর্শন না হইলে শিল্পকার্য্যের উন্নতি সম্ভাবনা কুত্রাপি নাই, অতএব এই প্রদর্শন যে দেশহিতৈষিতা গুণে সংজড়িত রহিয়াছে ইহার সন্দেহ নাই?

শ্রীমতী শৈলজা কুমারী।

জানকীর দুঃখ বর্ণন।

পুরুষের তুল্য শঠ নাহি ধরাতলে ॥
কত দুঃখ দেয় তারা রমণীকে ছলে।
আহা মরি কত দুঃখ পায় নারীচয়।
বর্ণিতে স্ব-জাতি দুঃখ, হৃদি বিদরয় ॥
অবগত আছে সবে কৌশল্যা নন্দনে।
বিনা দোষে দিয়াছিল জানকীরে বনে ॥
নারীদের উপদেশ দিইবার তরে।
প্রকাশিল সীতা লীলা অবনী ভিতরে ॥
আহা কিবা চমৎকার সীতা উপাখ্যান।
হৃদে জ্ঞান উপজিছে শুনে সে বাখান ॥
আহা মরি কত দুঃখ পেয়েছে সে সীতা,
দুঃখ জন্যে হয়েছিল রামের বনিতা ॥
দুঃখ পান তাঁর কোন ছিলনা কারণ,
উপলক্ষ হোল মাত্র রাক্ষস রাবণ ॥
যদি না হরিত সেই দুষ্ট দশানন,
তবে কেন দুঃখ পাবে জানকী রতন ॥
মৃগ অন্বেষণে রাম করিল গমন,
পাপ নিশাচর সীতা করিল হরণ ॥

তার পর নিয়ে গেল লঙ্কার ভিতর,
মিষ্টভাষে তুষিলেক সীতারে বিস্তর ॥
তার বাক্যে ভুলিল না জনক নন্দিনী,
নিয়ত করিত মুখে রাম রাম ধ্বনি ॥
তারপর যুদ্ধ হলো রাম রাবণেতে,
দুর্জ্জয় সমর সেই কে পারে বর্ণিতে ॥
লঙ্কা জিনি রাম যবে যান নিজদেশ,
সীতা উদ্ধারিতে সবে কহিল বিশেষ ॥
অনন্তর অগ্নিকুণ্ডে পরীক্ষা করিল।
পুনরায় বল তারে কেন বনে দিল?
দশমাস গর্ভবতী জানকী যখন,
শ্রীরাম তখন তারে পাঠাইল বন ॥
একাকিনী বিরহিণী বন পর্য্যটনে,
বল দেখি কত দুঃখ পেয়েছিল মনে?
তথাপিও রামপদে ছিল তাঁর মতি,
ধন্য পতি-পরায়ণা ধন্য সীতা সতী ॥
এ হেন সীতাকে রাম পাঠাইল বন,
বল দেখি রামচন্দ্র নির্দ্দয় কেমন?

শ্রীমতী উপেন্দ্রমোহিনী।

বিদেশ ভ্রমণ।

মাঘের প্রথম ভাগে আনন্দিত চিতে,
বাষ্প রথে চলিলাম বিদেশ ভ্রমিতে ॥
কত দেশ কত নদী এড়াইয়া যাই,
অবশেষে সোমভদ্রে দেখিবারে পাই ॥
দেখিয়া তাহার রূপ ভয়ে উড়ে প্রাণ,
ক্রমে ক্রমে দিনমান হলো অবসান ॥
সন্ধ্যার পরেতে যাই মঙ্গল সরাই,
এত লোক একস্থানে কভু দেখি নাই ॥
আট ঘণ্টা রাত্রি যবে, প্রবেশিনু কাশী,
জয় জয় করিতেছে যত কাশী বাসী ॥
ডিউক কল্যাণে পুরী হলো আলোময়,
বম্ ভোলা বম্ ভোলা সকলেতে কয় ॥
কাশীর ভিতরে দেখি গলি অতিশয়,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে যত দেবালয় ॥
পচা গন্ধে বমি ওঠে নাহি থাকে নাড়ি,
ঘেসাঘেসি কত শত পাষাণের বাড়ী ॥
একে কাশী তাহে যোগ লাগিল গ্রহণ,
লোকের গোলেতে নাহি স্থির হয় মন ॥

ছয় দিন থেকে মাত্র কাশীত্যাগ করি,
এলাহাবাদেতে যাই জগদীশ, স্মরি ॥
ধন্য বলি সাহেবের অপরূপ লীলে,
যমুনার সেতু ভাই কি করে বাঁধিলে ॥
গাড়ি গেলে পরে যেন ভূমিকম্প হয়,
কার সাধ্য নিম্ন ভাগে এক-দৃষ্টে রয় ॥
সেখানেতে কুম্ভযোগ লোক সেইরূপ,
অশ্ব করী চড়ি কত আসিতেছে ভূপ ॥
কোথা বা বড়বাজার কোথা কালীঘাট,
থরে থরে কত দ্রব্যে শোভে বেণীঘাট ॥
আমার সঙ্গিনীগণ বেণীঘাটে যায়,
একে একে সকলেতে মস্তক মুড়ায় ॥
নাপিতে ধরিয়ে কেশ মাথে দেয় ক্ষুর,
বৈরাগী দাঁড়াল কাছে সাক্ষাৎ অসুর ॥
দেখিয়া ঘৃণিত কাজ অঙ্গ গেল জ্বলে,
আমাকে সকলে মাথা মুড়াইতে বলে ॥
অনুরোধ নাহি রাখি না কহি বচন,
বিরস বদনে করি বাসায় গমন ॥
কহিলাম তিল অর্দ্ধ এখানে না রব,
রজনী প্রভাতে সবে আগরাতে যাব ॥

সেই মতে মত দেন যত সঙ্গীগণ,
পর দিন সন্ধ্যা কালে করিয়া গমন,
দেখিলাম মন্দ নহে আগরা নগর,
তাজ বিবি মস্‌জিদ অতি মনোহর ॥
ফওরাতে জল উঠে পড়ে ঝর ঝর,
বাগ বাটী পরিষ্কার দেখিতে সুন্দর ॥
নীলাম্বরী পরিয়াছে যমুনা সুন্দরী,
কত মত হাব ভাব আহা! মরি মরি ॥
বাগানের শোভা দেখে হরষিত প্রাণ,
বাটী ঘর যত কিছু মার্ব্বেল পাষাণ ॥
সেই খানে ডাকি প্রভু কোথা দয়াময়,
হিন্দুস্থানি দেশে নাথ হয়েছ সদয় ॥

পঞ্চ দিন আগ্রাতেই করিলাম বাস।
মথুরা যাইতে মন হইল উদাস ॥
পর দিন বৈকালেতে মথুরায় যাই।
দেব দেবী হাঠ ঘাট দেখিবারে পাই ॥
উত্তম সহর বটে মধুপুরী গ্রাম।
গাছে গাছে বসে আছে কত শালগ্রাম ॥
কমিসারি কর্ম্মচারী নাম * নাথ।
দয়া করেছেন তাঁরে অখিলের নাথ ॥

তাঁহার বাসায় থাকি করেন আদর।
যত্ন করিলেন কত যেন সহোদর ॥
সপ্ত দিন থাকি পরে বৃন্দাবন যাই।
দেখি ব্রজবাসী যত দয়া মাত্র নাই ॥
কিন্তু বটে বৃন্দাবন অতি রম্য স্থান।
নয়ন জুড়ায় দেখে সেটের বাগান ॥
সেট, সাহা, লালা বাবু, গোয়ালিয়া ভুপ।
দেবালয় করেছেন অতি অপরূপ ॥
নিধুবন কুঞ্জবন হেরে মন হরে।
নদীতে কচ্ছপ, গাছ সজ্জিত বানরে ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন।
বিরাজিত রাধাকৃষ্ণ মদনমোহন ॥
গোকুল দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল।
মহাবনে গেলে পর নাহি থাকে কুল ॥
মহাবনবাসী ধরে টানাটানি করে।
অর্থ নাহি পেলে তারা জোরে গিয়া ধরে ॥
এমন তীর্থেতে বল শ্রদ্ধা কার হয় ?
সেই খানে ডাকি প্রভু কোথা দয়াময় ॥
নন্দ যশোদার কীর্ত্তি দেখিলাম কত।
পাছু করে চলিলাম হইয়া বিরত ॥

ক্রমে ক্রমে আসিলাম যথা কানপুর।
দেখিলাম খাদ্য দ্রব্য তথায় প্রচুর ॥
উত্তম সহর বটে থাকিবার স্থান।
ফেরিওলা ফিরিতেছে করি 'পান পান' ॥
ইটুয়া টুণ্ডলা আর যত গুলি গ্রাম।
এক্ষণেতে মনে নাই প্রত্যেকের নাম ॥
কত শত গাছ পালা আছে সারি সারি।
কেবল মনুষ্য ভাষা বুঝিতে না পারি ॥
থাকিতে বাসনা হয় পশ্চিম প্রদেশে।
হাট ঘাট মাঠ গুলি যেন আছে হেসে ॥
চণ্ডাল গড়েতে পরে সকলেতে যাই।
দেখিয়া গড়ের শোভা নয়ন জুড়াই ॥
আহা মরি গঙ্গাজল কিবা পরিষ্কার।
কেল্লা যেন পরিয়াছে রত্নময় হার ॥
নাঁচ গান দেখিলাম দেখি যত গ্রাম।
পরিশ্রমে মানুষের নাহিক বিরাম ॥
পরিশেষে সঙ্গী সবে গয়া তীর্থে যায়।
পিণ্ড দিবে মনে করে গদাধর পায় ॥
সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম তুষ্ট নহে মন।
সদা হৃদে ভাবিতেছি পতিত পাবন ॥

গোয়ালিরে পূজা কর বলে সঙ্গিগণ।
কহিলাম নাহি পূজি মনুষ্য চরণ॥
দিবানিশি ভাবিতেছি সত্য সনাতন।
আশীর্ব্বাদ কর পাই সেই নিরঞ্জন॥
এ কথা শুনিয়া সবে কাণে দিল হাত।
বলে তুমি হও গিয়া ত্বরায় নিপাত॥
* * * * *
দেশে দেখি প্রতিবাদী প্রতিবাসীগণ।
চুল আছে মাথে বলে কথা নাহি কন॥
নিরুপায় হয়ে ডাকি কোথা দয়াময়।
সকলে ত্যজিল ত্যজনাকো এ সময়॥

শ্রীলক্ষ্মীমণি।

পালিত কপোতিনীর প্রতি।

(বঙ্গবন্ধু হইতে উদ্ধৃত।)

বল ওগো কপোতিনি, কেন এত বিষাদিনী,
হেরিতেছি বলগো তোমায়।
প্রকাশিয়া বল না আমায়॥

এত দুঃখী কোন্ দুখে, আছ সদা অধোমুখে,
নেত্রনীর কর সম্বরণ।
সুধাও আমায় বিবরণ॥

সুবর্ণ শিকল পদে, সদা আছ উচ্চপদে,
সুবর্ণ পিঞ্জরে অবস্থান।
ইথেও কি ভোলে না গো প্রাণ ?

তোমার সন্তোষ তরে, অপূর্ব্ব কোটরাপুরে,
রহিয়াছে খাবার সকল।
তবু তুমি কেন গো চঞ্চল ?

বল করি বিচরণ করি আহারাহরণ,
তাতেই বা কত সুখোদয়।
বল মোরে হইয়ে সদয়॥

শুন গো কপোতপ্রিয়ে, বলিতে বিদরে হিয়ে,
আমিও গো পিঞ্জরবাসিনী।
কিবা সুখে বঞ্চে স্বেচ্ছাধীনী॥

আছ তুমি যে সুখেতে, স্বর্ণময় পিঞ্জরেতে,
আমাদের নাহি এত সুখ।
তুমি কেন হও গো বিমুখ ?

না দেয় গঞ্জনা কেহ, দাসীত্ব ভার না বহ,
অন্নজলে নাহিক অভাব।
তবে কেন ভাব নানা ভাব ?

ছিলে যবে স্বেচ্ছাধীনী, ভ্রমি বনে একাকিনী,
কত সুখ লভিছিলে তায়!
কি দুঃখে বা আছ গো হেথায়!

বেড়াইতে নানা বন, শাখা করি আরোহণ,
কত কষ্টে যাপিছ যামিনী!
এত সুখে আছ বিষাদিনী।

বুঝিলাম এতক্ষণে, তব ভাব দরশনে,
তোমরাই বুঝিয়াছ সার।
নাহি বহ অধীনতা ভার!

শুন ওগো বিহগিনী, মোরা অতি অভাগিনী,
অন্তঃপুর পিঞ্জর নিবাসী।
আছি সদা অধীনের দাসী।

চিরদিন একমত, হিতাহিত জ্ঞানহত,
জ্ঞান ধর্ম্মে দিয়ে বিসর্জ্জন।
একভাবে করিছি যাপন।

তুমি নও চিরদাসী, কিছুদিন তরে আসি,
হেরিতেছ দুঃখের বয়ান।
হবে পুনঃ দুঃখ অবসান।

হায়রে মোদের দুঃখ, বলিলে বিদরে বুক,
এর চেয়ে পাখী যদি হই।
তবু বুঝি মনসুখে রই।

ধন্য ওগো কপোতিনী, মানবিনী হতমানী,
হয়ে আছে দেখে তব সুখ।
তাই ঢাকে ঘোমটাতে মুখ।

কি বলিব বিধাতারে, বলিতে প্রাণ বিদরে,
মোরা বুঝি তব কন্যা নই,
তাই সদা এত দুঃখ সই।

না হইয়ে ধর্ম্মাধীনী, আছি সদা পরাধীনী,
সদা থাকি ক্রীত দাসী প্রায়।
এই কিহে তব অভিপ্রায় ?

পাই কত মর্ম্মব্যথা, তথাপি না বলি কথা,
সদা মুখ ঢাকি ঘোমটায়।
এই কিহে তব অভিপ্রায় ?

হয়ে দেশাচার দাসী, অজ্ঞান সলিলে ভাসি,
কাটিলাম এ দুর্লভ কায়।
এই কিহে তব অভিপ্রায় ?

ঢাকাস্থ কোন রমণী।

সম্পূর্ণ।